পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 189 Wednesday, 10 June, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৮৯ সংখ্যা ✱ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার, ১০ জুন ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এবার প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ অভিযোগ দায়েরের পর এবার সস্ত্রীক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করল পুলিশ। কলকাতায় দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো' এবং 'প্রিভিলেজড প্রি-পুজো এন্ট্রি' টিকিট বিক্রির বিরাট অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতে ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এবার হল এফআইআর। আগেই আন্তর্জাতিক স্তরের আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে কলকাতার বৌবাজার থানায় একটি বিস্তারিত লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। 'মেঘদূত ফাউন্ডেশন'-এর দুই কর্ণধার জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এবং সগুনা মুখোপাধ্যায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন ছাড়াও এই অভিযোগে নাম রয়েছে ধ্রুবজ্যোতি বসু (শুভ), সায়ন্তন মৈত্র এবং রাজন চট্টোপাধ্যায় নামে আরও তিন ব্যক্তির। দাবি, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ইউনেস্কোর লোগো ও নাম ভাঙিয়ে পুজোর আগের প্রিভিউ শোয়ের জন্য চড়া দামে ভিআইপি প্রিভিলেজড টিকিট বিক্রি করা হচ্ছিল। অথচ ইউনেস্কো এই ধরনের কোনও বাণিজ্যিক চুক্তি কোনওদিনই করেনি।

'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরাই করব'

কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠকে সাংসদ দেবকে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ৯ জুনঃ দীর্ঘদিনের দাবি। হচ্ছে হবে করেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এখনও তিমিরেই। সেই বহুচর্চিত 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' রূপায়ণের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম- এই তিন জেলাকে নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই বড় ঘোষণা করেন তিনি। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নতুন রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করতে সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর এবং সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই নবান্নের প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের সঙ্গে তাঁর বিশদ আলোচনা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকারও চায় যে এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক এবং সেই উদ্দেশ্যেই প্রশাসন কোমর বেঁধে মাঠে নামছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ইতিবাচক উদ্যোগকে মন থেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ঘাটালের সাংসদ দেব। তিনি বলেন, ''আমি সারাজীবন সৌজন্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু কখনও কাউকে ব্যক্তিগত স্তরে অপমান করা আমার স্বভাব নয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখে কথা দিয়েছেন যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হবে- একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা।'' একই সঙ্গে টালমাটাল রাজনৈতিক আবহে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তারকা সাংসদ জানিয়ে দেন, এই প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার সঙ্গে অন্য কোনও জল্পনার সম্পর্ক নেই তিনি নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণে বা 'নতুন তৃণমূলে' যোগ দিচ্ছেন না। কোলাঘাটের এই প্রশাসনিক বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও নজিরবিহীন। বিগত নির্বাচনের রেশ কাটিয়ে এই প্রথম একই মঞ্চে মুখোমুখি বসতে দেখা গেল শাসক ও বিরোধী শিবিরের একাধিক শীর্ষ স্তরের সাংসদ ও বিধায়কদের। বৈঠকে ঘাটালের সাংসদ দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া, কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহা এবং খড়্গাপুর সদরের বিধায়ক দীনেন রায়।

ওড়িশার আপত্তিতে সরল 'ধাম'

দিঘার জগন্নাথ মন্দির এখন 'সাংস্কৃতি কেন্দ্র'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ জগন্নাথ ভক্তদের ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং ওড়িশাবাসী ও সনাতনী হিন্দুদের আবেগকে মান্যতা দিয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির আপত্তিমূলক চিঠির পরেই দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির থেকে সরিয়ে নেওয়া হল 'ধাম' শব্দবন্ধটি। মঙ্গলবার নবান্নে পুরীর বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রের উপস্থিতিতে বৈঠক শেষে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের পরিচিতি ও পুজো অর্চনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দিঘার এই মন্দিরটিকে এখন থেকে আর 'জগন্নাথ ধাম' বলা হবে না। এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'শ্রী শ্রী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'। নামের বদল ঘটলেও মন্দিরের প্রাত্যহিক ধর্মীয় রীতিনীতিতে কোনও প্রভাব পড়বে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেই প্রতিদিন সেখানে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে জগন্নাথ দেবের পুজো সম্পন্ন হবে এবং নিত্যদিনের পুজো-অর্চনায় কোনও রকম ছেদ পড়বে না। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কেন 'ধাম' বলা হচ্ছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে বিতর্ক চলছিল বহু দিন ধরেই। কিন্তু কেন দিঘার নবনির্মিত মন্দিরকে 'ধাম' বলা শাস্ত্র বা অভিধানসম্মত নয়? এবার সেই নেপথ্য কারণ ও আভিধানিক ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী পুরীর সাংসদ সম্বিতকে পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন,

সকলেই চান ওখানে নিয়ম মেনে পুজোপাঠ হোক। কিন্তু 'ধাম' শব্দ সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'' এই নামকরণের বিরোধিতাকে মান্যতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''বিতর্ক আগেই ছিল। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করে দিঘার ওই ক্যাম্পাস থেকে ধাম শব্দ সরিয়ে দিচ্ছি।'' ভাষা ও শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, 'ধাম' শব্দটির একটি গভীর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে, যা দিঘার এই মন্দিরের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই মেলে না। বিভিন্ন অভিধান অনুসারে, 'ধাম' শব্দের মূল অর্থ হলো তীর্থস্থান বা আবাস (বাসস্থান)। এই আবাস সাধারণ মানুষেরও হতে পারে, যেমন- 'মাতৃধাম'। আবার তা দেবতার নামেও হতে পারে, যেমন- 'গোলকধাম'। তবে সাধারণ আবাসের গণ্ডি পেরিয়ে কোনও স্থানকে প্রকৃত 'তীর্থস্থান' হয়ে উঠতে গেলে, সেখানে সংশ্লিষ্ট দেবতা বা কোনও মহাপুরুষের লীলা কিংবা অধিষ্ঠানক্ষেত্র হওয়া বাধ্যতামূলক। দিঘার ক্ষেত্রে তেমন কোনও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ভিত্তি নেই। অনেকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'ধাম' কথার অর্থ হল তেজ বা জ্যোতি। এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে- ''জয়তি কনকঃ ধামা কৃষ্ণ চৈতন্য নামে''। অর্থাৎ, তেজোদ্দীপ্ত কেউ কোথাও জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কোনও স্থান প্রতিষ্ঠা করলে তবেই সেটি 'ধাম' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই সংজ্ঞার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল নদিয়ার নবদ্বীপ। সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল, তাই সেটি 'ধাম' হিসেবে পূজিত। শাস্ত্র ও অভিধানের এই অকাট্য নিয়মের নিরিখে বিচার করলে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কোনওভাবেই 'ধাম' বলা যায় না। এই যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নটিই এদিন আড়ালে না রেখে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। আর সেই কারণেই সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দিঘার ওই প্রকল্প থেকে 'ধাম' শব্দটি ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল নতুন রাজ্য সরকার।

অবশেষে বাংলায় ঢুকল বর্ষা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ গত কয়েক দিনে সূর্যের চোখ রাঙানিতে নেজাহাল বঙ্গবাসী। তাপমাত্রার পাশাপাশি চরম আর্দ্রতায় অস্বস্তি চরমে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় সুখবর দিল হাওয়া অফিস। যাবতীয় অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করল বর্ষা। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ধীরে দক্ষিণবঙ্গের দিকে এগোচ্ছে সে। সব ঠিক থাকলে আগামী চার-পাঁচ দিনে গোটা রাজ্যের দখল নেবে বর্ষা। মঙ্গলবার সকালে জানা গিয়েছিল, আগামী দু'দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে বর্ষা। যদিও আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের মঙ্গলবার দুপুরের বুলেটিন বলা হয়েছে, উত্তরের কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বেশির ভাগ অংশ এবং দার্জিলিঙের কিছু অংশে বর্ষা প্রবেশ করেছে। এর জেরে পাহাড় সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি চলছিল উত্তরের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবারের সাথে বুধবারও ভিজবে উত্তরের জেলাগুলি। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। বৃহস্পতি ও শুক্রেও ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। প্রশ্ন হল, দক্ষিণে কি এখনই সুরাহা হবে? হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলিতে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা রয়েছে।

পরিস্থিতি বেগতিক, সরানো শুরু হয়েছে আসবাবপত্রও! এই বাড়িটা ছাড়তে হচ্ছে মমতাকে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ জুনঃ এবার দিল্লির সদর দফতরও হাতছাড়া হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের। ২০ ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের রাজধানীর সদর দফতর। মাত্র কয়েক মাস আগেই এই অফিস চালু হয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের সাংসদ দল ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবার এই পার্টি অফিস ও হাত ছাড়া হতে চলেছে। কারণ এই পার্টি অফিসের বাড়ি পার্থ ভৌমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। এতদিন দলকে নিজের বাড়ি পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলেন তিনি। এবার বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে এনডিএ-তে সামিল হওয়ার পর সেই অফিস যে তৃণমূলের হাতে থাকবে না, তা স্পষ্ট। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নিজের বাড়ি ফেরত চেয়েছেন পার্থ। আর এই পরিস্থিতির আঁচ বুঝে আগে থেকেই বাড়ির ভেতর থেকে অনেক আসবাব সরিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। ফলে দিল্লির রাজনীতিতে আপাতত ঠিকানাহীন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, গত ৩ জুন আনুষ্ঠানিক ভাঙনের পালা শুরু হয়েছিল তৃণমূলে। সোমবার সেই ফাটল আরও চওড়া হয়। বিধানসভা আগেই হাতছাড়া হয়েছিল। এবার লোকসভাতেও ধাক্কা খেতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদীয় দলও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। রবিবার রাতে দিল্লির কোনও এক গোপন ঠিকানায় বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের বিদ্রোহীরা। সোমবার দুপুরে বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে আরও একপ্রস্ত বৈঠক। আর তারপরই সব কিছু জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়। বেশিরভাগ সাংসদই এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। হাতে রয়েছেন ৮ জন।

সরকারি কর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বড় নির্দেশিকা নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ রাজ্য সরকারি স্তরে এক বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল। নবান্নের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একসঙ্গে ৩৫ জন ডাব্লিউবিএ অ্যান্ড এএস ক্যাডারের উচ্চপদস্থ আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে তাঁদের নতুন পদে যোগদান করতে হবে। এই বদলি প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে এবং প্রশাসনিক জটিলতা এড়াতে পূর্ববর্তী সমস্ত বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন অনুযায়ী বাতিল বা সংশোধন করা হয়েছে। একই সঙ্গে, একাধিক আধিকারিকের পরিষেবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আর্থিক নজরদারি আরও জোরদার হয়। কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে দ্রুত প্রয়োজনীয় 'ম্যাচিং অর্ডার' জারি করার নির্দেশ দিয়েছে অর্থ দফতর। পাশাপাশি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার ডিজিটাল মাধ্যমকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সমস্ত আধিকারিককে এসআরএমএস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের দায়িত্বভার বা চার্জ হস্তান্তর করতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি রাজ্য অর্থ দফতরের ২০১৬ সালের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও নিয়মাবলি মেনেই সম্পন্ন করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকসভা ভোটের পর রাজ্য সরকারের এই বড় মাপের রদবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে পুলিশে প্রশাসনিক স্তরে রদবদল করেছে নবান্ন। নির্বাচনী আবহে নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যের পুলিশের একাধিক পদে বদল আনে। আর এবার রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর ফের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে বড় রদবদল। একসঙ্গে ১৭৯ জন আইপিএস ও ডব্লুবিপিএস আধিকারিকের বদলি ও পদোন্নতি হল।

আমার তো মনে হয় আপনারাই অসহযোগিতা করছেন মদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ মঙ্গলাবর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই কালীঘাট ঘিরে ফেলল সিআইডি। তৃণমূলের কেন্দ্রীয় কার্যলয়ে ঢুকে পড়লেন তদন্তকারীরা। বিকেল ৪টেতে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও হানা দেয় সিআইডি। অন্যদিকে কালীঘাটে তৃণমূলের কার্যলয়ে ঢুকতে গিয়ে শুরুতে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল সিআইডি-র তদন্তকারীদের। যদিও শেষ পর্যন্ত সব বাধা উড়িয়ে ভিতরে ঢুকে যায় সিআইডি। চলে ভিডিয়োগ্রাফি। এদিকে সিআইডি যখন সই কেলেঙ্কারি কাণ্ডে তদন্তে গতি বাড়াচ্ছে রাজ্যে, তখন দিল্লিতে মমতা-অভিষেক। এদিন আবার অভিষেককে ভবানীভবনে ডেকেছিল সিআইডি। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডেডলাইন দেওয়া হলেও দেখা মেলেনি তৃণমূলের এককালের সেনাপতির। এরইমধ্যে কালীঘাট-কাণ্ডে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। খবর পেয়েই ছুটে আসেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর সাফ কথা, ''উনি তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উনি তো নেই। কিছু প্রটোকল আছে। তাই আমার মনে হয় সময় দেওয়া উচিত। সময় দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।''খানিক ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, ''আমি এত কথা বলতে চাই না। আমি পার্টি অফিসে এসেছি, আসতে দিন। আমি তো অসহযোগিতা করিনি, আমাদের কেউ অসহযোগিতা করেনি। আমার তো মনে হয় আপনারাই অসহযোগিতা করছেন।''

পুলিশের জালে কলকাতার আরও এক কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ পুলিশের জালে কলকাতা পুরসভার আরও এক কাউন্সিলর। মঙ্গলবার গ্রেফতার হলেন ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর স্বামী সলিল চট্টোপাধ্যায়কেও। তোলাবাজির অভিযোগে ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, গত ৫ জুন সুস্মিতা এবং সলিলের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর করে পুলিশ। অভিযোগ, এক বয়স্ক ব্যক্তির থেকে ৩০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন সুস্মিতা। এ ছাড়াও, ধৃতদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। রাজ্যে পালাবদলের পর দিকে দিকে জনরোষের মুখে পড়ছেন তৃণমূলের ছোট-মাঝারি-বড় নেতারা। কারও বিরুদ্ধে তোলাবাজির, কারও বিরুদ্ধে সরকারি ত্রাণ নিজের বাড়িতে মজুত রাখার অভিযোগ উঠছে। শুধু তা-ই নয়, আরও বিভিন্ন পুরনো অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছেন তৃণমূল নেতানেত্রীরা। প্রায় সব অভিযোগ নিয়েই 'অ্যাকশনে' পুলিশ। রাজ্য জুড়েই শুরু হয়েছে ধরপাকড়। ইতিমধ্যেই কলকাতার বেশ কয়েক জন কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে পাটুলি থেকে বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

কালীঘাটে মমতার বাড়িতে সিআইডি! ক্যামাক স্ট্রিটেও হানা একযোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুনঃ প্রায় ৪৫ মিনিটের অপেক্ষা, তারপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি লাগোয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ঢোকে সিআইডি টিম। প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তল্লাশি চলে। তল্লাশি শেষে ৬টা ১৫ নাগাদ, ৩০ বি হরিশ চ্যাটার্জি থেকে বেরিয়ে আসেন সিআইডি আধিকারিকেরা। তদন্তকারী আধিকারিকেরা যখন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের ভিতর তল্লাশি চালাচ্ছিল, তখন সেখানে উপস্থিত হন কুণাল ঘোষ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন কল্যাণ বলেন, ''গতকাল ১৯-২০ জন এমপি, জানেন অন্য ব্লক তৈরি করেছেন। তাঁরা নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করেছেন। নরেন্দ্র মোদি তাঁদের নেতা হয়ে গিয়েছেন, তাই আজ শুভেন্দু অধিকারী সিআইডি পাঠিয়ে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সবাই জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজ নষ্ট করার জন্য কাজ করেছে। বাংলার মানুষ এর বিচার করবে।'' যদিও ওই দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে কী মিলেছে, সে বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি সিআইডি আধিকারিকেরা। সিআইডি বেরিয়ে যাওয়ার পর, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ''আজ সিআইডির একটি টিম, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিকানায় এসেছিলেন। তাঁরা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও একটি তদন্তের স্বার্থে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সবাই জানি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক এবং আনুষঙ্গিক কিছু বৈঠকের জন্য দিল্লিতে।'' তাঁর সংযোজন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কর্মসূচি সারা পৃথিবী জানে, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেকের অনুপস্থিতিতে সিআইডি কেন আজ এলেন? এটাই বিস্ময়ের।'' কুণাল বলেন, 'তিনি দু'দিনের জন্য নেই। সারা পৃথিবী জানে, তিনি কেন নেই, কোথায় আছেন। সেটা জানার পরেও, তাঁর অনুপস্থিতিতে, তাঁর বাড়িতে তল্লাশির নামে পুলিশ ঢোকানো হল, এটা বাংলার রাজনীতিতে কুৎসিত নিদর্শন হয়ে রইল। এটা যে কতবড় প্রহসন, প্রতিহিংসা ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে-সিজারলিস্ট শূন্য।''

বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

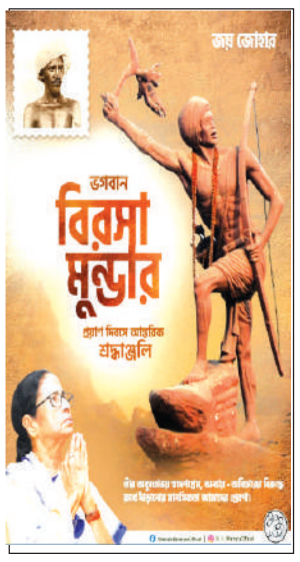

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ জুন ঃবিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, - ''জয় জোহার''। ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেইসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, তাঁর অকুতোভয় স্বদেশপ্রেম, অন্যায় - অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা আমাদের প্রেরণা। উল্লেখ্য, ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর তকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলা) উলিহাতু গ্রামে বিরসা মুন্ডা জন্মগ্রহণ করেন। আদিবাসী সমাজে তিনি 'ধরতি আবা' ও 'বিরসা ভগবান' নামে পরিচিত। বিরসা মুন্ডার ১৯০০ সালের ৯ জুন রাঁচির কারাগারে মৃত্যু হয়। অন্যদিকে বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, - ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। উল্লেখ্য, ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর তকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলা) উলিহাতু গ্রামে বিরসা মুন্ডা জন্মগ্রহণ করেন। আদিবাসী সমাজে তিনি 'ধরতি আবা' ও 'বিরসা ভগবান' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসন ও স্থানীয় জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৯৯-১৯০০ সালে মুন্ডা বিদ্রোহ বা 'উলগুলান' (মহা আন্দোলন) পরিচালনা করেন। বিরসা মুন্ডার ১৯০০ সালের ৯ জুন রাঁচির কারাগারে মৃত্যু হয়।

ইন্ডি জোটের একমাত্র লক্ষ্য এনডিএ ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করাঃসঞ্জয় ঝা

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুনঃ বিরোধীদের ইন্ডি জোটের সমালোচনায় সরব হলেন আরজেডি সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা। তাঁর অভিযোগ, ইন্ডি জোটের একমাত্র লক্ষ্য হলো এনডিএ ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করা। মঙ্গলবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেডি(ইউ)-এর সাংসদ তথা দলের জাতীয় কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় ঝা বলেছেন, ইন্ডি জোট আসলে কোনও জোটই নয়। এই জোটে প্রত্যেকেই একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং লড়াই করে।সঞ্জয় ঝা আরও বলেন, ডিএমকে-ও 'ইন্ডি জোটে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু এখন তারা কোথায়? 'ইন্ডি জোট কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থেই পরিপূর্ণ। জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের জন্য তাদের কোনও কর্মসূচি বা এজেন্ডা নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো এনডিএ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করা।

বাঁশবেড়িয়া পুরসভার দুই কাউন্সিলরের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ৯ জুন ঃ মঙ্গলবার বাঁশবেড়িয়া পুরসভার দুই কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেন। তাঁরা যথাক্রমে ২ নম্বর ওযার্ডের কাউন্সিলর সুমিতা কুমার ও ১৪ নম্বর ওযার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজি দাস।সোমবার হুগলির বাঁশবেড়িযা পুরসভার চেযারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তাপস মুখোপাধ্যায। সোমবার বিকেলে তিনি চুঁচুড়া সদর মহকুমাশাসকের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। তবে চেযারম্যান পদ ছাড়লেও তিনি এখনই কাউন্সিলর পদ ছাড়ছেন না বলে স্পষ্ট জানিযেছেন। চেযারম্যানের পদত্যাগের পাশাপাশি বাঁশবেড়িয়া পুরসভার আরও তিন কাউন্সিলর ইস্তফা দিয়েছেন বলে খবর সূত্র জানা গেছে আজকে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সর্বক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চে ভারতের নতুন পরিচিতি, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুনঃ পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে ডিজিটাল বিপ্লব-প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ ভারত বিশ্বমঞ্চে এক নতুন পরিচিতি অর্জন করেছে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ দেওয়া এক বিস্তৃত বার্তায় তিনি গত ১২ বছরের শাসনকালের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সরকারের উন্নয়ন-দর্শন ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দেন।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে তাঁর সরকারের মূল নীতি-আস্থা, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ-যা কেন্দ্র করে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশ পরিচালিত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আস্থা এবং ' সর্বোপরি' মানসিকতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের যুব সমাজ, নারী ও কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রচেষ্টাই আজ ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লেখেন, গত ১২ বছর ধরে সরকার কোনো ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতি থামতে দেয়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন হোক কিংবা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি-সব ক্ষেত্রেই ভারত আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে দাবি তাঁর। বিশেষ করে ডিজিটাল বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যকে তিনি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসেবে উল্লেখ করেন, যা দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ ও গতিশীল করে তুলেছে।তিনি আরও বলেন, এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে ' সেবার মানসিকতা', যা তাঁর সরকারের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার যে উদ্যোগ, তা শুধু প্রশাসনিক সংস্কার নয় বরং একটি সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, এই সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই দেশ গঠনের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় ' সাথ, সবকা বিকাশ'-এর আদর্শকে পুনরায় সামনে এনে বলেন, এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই গত ১২ বছরে সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য ছিল এবং সেই লক্ষ্য পূরণে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে একটি শক্তিশালী, স্বনির্ভর এবং বিকশিত ভারতের চিত্র, যা ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা হিসেবেও উপস্থাপিত হয়েছে।এই দীর্ঘ সময়কালে ভারতের অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নের নানা দিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, ভারতের এই অগ্রযাত্রা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারতের অবস্থানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।তিনি আরও জানান, যুব সমাজের ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে সরকার একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে উসাহ দেওয়া হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে তাদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।কৃষকদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় ভবিষ্যতের ভারতের রূপরেখা নিয়েও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন। তাঁর মতে, আগামী দিনে ভারত আরও দ্রুতগতিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বমঞ্চে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করবে। তিনি বলেন, সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি উন্নত ভারত গা়ে তোলাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।এই বার্তা প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সরকারের সমর্থকরা এই বক্তব্যকে ভারতের উন্নয়নযাত্রার একটি ইতিবাচক প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন, যেখানে বিরোধীরা আবার বলছেন যে বাস্তব পরিস্থিতি আরও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উন্নয়নের এই যাত্রা কোনোভাবেই থেমে থাকবে না, বরং আরও গতিশীল হবে।সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তা একদিকে যেমন গত ১২ বছরের সরকারের সাফল্যের মূল্যায়ন হিসেবে উঠে এসেছে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন অঙ্গীকারের ইঙ্গিতও দিয়েছে। পরিকাঠামো, ডিজিটাল অগ্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান-সব মিলিয়ে ভারতের এই নতুন পরিচিতি যে আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হবে, সেই আত্মবিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বক্তব্যে।

জল সংরক্ষণ বিষয়ক জল শক্তি উদ্যোগ পর্যালোচনা উপ-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুনঃ উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন মঙ্গলবার দেশজুড়ে জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'জল শক্তি মন্ত্রক'-এর গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্পগুলোর পর্যালোচনা করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি জানান, বৈঠকে তাঁকে নদী সংযোগ প্রকল্প-যার মধ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নদী সংযোগের উদ্যোগও অন্তর্ভুক্ত-এবং 'নমামি গঙ্গে'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলো নিয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।তিনি মন্ত্রকের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ 'জল সঞ্চয় জন ভাগিদারী'-রও প্রশংসা করেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণের লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছিল। বৈঠকে কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাতিল, প্রতিমন্ত্রী ড. রাজ ভূষণ চৌধুরী এবং মন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১২ বছরে দেশের বিদেশ নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে ঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুন ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, গত ১২ বছরে দেশের বিদেশ নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় ডঃ জয়শঙ্কর জানান, এই সময়ে সরকার সাধারণ নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যু ও নথিপত্র সত্যায়নের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সহজ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত করেছে এবং নাগরিকদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার অভিযোগ নিষ্পত্তি ও মতামত গ্রহণের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এবং যে কোনওসংকটময় পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়া দিয়েছে।বিদেশ মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সহজতর করেছে এবং বিদেশে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। তিনি যোগ করেন, এই উদ্যোগগুলো রফতানি বৃদ্ধিতে এবং নতুন নতুন বাজারে ভারতীয় পণ্য ও পরিষেবার প্রবেশ সহজ করতে সহায়তা করেছে। তিনি জানান, ভারতীয় নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাতে ৪৪টি দূতাবাস ও কনস্যুলেট খোলা হয়েছে। জয়শঙ্কর আরও জানান, সরকারের এসব প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়রা এখন আরও বেশি আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সঙ্গে বিদেশে যাতায়াত করতে পারছেন।

সিওয়ানে গ্রেফতার এক মাদক পাচারকারী

সিওয়ান, ৯ জুন ঃ অবৈধ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিল বিহার পুলিশ। বিহারের সিওয়ান জেলার মুফফশিল থানার পুলিশ ৬২.১৫ গ্রাম মাদক-সহ সোমবার গ্রেফতার করা হয় এক মাদক পাচারকারীকে । মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম ওম প্রকাশ গিরি। সে মুফফশিল থানার অন্তর্গত লখরাওঁ গ্রামের বাসিন্দা।এদিন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে ওম প্রকাশ গিরি নিজের বাড়ি থেকে অবৈধভাবে মাদক কেনা-বেচার ব্যবসা চালাচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ওই গ্রামে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে । পুলিশের গাড়ি দেখেই এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে এবং ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হয় ওমপ্রকাশকে। ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় ৬২.১৫ গ্রাম মাদক ও অন্যান্য সামগ্রী । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পঞ্জাব-সহ দেশের ৬টি ঠিকানায় ইডি-র তল্লাশি, তোপ দাগলেন কেজরিওয়াল

চন্ডীগড়, ৯ জুনঃমানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA)-এর অধীনে দেশের একাধিক রাজ্যে মঙ্গলবার সকালে ব।স। তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পঞ্জাবের লুধিয়ানা ও জলন্ধর, উত্তর প্রদেশের বরেলি এবং দিল্লি-নয়ডা অঞ্চলের মোট ছ'টি পৃথক ঠিকানায় এই অভিযান চালানো হয় বলে জানা গেছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।ইডি সূত্রে জানা গেছে, এই তল্লাশি অভিযান মূলত হ্যাম্পটন স্কাই রিয়েলটি লিমিটেড সংক্রান্ত একটি আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তের অংশ। তদন্তের আওতায় থাকা ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একাধিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থানে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। জলন্ধরের নিউ জওহর নগর এলাকায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকাদারের বাসভবনেও তল্লাশি চালানো হয়, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।তল্লাশি চালানো ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন অমিত বাজাজ নামে এক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ঠিকাদার। অভিযোগ, তিনি ও তাঁর ভাই ইন্দরজি বাজাজ দীর্ঘদিন ধরে জলন্ধর ছাড়াও লুধিয়ানা, মোহালি এবং গুজরাটসহ একাধিক রাজ্যে পৌরসভা ও সরকারি দফতরের বিভিন্ন নির্মাণ ও অবকাঠামো প্রকল্পে ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের আর্থিক লেনদেন ও প্রকল্প সংক্রান্ত অর্থের উৎস খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।ইডির এই পদক্ষেপের পরই রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আম আদমি পার্টির প্রধান এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি এক্স মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় অভিযোগ করেন যে, পঞ্জাবে বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে। কেজরিওয়াল তাঁর পোস্টে লেখেন, ইডি পঞ্জাবের ছোট হিন্দু ব্যবসায়ীদের হয়রানি করছে এবং তাদের আতঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন যে, ব্যবসায়ীদের ভয় পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ পঞ্জাব সরকার ও প্রশাসন তাদের পাশে রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, এই ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁরা একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের একাংশ কেজরিওয়ালের এই মন্তব্যকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ হিসেবে দেখছে, অন্যদিকে শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তদন্ত সংস্থার কাজকে অকারণে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হচ্ছে।ইডির তরফে অবশ্য এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে তদন্তকারী সূত্রের দাবি, আর্থিক লেনদেনের একাধিক অস্বচ্ছতা ও সন্দেহজনক প্রকল্প সংযোগ খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে এবং এটি একটি চলমান তদন্তের অংশ।সব মিলিয়ে, পঞ্জাব-সহ একাধিক রাজ্যে ইডির এই তল্লাশি অভিযান এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতকে আরও একবার সামনে নিয়ে এসেছে। তদন্ত যত এগোবে, ততই এই মামলায় নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

বিরসা মুন্ডার জীবন আদিবাসী সমাজের মর্যাদা রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ জুনঃ ভগবান বিরসা মুন্ডার আত্মত্যাগ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার সমগ্র জীবন আদিবাসী সমাজের মর্যাদা, সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন এক্স মাধ্যমে জানান, ভগবান বিরসা মুন্ডার আত্মত্যাগ দিবসে আমি তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। জল, জঙ্গল ও জমি রক্ষার তাগিদে তিনি বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন আদিবাসী সমাজের মর্যাদা, সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। মাতৃভূমির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের তাঁর এই আখ্যান দেশের প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। অন্যদিকে ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণবার্ষিকী মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, - স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম।১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলা) উলিহাতু গ্রামে বিরসা মুন্ডা জন্মগ্রহণ করেন। আদিবাসী সমাজে তিনি 'ধরতি আবা' (পৃথিবীর পিতা) ও 'বিরসা ভগবান' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসন ও স্থানীয় জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৯৯-১৯০০ সালে মুন্ডা বিদ্রোহ বা 'উলগুলান' (মহা আন্দোলন) পরিচালনা করেন।

হরমুজে ভাঙল হেলিকপ্টার, ট্রাম্প বললেন সবাই সুরক্ষিত আছেন

ওয়াশিংটন, ৯ জুন হরমুজ প্রণালীর কাছে সোমবার আমেরিকার সেনার একটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টার থেকে দুই আরোহীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এটি শত্রুপক্ষের হামলা না কি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।হরমুজ প্রণালীর কাছে মার্কিন সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, পাইলটরা ভালো আছেন। কেউ আহত হননি। আমরা আগামীকাল এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করব।এদিকে, ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই এটি সম্পন্ন করতে পারব বলে মনে করি। আমার ধারণা, এতে কোনও জটিল বা অমীমাংসিত বিষয় নেই। আমরা একটি অত্যন্ত ভালো ও শক্তিশালী চুক্তি করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আমরা যদি বোমাবর্ষণ করি-যা চাইলে খুব সহজেই করা সম্ভব এবং টানা দুই-তিন সপ্তাহ ধরে তা চালালে-তবে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই প্রণালীটি (হরমুজ প্রণালী) মাসের পর মাস বন্ধ হয়ে থাকবে। বোমাবর্ষণ করলে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটবে। কে এমনটা করতে চায়? আমি তো চাই না।

তৃণমূলের বিদ্রোহীদের তোপ কল্যাণ ও আজাদের, নীরবতা পালন সুখেন্দুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ জুন ঃ তৃণমূলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কীর্তি আজাদ। মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপিকেও আক্রমণ করেন কল্যাণ। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনাদের (বিজেপি) হাতে মুখ্যমন্ত্রী, ইডি, সিবিআই এবং অন্যান্য ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু আমার আছে 'মা-মাটি-মানুষ', আমার দল, আমার দলীয় কর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণ রয়েছে।দলের অন্দরে বিদ্রোহ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, আমাদের ২৯ জন নেতা 'মা-মাটি-মানুষ'-এর নামে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। আমি এই বিশ্বাসঘাতকদের কাছে জানতে চাই-নির্বাচনের আগে নয়, কেন নির্বাচনের পরেই আপনারা আপনাদের অসুবিধার কথা বললেন? সুখেন্দু শেখর রায়ের অন্তত পদত্যাগ করার মতো রাজনৈতিক নৈতিকতা ছিল। আপনাদেরও যদি সেই রাজনৈতিক নৈতিকতা থাকে, তবে আপনারাও পদত্যাগ করুন এবং বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে লড়ুন।এদিনই তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রশংসা করে বলেন, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয়, নতুন সরকার তাদের ঘোষিত কর্মসূচি নিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলায় তিনি বলেন, কাকে এবং কেন তিনি বিশ্বাসঘাতক বলেছেন, তা আমি জানি না। এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।

ইন্দোরে শুরু ব্রিকস কৃষি সম্মেলন

ইন্দোর, ৯ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ব্রিকস কৃষি সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, চিন, ইরান, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং অন্যান্য সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। এতে ২১টি দেশের কৃষিমন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা যোগ দিচ্ছেন।মঙ্গলবার একাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, জলবায়ু-বান্ধব কৃষি, কৃষি-বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষমতায়ন। চলতি মাসের ১২ তারিখে কৃষিমন্ত্রীদের মধ্যে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ক্ষুদ্র কৃষক, নারী ও যুবসমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে

নর্থ বেঙ্গল অস্ট্রলজিকাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত দ্বিতীয় তম বার্ষিক জ্যোতিষ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি,গঙ্গারামপুরঃ গত ৭ই জুন ২০২৬ রবিবার গঙ্গারামপুর পৌরনগরে রুদ্রানী এজেন্সি রতনমালা দক্ষিণ দিনাজপুরে নর্থ বেঙ্গল অস্ট্রলজিকাল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আচার্য্য শ্রী সুভ্র গোস্বামী উদ্যোগে জ্যোতিষ বাচস্পতি সম্মেলনের আয়োজন করেন।ফুল উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে সকল গুনি ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।নর্থ বেঙ্গল অস্ট্রোলজিকাল ফাউন্ডেশনের জ্যোতিষ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিষ সম্রাট লব ঘোষ,স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ, জ্যোতিষ সম্রাট দিবাকর ও পরিতোষ শাস্তি,সুব্রত শাস্ত্রী,ঝর্না বনিক,উত্তম শাস্ত্রী,প্রদীপ শাস্ত্রী, সয়াতি ঘোষাল, গৌতম ,মুখার্জী,মনোজ মল্লিক,সোমা শাস্ত্রী,তরুণ কুমার আচারিয়া,দীপা শাস্ত্রী,স্বপন পাল,এছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাশিফল

মেষঃব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোতে আজ আপনি আবেগ আর উষ্ণতা অনুভব করবেন। পরিবারে সময় কাটালে মন শান্তি আর সুখ পাবে। পুরনো কোনও ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যও আজ ভাল সময়। এছাড়া, স্বাস্থ্য নিয়ে খেয়াল রাখুন আর নিয়মিত ব্যায়ামকে গুরুত্ব দিন। **বৃষঃ** আপনি যদি কারো সঙ্গে থাকেন, তাহলে ভাবুন কীভাবে সম্পর্কটা আরও শক্তিশালী করা যায়। যারা সিঙ্গেল, তারা নতুন সম্পর্ক শুরু করার জন্য প্রস্তুত। অর্থের দিক থেকে, কিছু নতুন সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্ত করবে। তবে খরচের দিকে নজর রাখা জরুরি।। **মিথুনঃ**আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। অন্যদের মনে আপনার ছাপ ফেলার ক্ষমতা আপনাকে পুরস্কৃত করবে। শুভদিন **কর্কট রাশি** ঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। বোনের বিবাহসম্পর্ক আপনাকে খুশি করে তুলবে। **সিংহঃ**ম্পর্কের মধ্যে মিষ্টতা আরও বাড়বে, বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তাদের সাহায্যে আপনি যেকোনও কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে. বললে, এখন নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার সময়। বিবাহের যোগ হবে **কন্যাঃ** আপনি যে পরিশ্রম করেছেন, এখন তার ফল পাওয়া শুরু হবে, আর আপনার কলিগদের আপনাকে প্রশংসা করবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও উন্নতি দেখা যাবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময়. কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। । **তুলাঃ**আপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।আপনি মুক্ত মন তুলে ধরে এবং কারোর বিরুদ্ধে সব বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে এটি অতিক্রম করতে পারেন। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে। **বৃশ্চিকঃ** পনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে **ধনুঃ** ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন, কিন্তু মনে রাখুন, প্রতিটা খুঁটিনাটি খুব যত্ন নিয়ে সামলানো দরকার। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে, কিন্তু চাপ এড়াতে একটু বিশ্রামও দরকার। **মকরঃ** আপনার দিনটা নিজের দিকে তাকানোর জন্য উপযুক্ত হবে। আপনি আপনার লক্ষ্য আর চাওয়া নিয়ে একটু ভাববেন। প্রেম ব্যয়। **কুম্ভঃ** আপনার শরীর রিচার্জ করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে অন্যথায়. ক্লান্তি আপনার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। যৌথ ব্যবসায়ে এবং সন্দেহজনক আর্থিক স্কিমে বিনিয়োগ করবেন না। শুভদিন। **মীনঃ**অত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। যে কোনও জায়গায. বিনিযোগে করা লোকেরা আজ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। নাতিনাতনিরা প্রাচুর্যপূর্ণ খুশির উস হবে। উৎসাহময় দিন, য়েহেতু আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে পুরস্কারউপহার পাবেন আজ

আবহাওয়া

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। কলকাতাতেও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার ফলে নতুন করে তাপমাত্রা আর কমার তেমন সম্ভাবনা নেই। ঝড়-বৃষ্টির ফলে গত দু'দিনে গরমের অস্বস্তি কিছুটা কমেছে। আগামী অন্তত সাত দিন এমনই তাপমাত্রা থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দুর্যোগ চলবে উত্তরবঙ্গেও। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত গরমের যে দাপট ছিল, তা অনেকটাই কমেছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে প্রাকবর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ২-১ দিনের মধ্যেই বর্ষা প্রবেশ করবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫১মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

লিঙ্ক লিমিটেড-র ত্রৈমাসিক এবং পূর্ণ অর্থবর্ষের আর্থিক ফলাফল

₹Lakhs

Financial Summary	Q4 FY26	Q4 FY25	YoY%	Q3 FY26	QoQ%	FY26	FY25	YoY%
Total Income	14,024	15,591	(10.1%)	13,151	6.6%	55,130	54,819	0.6%
EBITDA	2,035	2,122	(4.1%)	1,512	34.6%	6,778	6,910	(1.9%)
EBITDA Margin	*14.5%*	*13.6%*	*89 bps*	*11.5%*	*301 bps*	*12.3%*	*12.6%*	*(31 bps)*
PAT*	1,046	1,211	(13.6%)	677	54.4%	3,274	3,804	(13.9%)
PAT Margin	*7.5%*	*7.8%*	*(31 bps)*	*5.2%*	*231 bps*	*5.9%*	*6.9%*	*(100 bps)*
`EPS (In ₹)	1.76	2.04	(14.0%)	1.15	53.1%	5.50	6.40	(13.9%)

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৯ জুন ঃ লেখনী সামগ্রী ও স্টেশনারি শিল্পে দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত সংস্থা লিঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক পেন অ্যান্ড প্লাস্টিকস লিমিটেড) তাদের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিক (Q4 FY26) এবং পূর্ণ অর্থবর্ষের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে।২৬ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সংস্থার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন ও নথিভুক্ত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চমানের লেখনী সামগ্রী ও উদ্ভাবনী স্টেশনারি পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে লিঙ্ক লিমিটেড দেশ-বিদেশে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড পরিচিতি গড়ে তুলেছে। বর্তমানে সংস্থার ব্যবসায়িক উপস্থিতি ভারত ছাড়াও বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক বাজারে লিঙ্ক ব্র্যান্ড তার বিশ্বমানের পণ্য, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ধারাবাহিক উদ্ভাবনের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি অঙ্গীকারের মাধ্যমে সংস্থাটি লেখনী সামগ্রী শিল্পে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছে।দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পাশাপাশি নতুন পণ্য উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণের কৌশলকে সামনে রেখে লিঙ্ক লিমিটেড ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির দিকেও আত্মবিশ্বাসী।

প্রতিজ্ঞা পালনে মস্তক মুণ্ডন করলেন প্রবীণ সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আশিস কুমার ঘোষ, মধ্যমগ্রাম, ৯ জুন ঃ নিজের চুল-দাড়ি কেটে প্রতিজ্ঞা পালন করলেন প্রবীণ সাংবাদিক, নূতন জগৎ পাক্ষিক সংবাদপত্রের সম্পাদক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ নিজের বাসভবনে ক্ষৌরকার ডেকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন তিনি। এদিন চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলে নতুন সরকারের কাছে সুশাসন দেওয়ার দাবি জানালেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বৈরাচারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপশাসনের অবসান হলে চুল-দাড়ি কামাবেন তিনি। ২০২০ সালে করোনা অতিমারির সময়ে তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রামী সুধীর কুমার চ্যাটার্জি স্মৃতি ভবন দখল করে নেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন তিনি। এসব কর্মকাণ্ডের বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে হাবড়া থানা এলাকার সংহতিতে বিদ্যাসাগর পল্লীতে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে ২১ শতক জমি কিনে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সুধীর কুমার চ্যাটার্জি স্মৃতি ভবন। সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ শিবির, শারীরশিক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির-সহ নানান ধরনের কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা হতো এই ভবনে। সংহতির এই বাড়িটি মাস্টারমশায়ের আশ্রম নামে পরিচিত ছিল। করোনা অতিমারির সময়ে চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন প্রচার করে ওই ভবনটি দখল করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিচার চেয়ে ও কোন সুরাহা মেলেনি। তখনই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই স্বৈরাচারী সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুল দাড়ি কামাবেন না। এদিন চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জানান, তখন তাঁর বয়স ৮০ পেরিয়েছে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই অসুস্থ। স্ত্রী শয্যাশায়ী। ওই পরিস্থিতিতে বাইরে বেরিয়ে তাঁর ওই বাড়ি দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো অবস্থা ছিল না। ঘরে বসে হাবড়া থানা, জেলাশাসকের দফতর, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে চিঠি লিখে তাঁর ওই বাড়ি দখলের বিষয়ে জানান। কিন্তু কোনও দফতর থেকেই কোনও সাড়া পাননি। তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী শাসন, সিন্ডিকেট রাজ-এর অবসান ঘটলে চুল-দাড়ি কেটে প্রতিবাদ জানাবেন তিনি এবং নতুন সরকারের কাছে তাঁর জমি উদ্ধারের জন্য দাবি করবেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে এদিন চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, কামিয়ে ফেলা চুল-দাড়ি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবেন বলেও জানান। একই সঙ্গে রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যপালের কাছেও তাঁর বাড়ি দখলের বিষয় জানিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করার দাবি করে চিঠি পাঠাবেন তিনি। ৮৩ বছর বয়সী প্রবীণ সাংবাদিকের এই অভিনব প্রতিজ্ঞা পালন অবাক করেছে ক্ষৌরকারকেও। এদিন তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় যুক্ত থাকলেও এমন প্রতিজ্ঞা পালনে চুল-দাড়ি কামানোর ঘটনা তাঁর জীবনে এই প্রথম ঘটল।

সাড়ম্বরে পালিত হল রেওয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জুন ঃ তিন দিন ব্যাপী রেওয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার বিতরণী পর্ব অনুষ্ঠিত হল রামমোহন লাইব্রেরীতে। ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত ২৮টি ফিল্মের মধ্যে থেকে ৩৩ জনকে সম্মানিত করা হল। রেওয়া ফিল্ম প্রোডাকশন হাউজ নিবেদিত এবং সুব্রত কুমার সিংহের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'মারণ খেলা' ফিল্মের কলা-কুশলীদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নীলাঞ্জন ভৌমিক, শুভজিৎ দাস, রুমা ভদ্র, অরুণিমা চ্যাটার্জী, অজয় সেনগুপ্ত, ইন্দু ভূষণ দাস, অর্পিতা কামিল্যা, মনোরমা ঘোষ, মণিদীপা চক্রবর্তী প্রমুখ। সেরা তিনটি ফিল্ম বিক্রম দেব সেনগুপ্তর 'ফেরা', অমিত ঘোষের 'রাণীমার লালকুঠি' এবং ঋজু রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ও শঙ্খদীপ চক্রবর্তী পরিচালিত 'তবু মনে রেখো'। সেরা মিউজিক ভিডিও নির্বাচিত হল শুভঙ্কর সাউয়ের 'তোর হতে চাই'। মাইক্রো ফিল্ম ক্যাটাগরিতে শ্রী দাস, মিউজিক ভিডিওতে ইন্দ্রদীপ সিনহা এবং শর্ট ফিল্মে বিক্রম দেব সেনগুপ্ত পেলেন বেস্ট ডিরেক্টর এওয়ার্ড। বেস্ট মাইক্রো ফিল্ম নির্বাচিত হল রাজা মুন্সীর 'আম্রপালী'। অনুষ্ঠানে শর্মিলি বিশ্বাস ও তার ড্যান্স ট্রুপ পরিবেশন করল নৃত্য আলেখ্য শিবার্ঘ্য। মঞ্চস্থ হল 'খড়ির গন্ডির ভিতর ছোট্ট রবি' নাটকটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু সঞ্চালনা করেন ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর নির্মাল্য বিশ্বাস।

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত সব্যসাচী দত্তকে লক্ষ্য করে ডিম, পচা টমেটো ও গোবর নিক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জুন ঃ তোলাবাজি এবং হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে মঙ্গলবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল বিধাননগরে। আদালতে পেশ করার জন্য পুলিশ যখন তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানা থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ তাঁর উদ্দেশে ডিম, পচা টমেটো এবং গোবর ছুড়ে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে তৎপর হতে হয়। আদালত চত্বরেও তাঁকে ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত থাকে এবং বিক্ষোভকারীদের মুখে শোনা যায় 'চোর চোর' ও 'চোর স্লোগান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে রাজারহাটের ২১১ নং রোড সংলগ্ন রাইগাছি এলাকার একটি অভিজাত আবাসনে অভিযান চালিয়ে সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে ভয় দেখানো, চাপ সৃষ্টি করা এবং অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগকারীর দাবি, বিভিন্ন সময়ে তাঁকে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল এবং অস্বীকার করলে নানা ধরনের হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির পর সোমবার রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিধাননগর উত্তর থানার বাইরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমতে শুরু করে। তাঁদের অনেকের হাতেই ছিল ডিম, পচা টমেটো এবং গোবর। পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই সব্যসাচী দত্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, থানার গেট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম, পচা টমেটো এবং গোবর ছোড়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর পোশাক নোংরা হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীরা লাগাতার স্লোগান দিতে থাকেন এবং অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিও তোলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও পুলিশ দ্রুত তাঁকে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে নিয়ে আদালতের উদ্দেশে রওনা দেয়। আদালত চত্বরে পৌঁছনোর পরও উত্তেজনা কমেনি। সেখানেও বহু মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। যদিও সব্যসাচী দত্ত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তদন্তে সত্য সামনে এলে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হবেন বলেও দাবি করেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্নীতি, তোলাবাজি, মারধর এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। এর আগেও বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, জনরোষের এই বহিঃপ্রকাশ বর্তমান পরিস্থিতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হয়ে উঠছে। এবার শুধু ডিম নয়, পচা টমেটো ও গোবরও প্রতিবাদের নতুন প্রতীক হিসেবে সামনে এল, যা বিধাননগরের এই ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

হাওড়ার উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

সৈকত দাস,হাওড়া, ৯ জুন ঃ হাওড়া শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই, হাওড়ার জেলা শাসক (ডিএম) এবং সদ্য নিযুক্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার তেজস্বী রানা।বৈঠকে হাওড়া শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা সংস্কার এবং প্রশাসনিক সমন্বয় সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, হাওড়াকে একটি আধুনিক ও উন্নত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।জেলা শাসক এবং নবনিযুক্ত কমিশনারও প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। শহরের নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়।সূত্রের খবর, আগামী দিনে হাওড়া শহরের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এ ধরনের সমন্বয় বৈঠক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের যৌথ উদ্যোগে হাওড়াকে আরও উন্নত ও নাগরিকবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে বৈঠকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় রেল অবরোধে চরম ভোগান্তি, ১২টি লোকাল বাতিল কড়া বার্তা পূর্ব রেলের

কলকাতা, ৯ জুন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনের বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভ ও রেল অবরোধের জেরে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। এর ফলে হাজার হাজার নিত্যযাত্রীকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। পরিস্থিতির জেরে অন্তত ১২টি লোকাল ট্রেন বাতিল করতে বাধ্য হয় রেল কর্তৃপক্ষ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইএমইউ লোকাল ট্রেনগুলিতে সাধারণ কামরার অতিরিক্ত অর্ধেক অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একদল বিক্ষোভকারী বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন চলাচলে বাধা দেন। এর ফলে বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় দীর্ঘ সময় ধরে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়।পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের দাবি, এই বিক্ষোভের কোনও যৌক্তিক কারণ নেই। কারণ, মহিলা যাত্রীদের জন্য শুধুমাত্র সীমিত পরিমাণ অতিরিক্ত জায়গা সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই শাখার মোট শহরতলি যাত্রীর প্রায় ২৫ শতাংশই মহিলা। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের জন্য আরও বেশি আসন ও যাত্রার সুবিধার দাবি উঠছিল।রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরার সংখ্যা ২ থেকে বাড়িয়ে ৩ করা হলেও পুরুষ যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে এবং সামগ্রিক পরিষেবা উন্নত করতে এই শাখাসহ দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন রুটে অতিরিক্ত ২ জোড়া ট্রেন চালু করা হয়েছে।এদিকে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করতে শিয়ালদহ ডিভিশন ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সোনারপুর-ক্যানিং শাখায় উন্নত অটো-সিগন্যালিং ব্যবস্থাবারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় অটো-সিগন্যালিং প্রকল্পবারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় সিগন্যাল আধুনিকীকরণমাইল ৫-বজবজ শাখায় সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পডায়মন্ড হারবার ও ক্যানিংয়ে নতুন স্টেবলিং ইয়ার্ড নির্মাণরেলের দাবি, চলতি বছরের মধ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। এর ফলে ভবিষ্যতে ব্যস্ত সময়ে আরও বেশি ট্রেন চালানো সম্ভব হবে এবং যাত্রীদের পরিষেবা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।অবরোধের মধ্যেও পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল। পাশাপাশি যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে।মঙ্গলবার সকালে হোতার স্টেশনে সকাল ৮টা ২০ মিনিট থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত, দক্ষিণ দুর্গাপুরে সকাল ১০টা ৮ মিনিট থেকে ১০টা ২২ মিনিট পর্যন্ত এবং কল্যাণপুরে সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে ১০টা ৫২ মিনিট পর্যন্ত রেল অবরোধ চলে। এই ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছে পূর্ব রেল।রেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের কর্মসূচির ফলে শুধু ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় না, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দৈনঃদিন জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ যাত্রীকে পরিষেবা দেয় শিয়ালদহ ডিভিশন। ফলে সামান্য সময়ের অবরোধও ব্যাপক প্রভাব ফেলে সমগ্র রেল ব্যবস্থার উপর।পূর্ব রেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রতিবাদের নামে রেল অবরোধ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভ, পিকেটিং বা রেললাইনে বসে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৫৩, ১৫৪ এবং ১৭৪ নম্বর ধারার উল্লেখ করে পূর্ব রেল জানিয়েছে, রেল অবরোধে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবংঅথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।পূর্ব রেল এই ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিঃদা জানিয়ে ভবিষ্যতে যাত্রী স্বার্থে শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক রেল চলাচল বজায় রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

জোয়ারগড়ী অঞ্চলে ১০০দিনের কাজের সূচনা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৯ জুন ঃ রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য সুখবর। দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে ফের বঙ্গে চালু হল MGN-REGA প্রকল্পে একশো দিনের কাজ। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া উত্তরের অন্তর্গত জোয়ারগড়ী অঞ্চলের ৭নং সংসদের গ্রামে এই কাজের সূচনা করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন , কৃষি বিপনন ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

ভুল সংশোধন

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) গণ বিজ্ঞপ্তিতে ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তির শিরোনামে, অনিচ্ছাকৃতভাবে 'Thirty Sixth Annual General Meeting' কথাটি ভুলবশত 'Thirty Fifty Annual General Meeting' হিসেবে টাইপ করা হয়েছিল। এই ভুলের জন্য আমরা দু ঃখিত।

জনতার বিক্ষোভের মুখে গৌতমের 'কান্না'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ জুন ঃ জনতার বিক্ষোভের মুখে গৌতমের 'কান্না' নিয়ে তীব্র কটাক্ষ বিধায়ক উমেশের। রাতে উত্তর হাওড়ায় জনতার ক্ষোভের মুখে পড়েন উত্তর হাওড়ার প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। রীতিমতো 'কান্না' জুড়ে দেন একদা 'ডাকাবুকো' ওই বিধায়ক। ক্ষমাও চেয়ে নেন। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিজেপি বিধায়ক উমেশ রাই বলেন, এর আগেও কারবালায় ইমাম সাহেবের সামনে উনি কাঁদলেন। এবার ভোটে অভিষেক ব্যানার্জিকে দেখে কেঁদে ফেললেন।

ভারত সরকার
শিক্ষা মন্ত্রক
উচ্চশিক্ষা দপ্তর

হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ

হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

উপাচার্য যেহেতু একইসাথে শিক্ষায়তনিক ও প্রশাসনিক প্রধান, তাই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় যে তিনি হবেনঃ

- সর্বোচ্চ স্তরের যোগ্যতা, সততা, নৈতিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার অধিকারী একজন ব্যক্তি।
- একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, যাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা স্বনামধন্য গবেষণা এবং/অথবা অ্যাকাডেমিক প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের প্রমাণ থাকতে হবে।
- এই বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ অনুযায়ী বয়স ৬৫ বছরের অনধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বেতন ও চাকরির শর্তাবলি

- এই পদে মাসিক ২,১০,০০০/- টাকা (নির্ধারিত) বেতনের পাশাপাশি ১১,২৫০/- টাকা বিশেষ ভাতা এবং অন্যান্য প্রচলিত ভাতা প্রদান করা হবে।
- চাকরি সংক্রান্ত শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া

- বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত একটি কমিটির সুপারিশকৃত নামের তালিকা থেকে এই নিয়োগ প্রদান করা হবে।
- বিজ্ঞপ্তিটি **https://dohe-education.gov.in** এবং **https://www.cuhimachal.ac.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- প্রার্থীদের নিচে দেওয়া লিঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমর্থ পোর্টালে "**শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন**" করতে হবেঃ

https://vcrec.samarth.ac.in/index.php/

- উপরোক্ত লিঙ্কটি ১০.০৬.২০২৬ তারিখের সকাল ১০:০০টা থেকে ০৯.০৭.২০২৬ তারিখের বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত সচল থাকবে।

CBC 21201/11/0004/2627

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-Quotation online two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIII/115/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 04 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) Hafiz Md. Ishaque Road area, 2) Taramoni Ghat Road area, 3) Putiary Banerjee Para Road area and 4) Banamali Banerjee Road area in Ward No.-115.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 4,800.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(2) NIT No.: KMC/XIII/116/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) Tal Pukur near Hydro Carbon Gally area and 2) P. N. Mitra Lane (Dhapar Math) in Ward No.-116.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(3) NIT No.: KMC/XIII/117/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) Indira Pally Bustee area and 2) Gobar Jhuri Bustee area in Ward No.-117.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(4) NIT No.: KMC/XIII/118/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) S. N. Roy Road (Banstala Bustee) area and 2) Nepali Bustee area in Ward No.-118.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(5) NIT No.: KMC/XIII/119/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) Shil Thakur Bari Road area and 2) D.H. Road near Behala Police Station area in Ward No.-119.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(6) NIT No.: KMC/XIII/120/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) Sisir Bagan Road area and 2) Cocola Bagan Park area in Ward No.-120.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(7) NIT No.: KMC/XIII/122/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Supplying, Installing, Operating of 08 No. of portable pump sets of 3 inch dia. at 1) Arabinda Pally area, 2) East Park area, 3) Doctor Bagan area, 4) Sukanta Pally area, 5) Ramkrishnanagar area, 6) Surya Sen Pally area, 7) Mission Dhali Para area and 8) Rabindra Abasan area area in Ward No.-122.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 9,600.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).** Period of Completion: **140 days** (For Sl. No. 1 to 7). Last date and time of submission of Bid: **18.06.2026 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 7). Tender will be opened on: **20.06.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 7) The bid forms and other details are available on and from **10.06.2026 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 7). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-Quotation online two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/121/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-121. Maximum nos. of pumps to be deployed - 06 (Six) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 4,200.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(2) NIT No.: KMC/XIV/127/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-127. Maximum nos. of pumps to be deployed - 15 (Fifteen) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 10,000.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(3) NIT No.: KMC/XIV/128/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-128. Maximum nos. of pumps to be deployed - 08 (Eight) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 5,600.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(4) NIT No.: KMC/XIV/129/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-129. Maximum nos. of pumps to be deployed - 10 (Ten) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 7,000.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(5) NIT No.: KMC/XIV/130/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-130. Maximum nos. of pumps to be deployed - 06 (Six) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 4,200.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(6) NIT No.: KMC/XIV/131/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-131. Maximum nos. of pumps to be deployed - 06 (Six) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 4,200.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).**

(7) NIT No.: KMC/XIV/132/PUMP/26-27 (1st Call) Name of the Work: **Installing & Operating of 3" dia. portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No.-132. Maximum nos. of pumps to be deployed - 03 (Three) nos.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest Money: **Initially ₹ 2,500.00 is to be deposited online. (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest Bidder after finalization of Tender).** Period of Completion: **140 days** (For Sl. No. 1 to 7). Last date and time of submission of Bid: **17.06.2026 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 7). Tender will be opened on: **19.06.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 7) The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 7). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XV/140/136/2025-2026/R/UTTARAN (2nd Call) Name of work : **Maintenance of drainage system at different places of K.B. Road and Bye Lane etc. under Uttaran service in Ward No.-140 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess): **₹ 2,88,305.04.** Earnest Money: **₹ 5,800.00.** Period of completion : **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **12.06.2026 – 12 Noon.** Documents download/sell start date and time (online): **12.06.2026 – 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online): **22.06.2026 – 4 p.m.** Bid submission start date and time (online): **12.06.2026 – 4 p.m.** Bid submission closing date and time (online): **22.06.2026 – 4 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals (online): **24.06.2026 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/006/2026-2027/D Name of work : **Restoration of Paver block passage with allied works at Meher Manzil Lane and other location, near Premises No. G11/A, G362/C, G336/A etc. in Ward No.-134, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & Cess): **₹ 2,81,319.94.** Earnest Money: **₹ 5,700.00.** Period of completion : **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 – 2 p.m.** Date and time of opening of tender: **22.06.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/PUMP/2026-2027 Name of work : **Deployment of 8 Nos. Portable Pumps (3" dia) by C.M.E. (Civil) Deptt. at different water logging pockets of Ward No. 136 under Br.-XV during the upcoming Monsoon Season 2026.** Estimated Cost (Including Cess): **₹ 4,33,000.00.** Earnest Money: **₹ 8,700.00.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/PUMP/2026-2027 Name of work : **Deployment of 3 Nos. Portable Pumps (3" dia) by C.M.E. (Civil) Deptt. at different water logging pockets of Ward No. 138 under Br.-XV during the upcoming Monsoon Season 2026.** Estimated Cost (Including Cess): **₹ 1,62,000.00.** Earnest Money: **₹ 3,300.00.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/PUMP/2026-2027 Name of work : **Deployment of 8 Nos. Portable Pumps (3" dia) by C.M.E. (Civil) Deptt. at different water logging pockets of Ward No. 139 under Br.-XV during the upcoming Monsoon Season 2026.** Estimated Cost (Including Cess): **₹ 4,33,000.00.** Earnest Money: **₹ 8,700.00.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/PUMP/2026-2027 Name of work : **Deployment of 9 Nos. Portable Pumps (3" dia) by C.M.E. (Civil) Deptt. at different water logging pockets of Ward No. 140 under Br.-XV during the upcoming Monsoon Season 2026.** Estimated Cost (Including Cess): **₹ 4,85,000.00.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/001/2026-2027/R Name of work : **Removal of silt & slush from surface drain and sewer line at Mudiali Lane near Premises No. N218, N233, N181 etc. in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated Cost (Including Cess): **₹ 2,35,690.00.** Earnest Money: **₹ 4,800.00.**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/002/2026-2027/R Name of work : **Removal of silt from surface drain at Bangali Bazar, Bichali Ghat, Iron Gate area N/H/No. B-125, B-89, B-120, B-65, B-35, B-50, B-48, B-38 etc. in Ward No.-135, Br.-XV.** Estimated Cost (Including Cess): **₹ 2,46,753.17.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of completion : **120 days** (For Sl. No. 3 to 8). Last date and time of submission of Bid: **22.06.2026 – 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **24.06.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 3 to 8). The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 3 to 8). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 3 to 8). **(90/26-27)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮৯ সংখ্যা, বুধবার , ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিজ্ঞানী বীরেশ্বর গুহ

জন্মদিবসে স্মরণে শ্রদ্ধায় বিস্মৃত বাঙালি প্রাণ-রসায়ণ বিজ্ঞানী ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ। কলকাতায় তাঁর নামে একটি রাজপথ আছে। তাঁর উদ্যোগেই ভারতে প্রথম প্রাণ রসায়ন বিদ্যা ও জৈবপ্রযুক্তি বিদ্যার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল বলে বলা হয়। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছিল জৈব রসায়নের দু'বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স। এই বিজ্ঞানীই আবার ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের কালে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গরিব মানুষের সেবায়। ঘাসপাতা থেকে প্রোটিন বিশ্লেষণের গবেষণা করে সন্ধান করেছিলেন মানুষের খাদ্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের। 'ভিটামিন সি' বিষয়ে গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন। বেশ কিছুকাল ধরে নিয়াসিন, ভিটামিন ও ভিটামিন সি নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। যার বৈজ্ঞানিক নাম 'অ্যাসকরবিক' অ্যাসিড। এই ভিটামিন সি'র অভাবেই হত স্কার্ভি রোগ। করোনা সময়ে ভিটামিন সি যে কত প্রয়োজনীয় তা আর নতুন করে বলতে হয় না। যদিও দুই বিজ্ঞানী এডমন্ড হার্স্ট ও রসায়নবিদ ওয়াল্টার নরম্যান এর হাতেই আবিষ্কৃত হয়ে নাম হয়েছিল 'অ্যাসকরবিক অ্যাসিড'। ভারত তখনও বিজ্ঞানে ততটা উন্নত নয়, হলে হয়তো বাঙালি বিজ্ঞানীর কপালেও জয় তিলক পড়ত। এই বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম বীরেশচন্দ্র গুহ। পার্কসার্কাস পেরিয়ে অদূরে আজও জ্বলজ্বল করছে বীরেশ গুহ রোড। বীরেশচন্দ্রের মামা ছিলেন শিক্ষাব্রতী সমাজ সংস্কারক অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাংলার বিপ্লবী জীবনের এক পরিচিত নাম। স্বাভাবিক ভাবেই বীরেশচন্দ্রের রক্তেও দেশপ্রেমের প্রেরণা। তাই তো এই বিজ্ঞানীকে স্নাতকস্তরে পড়ার সময় তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে নাম কেটে দেন তৎকালীন কর্তৃপক্ষ। বিপ্লবী নিষিদ্ধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য। প্রেসিডেন্সি থেকে বিতাড়িত হয়ে ভর্তি হলেন এই মেধাবী ছাত্র সেন্ট জেভিয়ার্সে। বিএসসিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। এসএসসিতে রসায়নে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এই সময়েই সান্নিধ্যে এলেন বাংলার আর এক গৌরবান্বিত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে করতেই বৃত্তি পেয়ে চলে গেলেন ইংল্যান্ড। সেখানে মাস্টার হিসেবে পেলেন প্রথিতযথা গবেষক জ্যাক ডুমন্ড ও জৈব রসায়নের নোবেলজয়ী জন হপকিন্সকে। গবেষণা চললেও মন পড়ে দেশের মাটির জন্য। ডিএসসি করে ফিরে এলেন দেশে। তাঁকে কাজে লাগাবার মতো চাকরি নেই ভারতে। তাঁর জন্য নতুন পদ তৈরি হল, 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ' নামক প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু সেখানে কাজ করা হয়নি। এই বিজ্ঞানীকে ডেকে নিলেন আর এক বিজ্ঞানী বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বললেন, ''আমার এখানে আপনি ভিটামিনের ওপর গবেষণা করুন। সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করলেন জৈব রসায়নের স্নাতকোত্তর শিক্ষা। মন ভরল না। আবার ছুটলেন বিদেশ। সেখানে রসায়নের বৃহৎ কর্মকাণ্ড। লন্ডন সহ বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, জানলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমন ভাবে পড়ানো হয়। আয়ত্ত করে ফিরলেন দেশে। সেই সঙ্গে গবেষণা করলেন মানব শরীরে যকৃতের মধ্যে ভিটামিন বি-২ এর অস্তিত্ব এবং ফলাফল। দেশে ফিরে দেশের নানা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছেন নানা সময়ে। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগে উপদেষ্টা হয়ে যোগ দেন। খাদ্যপুষ্টিগুণ বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খাদ্যে প্রোটিন ভিটামিন বা খনিজ পদার্থ থাকাটা কত জরুরি। তাঁরই প্রয়াসে শুরু হয়েছিল 'ফুড টেকনোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট'।

আন্দামানে কারাবন্দি

এ কাহিনীর শুরু পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে হাজার মাইল দূরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর বন্দী ভারতীয় সেনাদের তখন নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে। তাদের দিয়েই জঙ্গল সাফ করে রস আইল্যান্ড, ভাইপার, চ্যাথাম প্রভৃতি নির্জন দ্বীপে গড়ে উঠছে একের পর এক পেনাল কলোনি বা মুক্ত কারাগার। সেলুলার জেল তৈরি হতে তখনো অনেক দেরী। পালানোর কথা সেদিন কেউ ভাবতেও পারতো না। চারিদিকে অনন্ত নোনাজলে ঘেরা সেসব দ্বীপ থেকে নিকটতম ভূখণ্ডও কয়েকশো মাইল দূরে। সন ১৮৫৮, রস আইল্যান্ড। এপ্রিল মাসের কোন একদিন...! আগা খান নামে এক বন্দী নৌসেনা বাকিদের বোঝালো যদি কোনও রকমে সাগর পেড়িয়ে ওপারের দ্বীপে পৌঁছান যায় তবে সেখান থেকে দিন দশেক হেঁটে গেলেই রেঙ্গুন। তারপর জনারণ্যে মিশে গেলে টিকিটাও ছুঁতে পারবে না বৃটিশ! দিনের পর দিন জঙ্গল কাটার মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর মেটদের চাবুক খেয়ে দিশেহারা সিপাহীদের কথাটা মনে ধরলো। প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হল পরদিন থেকেই। জঙ্গলের শুকনো বাঁশ আর তাবুর বাতিল দড়ি দিয়ে গোপনে তৈরি হতে লাগলো ভেলা। দিনটি ছিলো ২৩শে এপ্রিল, নিজেদের তৈরি ভেলায় চেপে বসলো প্রায় নব্বই জন বন্দী। সাগরে দুদিন ভেলা চালিয়ে তারা হাজির হল ঘন জঙ্গলে ভরা আর এক দ্বীপে। সেখানে তাদের সাথে যোগ দিল চ্যাথাম দ্বীপ থেকে আসা আরও জনা চল্লিশেক বন্দী। তাদের হাতে সেদিন না ছিল কোন ম্যাপ না কম্পাস। মোট একশো তিরিশ জন বন্দী এবার শুধু ঐ আগা খানের ভূগোল জ্ঞানের ওপর ভরসা করে অচেনা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাড়ি দিল এক অনিশ্চিতের পথে। ঐ দলে ছিল ১৪নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির এক সিপাহী, দুধনাথ তেওয়ারি। এই অভিযানের ঠিক তিন সপ্তাহ আগে করাচী থেকে বন্দী হয়ে এসেছিল সে রস আইল্যান্ডে। এখন তার শুধু একটাই পরিচয়.....হাতে বাঁধা ধাতুর পাতে তখনও জ্বলজ্বল করছে কয়েদী নম্বর ২৭৬। ক্লান্ত অভুক্ত সিপাহীরা আত্মসমর্পণ করতে চাইলেও জঙ্গলীরা না বুঝলো তাদের ভাষা না তাদের ভাবভঙ্গি। ঝাঁকেঝাঁকে বিষাক্ত তীর আর বল্লম ছুড়ে শেষ করলো তাদের ভবলীলা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

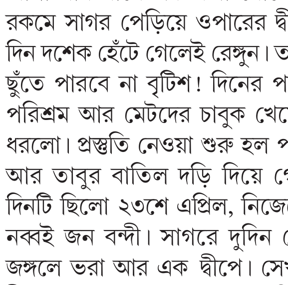

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী।

যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। যার শক্তি আছে তিনি জগতকে পরিচালনা করেন।মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহামানবে পরিণত হন তিনি।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষ জাগতে থাকবে। মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্মকে সামনে রেখে যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি ধর্মকে কতদূর পর্যন্ত নিয়োগ করতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। তার কাছে ধর্ম কোনও অজ্ঞান নয়। তার কাছে ধর্ম হচ্ছে সব সময়ে জ্ঞান। বিদ্যা। উপার্জন। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিকে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম সবার মনে স্থান গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম যত উদার হবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই শক্তির কাছে কেউই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। ধর্মকে উন্নত করতে হবে। যুক্তিবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভারত ভাগ বাস্তবায়িত হল ব্রিটিশ কূটকৌশলে

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

(ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভারতীদের মতামত প্রকাশের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা ও জাতীয় এবং প্রাদেশিক স্তরে ভারতীয় নেতৃত্বের উত্থান সময়ে দাদাভাই নওরোজী ১৮৬৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোয়িশেন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন

প্রতিষ্ঠা করলেন। এর পরে ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে স্কটিশ সিভিল সার্ভেন্ট এ.ও. হিউম এর পরামর্শ গ্রহণ করে বাহাত্তর জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি মিলিত হয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই কংগ্রেস মঞ্চের কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবিদাওয়া পেশ এবং নাগরিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেস সংগঠন পরিচালিত হতো। কংগ্রেস অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে সেগুলিকে ভারত সরকারের কাছে বা কখনও আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হতো। এই কাজের মধ্যে কংগ্রেসের কার্যসীমা নির্দ্ধারিত করে রেখে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতীয়দের দাবি গুলোকে আদায় করাই ছিল কংগ্রেস সংগঠনের লক্ষ্য। কোনও সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রথমে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস মঞ্চ ব্রিটিশ বিরোধিতায় সক্রিয় ছিল না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ সমাজের এলিট সম্প্রদায়ের তরুণরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং বাঙালি মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে বাংলা ভাগ বিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে। এদিকে কংগ্রেস একাই যদি ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হিসাবে গণ্য হবে এই চিন্তাভাবনা করে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলিম পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন শুরু করেন যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে মুহামদ্দান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৯২০ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা। ১৯০৬ সালে অরবিন্দের নেতৃত্বে বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলে কংগ্রেস সেই সময়ে এই আন্দোলনকে অংশ গ্রহণ করেনি। তখন বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হতো যুগান্তর এবং অনুশীলন সমিতির সদস্যদের নিয়ে। ১৯০৭ সালে কংগ্রেস দলের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। তিলকের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত এবং বিদেশি পণ্য বর্জন করা ডাক দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে দাদাভাই নওরোজি, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং লালা লাজপত রায়, বিপন চন্দ্র পাল এর মতো উদীয়মান নেতারা ব্রিটিশ কাঠামোর মধ্যে থেকে সংস্কার করার দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৯০৯ সালে ভারতীয় পরিষদ আইনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত পদের সংখ্যা বাড়িয়ে মুসলিম লিগের কিছু আবেদনকে স্বীকৃতি দেয়। মুসলিম লিগ হিন্দু পরিচালিত কংগ্রেস থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে পৃথক কর্তৃত্বের ওপরে জোর দিতে থাকে। সেই সময়ে নিজেদের জাতির মধ্যে একটি জাতি হিসাবে গণ্য করতে থাকে। ১৯১৩ সালে গদর পার্টি ভারতের বাইরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করে। ১৯১৪ সালে অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স অফ ইণ্ডিয়ান খ্রিস্টানস (এআইসিআইসি) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বরাজের পক্ষে ওকালতি করে এবং ভারত বিভাজনের বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু মুসলিম লিগের নেতারা সব সময়ে ভারত বিভাজনের ওপরে দৃষ্টি রেখে তাদের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে গিয়েছিল। গান্ধিজি এসেই কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের হাতিয়ার করেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্ভাবরীতয় মুহাম্মদান শিক্ষা সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯১৬ সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তখন তিনি শুধুমাত্র মুসলিম স্বার্থকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। পরে পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে তিনি শুধু মাত্র মুসলিম স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে ভারত ভাগের সম্মতি দান করেন যা ফল ভোগ করতে হচ্ছে বর্তমান সব ভারতীয়দের।)

এদিকে আগা খান একটি সমঝোতায় আসেন যাতে মুসলমানরা রাজকীয় পরিষদে আরও দুটি সংরক্ষিত আসন পায়। মুসলিম লীগ দ্বিধাগ্রস্তভাবে এই সমঝোতা মেনে নেয়। শৈশবের বছরগুলি সুলতান মুহাম্মদ শাহ (আগা খান তৃতীয়) মুসলিম লীগের প্রথম সাম্মানিক সভাপতি নিযুক্ত হন, যদিও তিনি ঢাকার উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। এছাড়াও ছয়জন সহ-সভাপতি, একজন সচিব এবং দুইজন যুগ্ম সচিব ছিলেন, যাদের প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে তিন বছরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করা হয়। লীগের সংবিধান ১৯০৭ সালে প্রণীত হয়েছিল, যা মোহাম্মদ আলী জওহর রচিত সবুজ বই-এ সমর্থিত হয়েছিল। আগা খান তৃতীয় আহমদ খানের এই বিশ্বাসে অংশীদার ছিলেন যে মুসলমানদের রাজনীতিতে আসার আগে উন্নত শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সামাজিক পুঁজি গড়ে তোলা উচিত, কিন্তু পরে তিনি ব্রিটিশ রাজকে সাহসের সাথে বলেছিলেন যে মুসলমানদের অবশ্যই ভারতের মধ্যে একটি পৃথক জাতি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ১৯১২ সালে এআই এমএল-এর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পরেও, তিনি এর নীতি ও কর্মসূচির উপর উল্লেখ যোগ্য প্রভাব বজায় রেখেছিলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বুদ্ধিজীবী সমর্থন এবং তরুণ কর্মীদের একটি দল গড়ে ওঠে । ঐতিহাসিক মুশিরুল হাসান লেখেন যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ব্রিটিশ রাজের সেবার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নির্মিত এই মুসলিম প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফেটে পড়ে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত, শিক্ষক ও ছাত্ররা একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে। তবে ১৯৩৯ সালের পর, ছাত্র ও শিক্ষকরা জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের পিছনে সংগঠিত হওয়ায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে মনোভাব নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিকভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম এবং হিন্দু নেতাদের মধ্যে একতার একটি মাত্রা ছিল, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল খিলাফত আন্দোলন। ১৯২২ সালে সেই আন্দোলন শেষ হওয়ার পর সম্পর্ক তীব্রভাবে শীতল হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা দুটি গোষ্ঠীকে আলাদা হতে বাধ্য করে। অসংখ্য শহরে বড় ধরনের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশেই ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ৯১টি দাঙ্গা হয়েছিল। নেতৃত্বের স্তরে, কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে মুসলিমদের অনুপাত তীব্রভাবে হ্রাস পায়, ১৯২১ সালে থেকে ১৯২৩ সালে এর নিচে নেমে আসে।

দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, যারা একটি মিশ্র জাতীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে ছিলেন। কংগ্রেস সর্বদাই সাম্প্রদায়িকতা - অর্থাৎ, ধর্মীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুকে একত্রিত করে একটি নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনের ইকবালের নীতি মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের অংশ হয়ে ওঠে।

লীগ কমিটির প্রতিবেদন (নেহেরু রিপোর্ট) প্রত্যাখ্যান করেছিল, এই যুক্তিতে যে এটি মুসলমানদের খুব কম প্রতিনিধিত্ব (মাত্র এক চতুর্থাংশ) দিয়েছে, উপনিবেশের সরকারি লিখন পদ্ধতি হিসেবে দেবনাগরীকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দাবি করেছে যে ভারতকে একটি কার্যত একক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, যেখানে অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে , লীগ আইনসভায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব এবং মুসলিম প্রদেশ গুলির জন্য যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল। প্রস্তাবটিতে সামান্য সংশোধনের জন্য জিন্নার অনুরোধগুলি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার পর পথের বিচ্ছেদ ঘটে এবং কংগ্রেস ও লীগের (ক্রমশ)

হাতিবাগানের বনেদিয়ানা আজও বহাল তবিয়তে

রামলাল সরকার

গতকাল সন্ধ্যেবেলা হাতিবাগান গিয়েছিলাম। ঘড়িতে ছ'টা বেজে পঁচিশ। বাড়ি যেতে লেগে যাবে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ। তারপর ফ্রেশ হতে আরও পনেরো কুড়ি মিনিট। তার মানে, মনে মনে হিসেব করে নিই, জল খাবার খেতে এক ঘন্টারও বেশী দেরী হবে। সেই দুপুরে দুটো রুটি আর একটু তরকারি জুটেছে। সেসব কখন হজম হয়ে গেছে। এদিকে পেটের মধ্যে কিসব যে শুরু হয়েছে, বলে বোঝানো যাবে না।

আর হাতিবাগানে এলে ব্যাপারটা যেন আরো বেড়ে যায়।

এইজন্য হাতিবাগানে আসতে চাই না। হাতিবাগানে এলেই আমাকে খাই খাই রোগটা একেবারে জাপটে ধরে। নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা হয়। সাথে যদি কেউ থাকে তাহলে সোনে পে সুহাগা, চালাও পানসি বেলঘড়িয়া। ভাগ্যিস আজ সাথে কেউ নেই। নিজের সাথে অনেক ক্ষণ লড়াই করলাম, কি খাবো, কোথায় খাবো এবং আদৌ খাবো কিনা ইত্যাদি নিয়ে। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম ওই চিরাচরিত এগ রোলই খাবো।

মনস্থির করে নির্দিষ্ট দোকানের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু হাঁটবো কি! পুজোর কেনাকাটা আগের মতো না হলেও চলছে মোটামুটি, চারিদিকে কত দোকান, কত লোকজন, কত কোলাহল আমি কেমন যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লাম। তারপর কি যে হলো কে জানে! কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম।

যখন টনক নড়ল, মানে যখন হুঁশ এলো তখন নাকে দুধ, ছানা, মিষ্টি, সন্দেশ সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখি একি রে বাবা! আমি চলে এসেছি ৫৬, রাম দুলাল সরকার স্ট্রীটে, সন্দেশের সেই বিখ্যাত দোকান, গিরিশ চন্দ্র দে, নকুড় চন্দ্র নন্দীর দোকানের সামনে।

যদিও এই দোকানের সন্দেশ, নকুড়ের সন্দেশ নামেই পরিচিত। সে নাহয় হলো, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না, যে আমি ছিলাম হাতিবাগান মোড়ে। মানে বিধান সরণী আর অরবিন্দ সরণীর সংযোগস্থলে। সেখান থেকে কি করে যে পায়ে পায়ে ভীড় ভাট্টা কাটিয়ে হেদুয়ার মোড় পেরিয়ে এখানে চলে এলাম তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। তো যাইহোক, এসে যখন পড়েইছি তখন কিছু তো একটা কিনতে হবে, খাবার জন্য। কি কিনি, কি কিনি, মাথার মধ্যে ঢুকে রয়েছে রোল, তাই চোখ চলে গেল সব সন্দেশের ট্রে টপকে মালাই রোল সাজানো ট্রের দিকে। আহা! নরম তুলতুলে মালাই পুরু সরের চাদর দিয়ে মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করে আছে ভোজন রসিকদের জন্য। তখন মস্তিষ্কে এবং উদরে শুরু হয়ে গেছে ধুন্ধুমার লড়াই। দেরী আর সয় না। কতক্ষণে মালাই রোল হাতে পাবো, আর তাকে মুখস্থ করবো এবং একইসাথে উদরস্থ করবো। ব্যাকুল হয়ে উঠেছে প্রাণমন।

কিন্তু যা ভীড়! কিছু করার নেই। অপেক্ষা করতেই হবে! কিছুক্ষণ পর আমি কাউন্টারের সামনে যেতে পারলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, না না বেশী নয় আমাকে একদম ভুল বুঝবেন না দয়া করে, আমি অতটা স্বার্থপর নই, মাত্র দুটো খেলাম। আর গোটা চারেক নিয়ে এসেছিলাম। তারমধ্যে তিনি আবার আমার বোঝার আগেই, মানে আমার চোখের আড়ালেই, মানে আমার ছবি তোলার আগেই চালান করে দিয়েছেন তার মুখে। বিনা চালান-এ।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন নবাব সলিমুল্লাহ

অনিকেত নস্কর

আধুনিক ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা সলিমুল্লাহ বা নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকার চতুর্থ নবাব ছিলেন। তার পিতা নবাব খাজা আহসানউল্লাহ ও পিতামহ নবাব খাজা আব্দুল গনি। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যদিও তিনি জীবদ্দশায় এই বিশ্ব বিদ্যালয় দেখে যেতে পারেননি। উপমহাদেশে মুসলিম নবজাগরণে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান অপরিসীম। তার জন্ম ১৮৭১ সালের ৭ জুন ঢাকায়। তার পূর্ব পুরুষ মোগল আমলে বাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এর আগে তারা কাশ্মীরের বাসিন্দা ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ ১৮৭১ সালের ৭ জুন জন্মগ্রহণ করেন। সলিমুল্লাহর জন্ম বেড়ে উঠা এই ঢাকা শহরে। তার পিতা নবাব খাজা আহসান উল্লাহ। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাটা নিজ বাড়িতে বিদেশি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হয়। ছিলেন ময়মন সিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু দুই বছরের ব্যবধানে চাকরি ছেড়ে ফিরে আসেন ঢাকায়। ১৯০১ সালে পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের প্রধান নিযুক্ত হন।

১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করে ঢাকা তথা পূর্ব বাংলায় প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন সলিমুল্লাহর বাবা। যে বাড়িতে সলিমুল্লাহর জন্ম হয়েছিল সেই আহসান মঞ্জিলে প্রথম বিজলী বাতির আলো জ্বলেছিল। ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৫ সালে আব্দুল গণিকে নবাব উপাধি দেন। পরে ১৮৭৭ সালে তা বংশানুক্রমে ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হয়। মোগল আমলের নবাব এবং ঢাকার নওয়াবদের মধ্যে এটি একটি মৌলিক পার্থক্য। নবাব সলিমুল্লাহ যিনি ১৯০৩ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ বৈঠকে তার নিকট পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। নবাব সলিমুল্লাহ যিনি ১৯১১ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকার কার্জন হলে ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় এবং চার্লস বেইলির যোগদান উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নওয়াব আলী

চৌধুরীকে নিয়ে পৃথক দুটি মানপত্র নিয়ে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। নতুন প্রদেশ গঠনের সময় থেকেই নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল-হকসহ অন্য নেতাদের দাবি ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা সফরে আসেন। সলিমুল্লাহসহ সহযোগী নেতারা হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেন পরক্ষণে তিনি আশ্বাস দেন, প্রদেশ বাতিলের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঢাকার মতো একটি অবহেলিত ও অনগ্রসর প্রাচীন নগরীতে একটি আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি তখন অনেকের কাছেই ছিল অযৌক্তিক। পরবর্তীতে সকল বাধা কাটিয়ে আজকের এই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখেন নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর।

কথিত আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সলিমুল্লাহ ৬০০ একর জমি দান করেছেন, এমন একটি বক্তব্য মানুষের মুখপুস্তিকার পাতায় দেখা যায়। প্রকৃত অর্থে তখন দান করার মতো এতো জমি নওয়াব পরিবারের ছিল না।

বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী, বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার আওতায় পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকারের প্রশাসনিক দপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য রমনা এলাকায় এর আগে অধিগ্রহণ করা ২৪৩ একর ভূমি বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত হয়। সে সময়কার ভূমিসংক্রান্ত পরিপূর্ণ রেকর্ড ঢাকা কালেক্টরেটে রয়েছে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর মৃত্যু প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ কবি ফারুক মাহমুদ বলেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে নবাবের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে বড়লাট নবাবকে অপমানজনক কথা বলেন। যা তার সহ্য হয়নি। নবাবের সঙ্গে সব সময় একটি ছড়ি থাকত। সে ছড়ি দিয়ে নবাব বড়লাটের টেবিলে আঘাত করেন। এ নিয়ে চরম বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে বড়লাটের ইঙ্গিতে তার দেহরক্ষী নবাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন এবং গুরুতর আহত হন। পরে নবাবের ১৯১৫ সালে ১৬ জানুয়ারি মৃত্যু হয়। নিশ্ছিদ্র প্রহরায় নবাবের মরদেহ ঢাকায় আনা হয়। তার আত্মীয়স্বজনকেও মরদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। এমনকি তার স্ত্রী সন্তানকেও দেখতে দেওয়া হয়নি। ১৯১৫ সালের ১৭ জানুয়ারি সামরিক প্রহরায় বেগম বাজার পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করার পর দীর্ঘ ৬ মাস যাবৎ বৃটিশ বাহিনী তার কবর ঘিরে পাহারা বসায়।

নবারের পূর্ব পুরুষ কাশ্মীর থেকে সুবেদার বাংলায় ব্যবসা করতে আসেন। তিনি ঢাকাকে আধুনিক ঢাকা করার জন্য ঢাকার পয়োনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এর স্মরণে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালকে 'স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে' রূপান্তরিত করা হয়। এর আগের নাম মিটফোর্ড হাসপাতাল। ১৮৫৮ সালে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবারের দেওয়া জমির উপরে। তিনি বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গড়ে তোলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা এবং ঢাকা সার্ভে স্কুল যা আজকের বুয়েট।

শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়, তাহলে পূর্ব বাংলার সেই মেরুদণ্ড তৈরিতে সলিমুল্লাহর চেয়ে বড়ো ভূমিকা সম্ভবত বিংশ শতকে খুব বেশি কেউ রাখেনি। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো পূর্ব বাংলার শিক্ষার জন্য আরো বহু কিছু করে যেতেন। এই ক্ষণজন্মা মহৎ মানুষটিকে স্মরণ করি। আধুনিক ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা সলিমুল্লাহ বা নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকার চতুর্থ নবাব ছিলেন। তার পিতা নবাব খাজা আহসানউল্লাহ ও পিতামহ নবাব আব্দুল গনি।

আসুক ফিরে দেবীর প্রাচীনত্ব

শঙ্করলাল কর্মকার

ফিরুক্ত সেই সেই পুরাতন দুর্গাপূজা। রাজ্যের পালাবদলের পর এই বছরের দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ নতুন হবে বলেই সবাই আশা করছেন। আমি যদিও এত সব বুঝি না, কিন্তু যতটুকু আমার জ্ঞান, এই আজকের বারোয়ারী পুজোটাও যথেষ্ট সংগ্রাম করে তৈরি হয়েছিল একটা সময়ে। ক্ষমতার প্রদর্শন করা রাজা-জমিদারের 'দুর্গোৎসব' থেকে 'দুর্গাপূজা'য় ফিরে আসার পদক্ষেপ ছিল বারোয়ারী পুজো।

তাই বলে তাতে কোনোদিনই কিন্তু জৌলুস কম ছিল না। সময়ের সাথে সাথে এই বারোয়ারী পুজোতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। পুজোর একটা বড় অংশ প্রথিতযশা শিল্পীর রুজিরুটি হয়ে ওঠে। সাথে নতুন নতুন চমক। মানুষ ছুটে গেছে সেই চমকের টানে। ফলস্বরূপ দীর্ঘ লাইন, ভিআইপি পাস, ভলান্টিয়ারের হুইসেল - এসব বাঙালির জীবনে একদম গেঁথে গিয়েছিল। একটা সময়ে উৎসব বড় বোঝা হয়ে উঠতো। আর প্রতিবছর এই উৎসবের চমকটা বজায় রাখতে প্রয়োজন হত বিপুল অর্থের। সেখানে স্পন্সরশিপ অগ্রণী ভূমিকা নিত। এতটাই তাদের ভূমিকা ছিল যে আস্তে আস্তে শহর ও মফস্বলের পুজোগুলোর টুনি আলোর গেট রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছিল বিশালকায় সরকারী শুভেচ্ছা গেট ও স্পন্সর শিপ গেট এ। একটা ৫০মিটারের পথ মানুষ হেঁটে চলেছে ঘণ্টা তিনেক ধরে, আপনার দৃষ্টি এই গেটগুলোর ওপর যত এসেছে আপনি ততটা দৃষ্টি মায়ের উপর দিতে পারেন নি।

যদিও বা মাকে দর্শনের সুযোগ পেলেন আপনি এমন মাতৃমূর্তি দর্শন করলেন তা বোধগম্য হবার আগেই হুইসেল পড়ে। অধিকাংশ মূর্তিতে সেই প্রাণটাই দেখতে পেলেন না। মায়ের 'অতিসৌম্যা তিরৌদ্রায়ৈ' রূপটাও দেখতে পেলেন না। বাড়ি ফিরে কখনো না কখনো তো মনেই হয়েছে এই কথা।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগেও তো এরকমটা ছিল না। একটা ছিমছাম মণ্ডপ, ভিড় থাকতো। তবে খুব ভদ্র। আপনি যখন পুজো মণ্ডপে ঢুকতেন, প্রথমেই ঘোলা ঘোলা ঢাকের আওয়াজটা আপনার কানে স্পষ্ট হয়ে আসতো। রজনীগন্ধার মালার গন্ধ আর ধূপের গন্ধ মিশে একটা তীব্র গন্ধ আপনার নাকে ঢুকলো। আপনি বুক ভরে সে গন্ধটা নিলেন। নবমীর দিন গেলে ঘি পোড়ার গন্ধ উপরি পাওনা। আপনার চোখটা চলে যেতো মূর্তির উপর।

সেতু মেরামত না করেই ১.২৬ কোটির রাস্তা, ক্ষোভে ফুঁসছেন সাগরদিঘীর দুহালি-বেলসান্ডার বাসিন্দারা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৯ জুন ঃ গুরুত্বপূর্ণ সেতু মেরামত না করেই ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'

কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী ব্লকের বোখরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুহালি ও বেলসান্ডা গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের দাবি, আগে সেতু সংস্কার না হলে নতুন রাস্তা কোনও কাজেই লাগবে না। প্রসঙ্গত, দুহালি ও বেলসান্ডা গ্রামের মূল সংযোগকারী সেতুটি প্রায় তিন দশক ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ, কৃষক, ব্যবসায়ী-সহ হাজার হাজার মানুষ এই সেতু ব্যবহার করেন। বর্ষাকালে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বৃষ্টি হলেই সেতুর উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করে। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাইসাইকেল বা চার চাকা গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয় তাদের। এরই মধ্যে জেলা পরিষদের উদ্যোগে দুহালি দুর্গা মন্দির থেকে বেলসান্ডা গ্রাম পর্যন্ত প্রায় দু'কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন সাগরদিঘীর তৃণমূল বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। কিন্তু সেতুর সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এই উন্নয়নমূলক কাজকে ভালো চোখে দেখছেন না গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা সাফিকুল ইসলাম জানান, সিপিএম আমল থেকে প্রায় ৩৪-৩৫ বছর ধরে এই ব্রিজ বেহাল। এখন বিপুল টাকা খরচ করে নতুন রাস্তা হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না ব্রিজ ঠিক হবে, এই রাস্তা আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। আরেক বাসিন্দা পল্টু পোদ্দার বলেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় কুড়িটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। ব্রিজের অবস্থা ভগ্নপ্রায়। তা ব্যবহার করতে না পেরে প্রায় এক ঘণ্টা অতিরিক্ত ঘুরে গন্তব্যে যেতে হয় তাদের। আগে ব্রিজ মেরামত হলে আমরা উপকৃত হব। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, রাস্তা যতই সুন্দর হোক, মাঝখানে যদি ভগ্নপ্রায় সেতু থাকে তাহলে সেই রাস্তা আমরা কীভাবে কাজে লাগাব? তাদের মতে, আগে সেতুর সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করে তারপর রাস্তা হলে সেটি সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে। তা না হলে রাস্তার এই উন্নয়ন কার্যত অর্থহীন। এই বিষয়ে তৃণমূল কর্মী মহম্মদ জাহিরুদ্দিন বলেন, সেতু নির্মাণ না হলে এই রাস্তার কোনও মূল্য নেই তা জানি। আমাদের বিধায়ক আগেও সেতু নির্মাণের কথা বলেছিলেন। এবারও তিনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। যত দ্রুত সম্ভব সেতু নির্মাণের চেষ্টা করব। অন্যদিকে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির কার্যকর্তা স্বরূপ ঘোষ জানান, রাস্তাঘাট, জল মানুষের ন্যূনতম চাহিদা। বিধায়ক ১.২৬ কোটি টাকার রাস্তার উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু সেতু মেরামত না হলে রাস্তার কোনও মূল্য নেই, তা তিনি বোঝেননি। আমরা প্রশাসনকে জানাবো যাতে দ্রুত সেতু মেরামত করা হয়। ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার নতুন রাস্তা হলেও মাঝের ভাঙা সেতুই এখন বড় বাধা। সেতু সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পাবেন না বলে দাবি দুহালি-বেলসান্ডার মানুষের। এবার নতুন প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ জুন ঃ গৌড়বঙ্গ হকার্স কর্নারের দোকানঘর বণ্টনে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল মালদার ইংরেজবাজার। মঙ্গলবার দুপুরে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর অশোক সাহার বাড়ি ঘেরাও করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন কাউন্সিলরের বাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইংরেজবাজারের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়বঙ্গ হকার্স কর্নারে দোকানঘর বিলিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমছিল ব্যবসায়ীদের মনে। তাদের অভিযোগ, দোকান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাউন্সিলর অশোক সাহা বেশ কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়েছেন। কিন্তু টাকা দেওয়ার পরও মেলেনি দোকান, সেই টাকা ফেরতও দেননি। মঙ্গলবার দুপুরে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে অশোক সাহার বাড়ি ঘেরাও করেন। টাকা ফেরতের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

কোকরাঝার স্টেশনে অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/০৩/২৬-২৭ তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেণ্ডার নং. এপি/ইএল/০৩/২৬-২৭। কাজের নামঃ কোকরাঝারঃ এসএসই/ডব্লিউ/ফকিরাগ্রাম অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলযাত্রীর জন্যে প্ল্যাটফর্ম সারফেসিং, চতুর্দিকের এলাকা, সমীপবর্তী পথ এবং চতুর্দিকের এলাকার শৌচালয়ের উন্নয়নের ব্যবস্থা করার হেতু জন্যে এবিএসএসের সঙ্গে সম্পর্কিত কোকরাঝার স্টেশনের অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৮,৩৭,৮৮৫.৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৬,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি. আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিহার থেকে এসে মালদায় তোলাবাজির চেষ্টা, গুলি ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ জুন ঃ বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকায় ফের বড়সড় অপরাধের ছক বানচাল করল পুলিশ। বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের একটি মদের দোকানে হামলা ও তোলাবাজি চালানোর চেষ্টার অভিযোগে সোমবার রাতে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি পাইপ গান, এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং একটি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বিহার সীমান্তবর্তী ভালুকা এলাকার একটি মদের দোকানে চড়াও হয় ওই দুই দুষ্কৃতী। অভিযোগ, দোকানে ঢুকেই তারা কর্মচারীদের আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে হুমকি দিতে শুরু করে এবং মোটা টাকা দাবি করে। একসময়ে দুষ্কৃতীরা দোকানের এক কর্মচারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তবে সৌভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ওই কর্মচারী প্রাণে বেঁচে যান। এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়েই তদন্তে নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দোকান এবং আশেপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা হয়। এরপর রাতেই সীমান্তবর্তী এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।

যাত্রীদের জন্য নতুন ভোরঃ বর্ষা-প্রতিরোধী আধুনিকীকরণের সাথে পুনরায় খুলল মুরারই আন্ডারপাস

কলকাতা, ৯ জুন ঃ স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুরারই লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস নং ৩২) গত ৭ জুন, ২০২৬ থেকে সড়ক যানচলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে এই যুগান্তকারী কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর নিরাপত্তা ও আধুনিক পরিকাঠামো গঠনের দূরদর্শী ভাবনাই এই জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জটি সফল করতে পুরো টিমকে পথ দেখিয়েছে। ডিআরএম হাওড়া, বিশাল কাপুরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পটির কাজ দ্রুত গতি পায়, যিনি এই ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজগুলির সফল রূপায়ণ নিশ্চিত করেছেন। প্রথমে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ আন্ডারপাসটি খোলার পর, জল জমা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের জন্য ২৫ মে, ২০২৫-এ এটি আবার বন্ধ করতে হয়েছিল। দীর্ঘ এক বছরের নিখুঁত সংস্কারের পর পুনরায় চালু হওয়া এই আন্ডারপাসে এখন আপ-লাইন সাইডে একটি শক্তিশালী ড্রেনেজ সিস্টেম এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জল সঞ্চয়কারী সাম্প তৈরি করা হয়েছে, পাশাপাশি উলম্ব ফাটলগুলিও মেরামত করা হয়েছে। সব ধরণের আবহাওয়ায় চলাচলের উপযোগী করতে উভয় অ্যাপ্রোচ রোডে টেকসই কংক্রিটের পিচ এবং সুরক্ষামূলক কভার শেড স্থাপন করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ব্যারিকেড দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এই আন্ডারপাসটি পুনরায় চালু হওয়ায় হাজার হাজার নিত্যযাত্রী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বাস। স্বস্তি

মিলবে। পুরনো লেভেল ক্রসিং গেটের জায়গায় এই আধুনিক আন্ডারপাস তৈরি হওয়ায় যানজট পুরোপুরি দূর হবে, যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং ভারী বর্ষার মধ্যেও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত হবে। এই প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, এই উন্নত আন্ডারপাসটি নিরাপত্তা, মসৃণ স্থানীয় যাতায়াত এবং দীর্ঘস্থায়ী গণ-পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলওয়ের অবিচল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

ওভারহেড এবং আন্ডারস্লাং পানীর ট্যাঙ্কের অপসারণ

টেন্ডার নং.ঃ আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৬০৮। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁও-স্থিত সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে কোচসমূহ থেকে ওভারহেড ও আন্ডারস্লাং পানীর ট্যাঙ্ক অপসারণ করা, সিবিএস সেকশনের কোচ থেকে ট্যাঙ্ক সেকশনে সেগুলি আনা-নেওয়া এবং পুনরায় নির্দিষ্ট কোচসমূহে লোডিং করা, যার মধ্যে ট্যাঙ্ক কভার ও সিলিং অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪৭,২৭,৮৮২.৪০/- টাকা; বায়নার মূল্যঃ ৯৪,৬০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/সিঅ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/ নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সেসের মেরামত এবং প্রশস্ত করা কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেণ্ডার সংখ্যা. ০৬-এপি-I-২০২৬। কাজের নামঃ রাণীনগর জলপাইগুড়ি-ধূপগুড়ি- সেসের মেরামত এবং প্রশস্ত করা কাজ- ১৫.৭০০ কিলোমিটার। টেণ্ডার রাশিঃ ৪,৫৫,৩২,৮৬৬.০১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,১০,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তাজপুর নয় এবার পূর্ব মেদিনীপুরের দাদন পাত্রবাড়ে হবে গভীর সমুদ্র বন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ৯ জুন ঃ গভীর সমুদ্র বন্দরটি তাজপুরে নয়, বরং দাদন পাত্রবাড়ে নির্মিত হবে।

নবান্নের সভাকক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই দাদন পাত্রবাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেল। আবার সেই সঙ্গে দাবি উঠল পুনর্বাসনেরও। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গভীর সমুদ্র বন্দর কি এবার বাস্তবের মুখ দেখবে! আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে আশার আলো দেখছেন রামনগরবাসী। দাদন পাত্রবাড়ে নতুন গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠলে শুধু রামনগর নয়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আর্থসামাজিক পরিবেশ বদলে যাবে বলে অভিমত সাধারণ মানুষের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরে তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার বরাত দেওয়া হয়েছিল আদানি গোষ্ঠীকে। ২২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন তাজপুর বন্দরের কাজ শুরু হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার জন্য আদানি গোষ্ঠী অর্থ লগ্নি করবে বলেই দাবি করেছিলেন। তৎকালীন প্রশাসনিক সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী এই প্রকল্পে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। বন্দর গড়ে উঠলেই বদলে যাবে এখানকার জনপদ। সড়ক ও রেলপথ এসে পৌঁছবে সমুদ্রতীরে। তাজপুরে সমুদ্রবন্দর তৈরির পরিকল্পনা অনেকদিনের দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ২৫ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র তাজপুর বন্দরের সাইট অফিস হয়েছে এবং বেশ কয়েকবার প্রশাসনিক কর্তা সহ আদানির লোকজন সরেজমিনে এসে ঘুরে গিয়েছেন এ ছাড়া কিছুই হয়নি। বাঙালির তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দরের স্বপ্ন আজও অধরা। তাজপুর, চাঁদপুর, শংকরপুর-সহ সামগ্রিক এলাকার প্রকৃত পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন ছিল। মাঝে কেটেছে বেশ কিছুটা সময়। রাজ্যে পালা বদল হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু গভীর সমুদ্র বন্দর। তবে এবার তাজপুর না। এই গভীর সমুদ্র বন্দর বর্তমান রাজ্য সরকার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে তাজপুর থেকে সরে বন্দর গড়ে উঠবে দাদন পাত্র বাড়ে। দাদন পাত্র বাড়ের স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, দাদন পাত্রবাড়ে আগে বেঙ্গল সল্টের কারখানা ছিল। সেই কারখানা বন্ধ হয়েছে অনেক দিন। এলাকার মানুষের মূল জীবিকা সমুদ্রে মাছ ধরা। এখানে বন্দর হলে এলাকার আর্থসামাজিক পরিবেশ বদলে যাবে। প্রভূত উন্নয়ন হবে। তবে মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনও দরকার। আমরা নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি। রামনগর ২ ব্লকের দাদনপাত্রবা। মৌজায় প্রচুর সরকারি জমি হাতে রয়েছে প্রশাসনের। বাকি জমির কথা ভাবা ও ভাবা হচ্ছে। ওই পরিবেশ ঠিক হবে বলেই মনে করা যায়। পাশাপাশি জেলায় মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা ও মানোন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মত প্রকাশে খুশি তারাও।

ভেঙে পড়ল কনভেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ জুন ঃ ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বহণকারী 'কনভেয়ার' ভেঙে পড়ল। আচমকা ওই কনভেয়ার ভেঙে পড়ার কারণে কেউ হতাহত হয়নি। তবে সকাল থেকে ওই কনভেয়ার বেল্টে এবং তার আশপাশে অনেক শ্রমিক কাজ করেন। ফলে দিনের বেলায় ওই ঘটনা ঘটলে বড় ধরণের বিপত্তি ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। তবে ওই ঘটনায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষেত্রেও কোনও রকম ব্যাঘাত হয়নি বলেও কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতি দিন ২১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী সেখানে দৈনিক ১৫০০-১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে। ওই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ২০০ ও ৫০০ মেগাওয়াটের তিনটি করে মোট ছ'টি বয়লার রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা নিয়ে এসে যেখানে মজুত করা হয়, সেখান থেকে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে কয়লা বহণ করে নিয়ে আসা হয় ক্রাসারে ফেলা হয়। সেখানে চাঙ্গ। ভেঙে ছোট করার পরে সেই কয়লা গুঁড়ো করার জন্য দেওয়া হয় মিলে। মিল থেকে গুঁড়ো কয়লা ফেলা হয় বয়লারের বার্নারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বয়লারের বার্নার পর্যন্ত কয়লা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই কনভেয়ার-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ফরাক্কা এনটিপিসি'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক পীযুষ কুমার জানান, গত দু'দিনের ঝড় ও বৃষ্টিতে ওই কনভেয়ার দুর্বল হয়ে পড়ে আর সেই কারণেই ভেঙে পড়েছে। ওই কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে দূর থেকে ওই কয়লা বহণ করে নিয়ে এসে ফেলা হয় বয়লার পর্যন্ত। কিন্তু একটি কনভেয়ার ভেঙে পড়লেও আরও কনভেয়ার থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। একই ভাবে কোনও হতাহত হওয়ার ঘটনাও নেই। তবে দ্রুত ওই কনভেয়ার সারানোর কাজ চলছে।

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, URBAN RECREATION FORESTRY DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Offcio Director, Harinalaya and Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Work	Bid Submission Start Date
01/WBZA/EOD/ 2026-27	Annual Garden Maintenance at Harinalaya Zoo, New Town, Kolkata for the period of 01 (One) Year.	10.06.2026
02/WBZA/EOD/ 2026-27	Supply of Food for Tiger (2 nos.) for the period of 01 year at Harinalaya.	
03/WBZA/EOD/ 2026-27	Annual Group Maintenance work at Harinalaya Zoo, New Town, Kolkata for the period of 01 (One) Year.	
04/WBZA/EOD/ 2026-27	Annual Enrichment work at Harinalaya Zoo, New Town, Kolkata for the period of 01 (One) Year.	
05/WBZA/EOD/ 2026-27	Painting works of different enclosures at Harinalaya Zoo.	
06/WBZA/EOD/ 2026-27	Translocation of Tiger (01) Pair from NBWAP, Siliguri to Harinalaya Zoo.	
07/WBZA/EOD/ 2026-27	Translocation of Spotted Deer from Harinalaya Zoo to NBWAP, Siliguri.	

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Sd/
Ex-Officio Director Harinalaya &
Deputy Conservator of Forests
Urban Recreation Forestry Division

"ডি" শ্রেণীর স্টেশন "বি" শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ

টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/০৭ তারিখঃ ০২-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-০৭-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ ধুবড়িতেঃ ফকিরাগ্রাম জংশন-ধুবড়ি খণ্ডে "ডি" শ্রেণীর স্টেশন "বি" শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। টেণ্ডার রাশিঃ ৬,৯২,২২,৩২৭.৫৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৩,৮৪,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০৬-২০২৬ তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুরোজিত রুইদাস, পিতা- কার্ত্তিক রুইদাস, সাং- দুইল্যা, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া ৭১১৩০২। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৬০৭ / ২২, ৩৮৪১ / ২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত, মৌজা - দুইল্যা জে.এল, ৩৫, এল.আর. ৪৩২৮ ও ৯৮০৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৩৯৫ / এল.আর. ১৪৯২ নং দাগে ১.৪০ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৬৫ / ২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সুশীল চন্দ্র পল্যে দীগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার কৃষ্ণপদ সাঁতরা -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী সুনন্দা দাস, স্বামী- অরুন দাস, সাং- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া -৭১১৩০২। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫৪৫ / ২০, ১৭৮১/ ২১, ৬৫৩১/২২ নং এবং ডিঃ সাব রে ঃ হাওড়া-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯৭৩/ ২০ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত, মৌজা- দুইল্যা, জে.এল. -৩৫ এল.আর. ৭৬১৫, ২৯১৮, ২৮২৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৪৬৪/ এল.আর. ১৫৫৭ নং দাগে ৪.১৩ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৬৬/২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সুশীল চন্দ্র পল্যে দীগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার কৃষ্ণপদ সাঁতরা -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কল্যান কাঁড়ার, পিতা-জগন্নাথ কাঁড়ার, সাং- সলপ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া ৭১১৪০৯। এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৫৯ / ২৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- কাটলিয়া, জে.এল. ৫০, এল.আর. ৫৪৭২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫১৮ / এল.আর. ৫২৪ নং দাগে ৪.০৯ শতক সম্পত্তি এ্যাঃ ডিঃ সাব রে ঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭২৮ / ২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা কৃষ্ণা প্রামানিক-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার বাপী প্রামানিক -এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

GOURI GHOSH (Advocate).
Howrah Judges Court.

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.
KALYANI DEVELOPMENT BLOCK

Sealed e-Auction is being invited by the undersigned vide Notice inviting e-Auction No-256/KLY/PS, dated 08.06.2026. Sl. no.-1 (Providing Ferry service at Kalipur Ferry Ghat, in Sarati GP, under Kalyani Development Block). Sl. no.-2 (Providing Ferry service at Sanyalchar Ferry Ghat, in Chanduria-II GP, under Kalyani Development Block). Bid submission start date is 09.06.2026 at 11.00 AM. Last date of Bid submission 22.06.2026 upto 5:00 PM. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.

Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Online e-tender is invited by the office of the Assistant Engineer, Electrical Sub Division-I, Housing Directorate: -e NIT No: WBHD/AE/ESD – I/eNIT115-2nd call/2025-26, Tender id-2026_HSD_1025518_1, Name of work: -"Repairing of damaged Electrical Items and supply of different Electrical Maintenance materials at 28/1 Gariahat Road RHE". Bid Submission end date: 24.11.2025 upto 12 P.M, Bid Submission end date to be read as: 15.06.2026 up to 12 P.M, Tender Opening Date: 17.06.2026 after 12 P.M, Website-wbtenders.gov.in, Tender Location-28/1 Gariahat Road Govt. Housing. Tender details may be obtained from Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division-I, Housing Directorate, 53, Dr Sundari Mohan Avenue, Kolkata-700014 on all office days during office hours.
ICA- T9667(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-01 of
e-NIT No.: 01/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1023832_1

With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of Online Bid submission is 24.06.2026 Time: 12.30 hrs. in place of 02.06.2026 Time: 14.30 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-94)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9654(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

Assistant Engineer, PWD, R.G.Kar Hospital Sub-Division are follow/ follows. NIT NO., ID, Last date WBPWD/ AE/RGKHSD/NIeT-06e/2026-27, 2026_WBPWD_5015107_1to3. 24/06/2026, 12.00 PM. Remarks Details shown in https://wbtenders.gov.in
ICA- T9725(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
Notice Inviting e-Tender
Date Corrigendum to
e-NIT NO.- WBIW/EE-II/LDID/ e-NIT-01/2026-27, Sl-01 to Sl-14

Sl no . 1 Please read : Last Date & time of Bid Submission is **17.06.2026 up to 14:00 Hrs. In Place of** : Last Date & time of Bid Submission was **10.06.2026 up to 10:00 A.M. Hrs. to 2:00 P.M. for Sl-02 & Sl-05.** All other terms and condition of the said e-N.I.T. will remain unchanged. Email address : ee2ldid@gmail.com Sd/- Executive Engineer-II Lower Damodar Irrigation Division.
ICA- T9644(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/RGKARESD/P.W. Dte. extends the online e-tender Bid submission date for the work **"SITC of PMI for FDA Panel at Abinash Dutta Maternity Home within the jurisdiction of R.G.Kar MC&H ES-II."** e-N.I.Q No.: 13/Q of 26-27 Tender Id : 2026_WBPWD_5014349_1. Extended Bid Submission Closing Date (online) : 15/06/2026 upto 4:00 P.M. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte. R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T9708(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice

e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 01/2026-27(2ND CALL); Tender ID-2026_WBPWD_5015128_1 : Name of Work : Electrical Installation work including arrangement of Air-conditioning in respect of setting-up of one permanent VWDC (Vulnerable Witness Deposition Court) centre for the City Civil Court, Calcutta at 3rd floor of City Civil Court Building.---Supply and Installation of Wall Fan and Stand Fan at VWDC and Other Places at City Civil Court. Bid Submission End Date : 19/06/2026 up to 1:00 P.M. Website:- https://etender.wb.nic.inorhttps://tenders.wb.gov.in: Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub -Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T9712(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 02/EE(E/M)/EBSD/EM/ KMDA/eT-02 of 2026-27

Online percentage tender is invited by The Executive Engineer, (E/M), EBSD, EM Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, 3rd Floor, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Name of Work, Estimated Value, Earnest Money, Time of Completion.** Supply, delivery, replacing, repairing, overhauling of damaged 2250 m3/hr, Jetty mounted VT pump no. 3, at RWPS Bansberia, under Bansberia Municipality., Rs.4,79,246/-, Rs.9,585/-, 15 days, **Last date & time of online tender submission:** 30.06.2026, 12:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-89)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9651(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice

Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-11/2026-27; Tender ID : 2026_WBPWD_5015117_1. Name of Work : Electrical Installation cum renovation and modification type Electrical work for converting the reading room at the ground Floor situated just right side of the Judges Lift into one full-fledged Conference Room at Main Building of the Hon'ble High Court at Calcutta -- Additional type work like Supply, Installation, Testing and Commissioning of Split type AC machines. Bid Submission End Date : 19/06/2026 upto 14:00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte. High Court Elecl Sub- Divn.
ICA- T9706(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) "Urgent change of air conditioning machine at Neurology OPD under NRSMC and H, Kolktat" vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-08/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015126 _1. Bid submission end date (online) for the job is 23.06.26 upto 14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T9710(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual maintenance of entire Electrical Installations (Inside & Outside) and Comprehensive, preventive & corrective maintenance & operation contract of different type AC machines at New administrative Building of Environment Department, Sector-III, Salt lake, Kolkata-700106------for 12 (Twelve) months". Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-51/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014100_1. Bid submission Closing Date (Online) : 08.06.2026 up to 15:00 Hrs. & 17.06.2026 up to 15:00 Hrs. Technical Bid Opening Date : 10.06.2026 at 15:05 Hrs. & 19.06.2026 at 15:05 Hrs. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in SD/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T9722(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. - WBMSCL/NIT-471/2026, Dated-05/06/2026

Repairing and Overhauling of various types of Fans and replacement of different types of defective Electrical Panel Spares installed at different building of Malda Medical College & Hospital, Malda. Last date of submission of bid (online)-18-06-2026 on or before 02:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 10-06-2026 at 12:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL.
ICA- T9640(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Office of the Assistant Engineer, South 24 Pgs Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the Supply of Non-AC Motor Cab/ Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C. on hire basis . Ref : NIQ No. 17 of 2026 -2027 of AE, SOUTH 24PGS MSD, PWR and Tender Id: 2026_WBPWD_5015116_1 Date: 08.06.2026. Bid submission start date 13.06.2026 at 10 :00 A.M. Bid submission Last date up to 22.06.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, South 24 Pgs. Mech. Sub Division P W (Roads) Directorate.
ICA- T9731(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

eNIT No.: 19 City (LB) of 2026–27 of The Executive Engineer–II, City Division, PWD. for 1(One) No. bonafide outsider only having credential for similar nature of work. Bid submission closing date (online) will be on 19.06.2026 at 15.00 hrs. for Tender ID: 2026_WBPWD_5014890_1 Other details may be seen from the web site: http://etender.wb.nic.in & http://wbpwd.in Sd/- Executive Engineer-II, City Division, P.W.D
ICA- T9745(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM

Please note Bid submission end date (online) is extended to 20.06.2026 up to 14.00 P.M. for the following job "SITC of Panic Alarm System for Oral Surgery Department (6th floor) in new campus of Dr R Ahmed Dental College and Hospital, Kolkata.." vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-05/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5014291_1 Detail information/download/upload will be available from the website:7, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division
ICA- T9727(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1)Vertical Extension over roof top of kitchen at Lumbini Park Mental Hospital .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-09/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015147_1 Bid submission end date (online) for the job is 23/06/2026 upto 14.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division P.W.Dte.
ICA- T9744(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-1 of
Reference Tender Notice No: KMDA/CIVIL/E and AM/Planning Circle/ SE/01 OF 2026-27
Tender ID : 2026_KMDA_1024646_6

With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of online Bid submission is 15.06.2026, Time 17.30 hrs. in place of 03.06.2026, Time 17.30 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-111)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9664(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

WBPWD/AE/CSD/NIT-01/2026-2027. AE, Canning Sub-Divn. PWD, invites e-tender for 3 (Thee) nos. works within jurisdiction of this Sub-Division, Details of the e-NIT will be available in the office Notice Board as well as in the visit the website. http://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in. Last Date of Bid Submission (Online) 15-06-2026 Upto 11.00 AM. Tender Id No. 2026_WBPWD_5014844_1, 2026_WBPWD_5014844_2, 2026_WBPWD_5014844_3. Sd/-Assistant Engineer, PWD.
ICA- T9760(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/E-M/EE/MD-I/ NIQ No.-04 of 2026-27

Online Quotation is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-I, EM Sector, KMDA, 59, Nazrul Park. Ashiwini Nagar. Kolkata-700159, from the eligible Agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing and overhauling of VT Pump set No-02 (Capacity: 1800 m³/Hr, Head: 44.28 M, Make: WPIL, Pump model: VT-30-27, Sl No: IBP-1413) at RWPS Mallikbari for Lake town 15 MGD WTP., Rate to be quoted, Rs.5,000/-, 15 Days, **Last date & time of online Quotation submission:** 19.06.2026 upto 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-98)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9656(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No.- **WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-08/2026-27** for the work of – i) Cleaning of existing drains to facilitate proper drainage of surface water of Rajendrapur Road and Dhilon Sarkar's House to southern side of Naihati Stadium Road under PWD, Barrackpore Sub-Division-I during the year 2026-27." Tender Id : **2026_WBPWD_ 5015122_1.** ii) Cleaning of existing drains along road side flank to facilitate proper drainage of surface water of Shyamnagar Feeder Road under Barrackpore Sub-Division-I, under PWD during the year 2026-27."Tender Id : **2026_WBPWD_5015122_2.** iii) Cleaning of existing drains to facilitate proper drainage of surface water of Ghoshpara Jaguli Road under PWD, Barrackpore Sub-Division-I during the year 2026-27. Tender Id : **2026_WBPWD_5015122_3.** Intending tenderers are requested to visit the website:https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app Bid submission closing date: 19.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD Barrackpore Sub-Division-I.
ICA- T9714(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No. 01/NIQ/EE/CSD/E&AM/ KMDA OF 2026-2027

Sealed Quotation is invited by Executive Engineer, Common Service Division, E&AM Sector, KMDA, 1st Floor, Block-B, Unnayan Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms / individuals contractors, for the work, **Name of Work, Rate to be quoted by the bidder excluding GST, Cess & any other Govt. taxes as applicable, Initial Earnest Money, Time of Completion,** Engagement of 03 (Three) nos part time Sweepers as monthly consolidated fixed wages basis for a period of 06 (Six) Months i.e from July 26 to Dec 26 for sweeping andcleaning Bathroom, Staircase ,Floors and any other place within Unnayan Bhavan, Saltlake, Kol-700091., **Bidder(s) should concentrate only about on service charges.** Quoted Service Charges (in percentage) only on consolidated monthly fixed Rate of Wages, Rs.2,360/-, 184 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 17.06.2026, Time: 15.00hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-106)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9662(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

On 13.05.2026 at about 12.40 hrs. an unknown male person aged about 65 years was found lying in front of 164, M.G.Road, Kolkata – 700007 under jurisdiction of Burrabazar PS. He was removed to Medical College and Hospital, Kolkata and where he was declared as brought dead by duty doctor on that day (i.e.- 13.05.2026). **Description of this Unidentified Male Dead Body is: Name** – Unknown, **Son of** – Unknown, **Address** – Unknown, **Age** – **65** Years (Approx.), **Sex** – Male, **Built** – Medium, **Height** – 5' 6" (Approx.), **Complexion** – Dark and Brownish, **Hair** – White & Gray, **Face** – Long, **Wearing** – Orange T-Shirt with Covered Light Brown Full Sleeve Shirt & Blue Black Check and White Colour Lungi. Kin/Relatives/Legal heirs, if any, are requested to contact O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata– 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).
ICA- D842(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি

১লা জুন, ২০২৬ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম পুন:নির্ধারণ করেছেন।

এর ফলে, জুন মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল, যা কলকাতা - বিধাননগরের স্থানীয় বিক্রেতার কাছে ১লা জুন, ২০২৬ বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম লিটার প্রতি ৬৪ টাকা ০৬ পয়সা থেকে ৬৪ টাকা ৬৭ পয়সার মধ্যে হবে।

আদেশানুসারে,
অধিকর্তা, ভোগ্যপণ্য অধিকার
ICA- N 146(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF SS PIPE AND BEND UNDER TM DEPTT. AT BKTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5581, Dtd: 04/06/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4209/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of SS Pipe and Bend under TM deptt. at BkTPS". Tender document download start date:** 03-06-2026, 10:00 AM., **Bid submission end date:** 17-06-2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9676(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF 33 KV THREE PHASE EARTHING TRANSFORMER

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5592, Dtd: 04/06/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/OT/E4160/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the GENERAL MANAGER-BKTPP, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **"Procurement of 33 KV Three phase Earthing Transformer." Tender Document Download Start Date:** 12.06.26 at 12.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 29.06.26 at 12:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Sumit Dasgupta, DGM/HOD (Purchase Deptt.), BkTPS/ WBPDCL & Mr. Subhro Sen, Sr. Mgr. (P.S)-Purchase, WBPDCL. **Contact No.:** 8336903911/9830534969. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in / s.sen01@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9683(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
JUNGLE CUTTING
AROUND THE PREMISES OF RESIDENTIAL BUILDING (ANY TYPE), ROAD SIDES AND OTHER COMMON PLACES WITHIN BTPS TOWNSHIP

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BTPS/CC-5593, Dtd: 04/06/26
NIT No: WBPDCL/BTPS/NIT/E2838/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 (two) Part bid system for **"Jungle cutting around the premises of residential building (any type), road sides and other common places within BTPS Township". Tender Document Download Start Date:** 15.06.2026 at 06:00 p.m. **Bid Submission End Date:** 07.07.2026 at 03:00 p.m. **Contact Person:** Mr. Sujit Saha, Dy.G.M. (Engg.), Contracts, BTPS. Contact No.: 033-2684-2312/2341. **E-mail:** contract.btps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T9686(2)/2026

গৃহস্থালী

বাস্তু সতর্কতা! বাড়ির এই দুই কোণে জুতোর র‍্যাক রাখলেই নেমে আসতে পারে অশান্তি ও আর্থিক সংকট

নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলতে আজকাল অনেকেই ছোট্ট জমির উপর নিখুঁত পরিকল্পনায় সুন্দর বাসস্থান নির্মাণ করেন। সাজানো সংসার, কর্মব্যস্ত জীবন এবং পরিবারের সুখ-শান্তিই থাকে সকলের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সবকিছু ঠিকঠাক চলার পরও হঠাৎ করেই জীবনে নেমে আসে নানা সমস্যা। অকারণে খরচ বাড়তে থাকে, পারিবারিক সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়, দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় অশান্তি, এমনকি বাড়ির প্রবীণ সদস্যদেরও বারবার অসুস্থতার সম্মুখীন হতে হয়। বাস্তুশাস্ত্রের অনুসারীরা মনে করেন, এমন অনেক সমস্যার পেছনে বাড়ির অভ্যন্তরীণ শক্তির ভারসাম্যহীনতা দায়ী হতে পারে। আর সেই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে জুতোর র‍্যাকের ভুল অবস্থান। শুনতে সাধারণ বিষয় মনে হলেও, বাস্তুবিদদের মতে জুতো রাখার স্থান এবং তার দিকনির্দেশ গৃহের ইতিবাচক ও নেতিবাচক শক্তির প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

কেন জুতোর অবস্থান এত গুরুত্বপূর্ণ? প্রতিদিন আমরা বাইরে যাতায়াত করি এবং বিভিন্ন পরিবেশের সংস্পর্শে আসি। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, জুতোর মাধ্যমে বাইরের ধুলো-ময়লা, অশুদ্ধতা এবং নেতিবাচক শক্তিও ঘরে প্রবেশ করতে পারে। সেই কারণেই অনেক বাস্তু বিশেষজ্ঞ জুতো ঘরের মূল অংশের বাইরে বা নির্দিষ্ট স্থানে রাখার পরামর্শ দেন। তাদের মতে, বাড়ির প্রবেশদ্বার শুধুমাত্র মানুষের প্রবেশপথ নয়, ইতিবাচক শক্তিরও প্রবেশদ্বার। যদি এই অংশে বিশৃঙ্খলা বা অশুদ্ধতা থাকে, তবে তা গৃহের সামগ্রিক পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এই দুই দিকে ভুলেও রাখবেন না জুতোর র‍্যাক-বাস্তুশাস্ত্রে বিশেষভাবে দুটি দিককে জুতোর র‍্যাক রাখার জন্য অশুভ বলে বিবেচনা করা হয়। এগুলি হল- ১. পূর্ব দিক

পূর্ব দিককে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, এই দিকের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র এবং এর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে। সূর্যকে শক্তি, সাফল্য, সম্মান এবং উন্নতির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বাস করা হয়, পূর্ব দিকে জুতোর র‍্যাক বা নোংরা জুতো রাখলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে বাধা, আর্থিক সমস্যার বৃদ্ধি এবং জীবনের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। যদিও এসব বিশ্বাস ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার অংশ, অনেকেই এখনও তা মেনে চলেন।

২. উত্তর-পূর্ব বা ঈশান কোণ- বাস্তুশাস্ত্রে উত্তর-পূর্ব দিককে সবচেয়ে শুভ ও শক্তিশালী কোণগুলির একটি হিসেবে ধরা হয়। এই দিকের সঙ্গে দেবাদিদেব শিব এবং বৃহস্পতির সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ঈশান কোণ সাধারণত পূজার স্থান, ধ্যানের স্থান বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। তাই এই অংশে জুতোর র‍্যাক রাখা বা জুতো স্তূপ করে রাখাকে অশুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তুমতে, এর ফলে গৃহে মানসিক অশান্তি, পারিবারিক কলহ এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাহলে জুতোর র‍্যাক রাখার আদর্শ স্থান কোথায়? বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ির পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক জুতোর র‍্যাক রাখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। পশ্চিম দিকের সঙ্গে বরুণ দেব এবং উত্তর-পশ্চিম দিকের সঙ্গে বায়ু দেবের সম্পর্ক রয়েছে বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, এই দিকগুলি নেতিবাচক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং গৃহে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যদি এই দুই দিকে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তবে বিকল্প হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিম বা নৈঋত কোণও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই দিকটি স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের প্রতীক বলে ধরা হয়। সঠিকভাবে জুতোর র‍্যাক স্থাপন করলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং গৃহে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয় বলে বাস্তুবিদদের মত। কিছু অতিরিক্ত পরামর্শ-বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী জুতোর র‍্যাক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত- ভাঙা বা অপ্রয়োজনীয় জুতো দীর্ঘদিন জমিয়ে রাখবেন না। জুতোর র‍্যাক সবসময় পরিষ্কার ও গুছিয়ে রাখুন। প্রধান দরজার একেবারে সামনে জুতোর স্তূপ তৈরি করবেন না। জুতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার বদলে নির্দিষ্ট স্থানে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বিশ্বাস ও বাস্তবতার সমন্বয়-বাস্তুশাস্ত্র মূলত একটি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও জীবনযাপন পদ্ধতি, যা পরিবেশ, দিকনির্দেশ এবং বসবাসের অভ্যাসের উপর গুরুত্ব দেয়। যদিও এর অনেক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবুও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা এবং সুশৃঙ্খল গৃহব্যবস্থাপনার পরামর্শগুলি বাস্তব জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই যদি বাড়ির পরিবেশ আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে চান, তবে জুতোর র‍্যাকের অবস্থান নিয়ে একবার ভাবতেই পারেন। সামান্য একটি পরিবর্তন হয়তো আপনার ঘরকে আরও পরিপাটি, স্বস্তিদায়ক এবং শান্তিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করবে।

বর্ষার আগে সতর্ক হোন! সহজ প্রস্তুতিতেই স্যাঁতস্যাঁতে, দুর্গন্ধর হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে বাড়ি

বর্ষা মানেই প্রকৃতির নতুন রূপ। মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি আর শীতল আবহাওয়া অনেকেরই প্রিয়। তবে এই মনোরম ঋতুর সঙ্গে আসে একাধিক গৃহস্থালি সমস্যা। ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব, দুর্গন্ধ, জল জমে যাওয়া, পোকামাকড়ের উপদ্রব এবং কাপড় শুকানোর ঝামেলা-সব মিলিয়ে বর্ষাকাল অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বর্ষা পুরোপুরি শুরু হওয়ার আগেই বাড়ির কিছু জরুরি প্রস্তুতি সেরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সঠিক পরিকল্পনা থাকলে বর্ষার নানা সমস্যাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। জেনে নিন এমন কয়েকটি কার্যকর উপায়, যা আপনার বাড়িকে বর্ষাতেও রাখবে পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক এবং সুরক্ষিত।কার্পেট ও ফ্যাব্রিক সামগ্রী আগে থেকেই সংরক্ষণ করুনঅনেক বাড়িতেই ড্রয়িংরুম বা শোবার ঘরে কার্পেট ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় কার্পেট খুব দ্রুত স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ে। এর ফলে দুর্গন্ধ, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর সম্ভাবনা বাড়ে। তাই বর্ষা শুরুর আগেই কার্পেট ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে গুটিয়ে রাখুন। সম্ভব হলে প্লাস্টিক বা মোটা কাগজে মুড়ে সংরক্ষণ করুন। এতে আর্দ্রতার প্রভাব থেকে কার্পেট সুরক্ষিত থাকবে এবং দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ড্রেনেজ ও পাইপলাইনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরিবর্ষাকালে জল জমার অন্যতম কারণ হল নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটি। অনেক সময় বাড়ির পাইপলাইন বা কলের ছোটখাটো সমস্যা বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।তাই বর্ষা আসার আগে একজন দক্ষ মিস্ত্রি ডেকে বাড়ির সমস্ত পাইপ, কল, ড্রেন এবং নিকাশি লাইন পরীক্ষা করিয়ে নিন। কোথাও লিকেজ বা ব্লকেজ থাকলে দ্রুত মেরামত করুন। আগে থেকেই এই ব্যবস্থা নিলে প্রবল বৃষ্টির সময় জল জমা বা জল ঢোকার সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।ভেজা জুতো ও ছাতার জন্য আলাদা জায়গা তৈরি করুনবর্ষাকালে বাইরে থেকে ভিজে

জুতো, স্যান্ডেল ও ছাতা নিয়ে ঘরে ঢোকা একটি সাধারণ সমস্যা। এতে ঘর নোংরা হওয়ার পাশাপাশি মেঝেতে কাদা ও জল ছড়িয়ে পড়ে।এই সমস্যা এড়াতে বাড়ির প্রবেশদ্বারের কাছেই ভেজা জুতো ও ছাতা রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করুন। দরজার সামনে একটি ভালো মানের পাপোশ রাখুন যাতে বাইরে থেকে এসে পা মুছে ঘরে প্রবেশ করা যায়। এতে ঘর অনেকটাই পরিষ্কার থাকবে এবং মেঝে পিচ্ছিল হওয়ার ঝুঁকিও কমবে। কাপড় শুকানোর বিকল্প ব্যবস্থা রাখুনবর্ষাকালে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল জামাকাপড় শুকানো। দিনের পর দিন রোদ না থাকায় ভেজা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ তৈরি হয় এবং অনেক সময় তা পুরোপুরি শুকাতেও চায় না।তাই আগে থেকেই এমন একটি জায়গা নির্ধারণ করুন যেখানে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে। বারান্দা, ঢাকা ছাদ বা ঘরের ভেতরে স্ট্যান্ড ব্যবহার করে কাপড় শুকানোর ব্যবস্থা রাখতে পারেন। প্রয়োজনে ফ্যান বা ডিহিউমিডিফায়ারও ব্যবহার করা যেতে পারে। রান্নাঘরে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজনবর্ষার আর্দ্র পরিবেশে রান্নাঘরের বিভিন্ন শুকনো খাদ্যসামগ্রী দ্রুত নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে নুন, চিনি, কফি, মশলা বা বিস্কুটের মতো জিনিসে জমাট বাঁধার সমস্যা দেখা দেয়।এই কারণে কৌটো ও সংরক্ষণ পাত্রগুলি নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনো রাখা জরুরি। এয়ারটাইট কনটেনার ব্যবহার করলে খাবার দীর্ঘদিন ভালো থাকে। পাশাপাশি রান্নাঘরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাও রাখা উচিত। বর্ষা শুধু উপভোগের ঋতু নয়, সচেতনতারও সময়। সামান্য কিছু প্রস্তুতি ও যত্ন নিলেই স্যাঁতস্যাঁতে ভাব, দুর্গন্ধ, জল জমা এবং অন্যান্য মৌসুমি সমস্যার হাত থেকে বাড়িকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। তাই বর্ষার আগে এখনই বাড়ির যত্ন নেওয়া শুরু করুন এবং নিশ্চিন্তে উপভোগ করুন বৃষ্টিভেজা দিনগুলিকে।

মধ্যপ্রাচ্যে ফের যুদ্ধের দামামা! ইরান ছাড়তে ভারতীয়দের জরুরি নির্দেশ, সংঘাতে নতুন আতঙ্ক

৮ জুন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে আবারও উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। দীর্ঘদিনের অস্থিরতার পর নতুন করে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করায় উদ্বেগ বাড়ছে আন্তর্জাতিক মহলে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হওয়ায় ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করেছে ভারত সরকার। তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত নির্দেশিকায় ইরানে থাকা ভারতীয়দের যত দ্রুত সম্ভব দেশটি ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাঁরা আগামী দিনে ইরান সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদেরও আপাতত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত বা বাতিল করতে বলা হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনা আরও বৃহত্তর সংঘর্ষের দিকে গড়াতে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণেই নাগরিকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই সতর্কবার্তা জারি করেছে নয়াদিল্লি।

ভারতীয় দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইরানে অবস্থানরত সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে সতর্ক থাকার পাশাপাশি দ্রুত দেশে ফেরার বা নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নতুন করে ইরানে ভ্রমণের পরিকল্পনা না করার অনুরোধও জানানো হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা চলছিল। তবে সম্প্রতি পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। একাধিক সামরিক পদক্ষেপ এবং পাল্টা প্রতিক্রিয়ার জেরে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের আশঙ্কা বাড়ছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের খবর, লেবাননকে কেঃদ্র করে আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার পর ইরান ইজরায়েলের দিকে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পরপরই ইজরায়েলও পাল্টা সামরিক অভিযান শুরু করে। দুই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে। সংঘাতের আবহে একাধিক শহরে বিস্ফোরণের খবর সামনে এসেছে। ইরানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। রাজধানী তেহরান ছাড়াও দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কিছু এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং সাধারণ নাগরিকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েলি সামরিক সূত্রের দাবি, তারা ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা এবং কৌশলগত ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে অভিযান চালিয়েছে। যদিও ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি, তবুও পরিস্থিতি যে অত্যন্ত উদ্বেগজনক, তা স্পষ্ট। এদিকে আন্তর্জাতিক মহল সংঘাত নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশ্বের একাধিক শক্তিধর দেশ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং দুই পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধানের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত শুধু আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, বরং এর প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপরও পড়তে পারে। ইরান ও আশপাশের অঞ্চলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে তেলের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে, যার প্রভাব পড়তে পারে বিশ্ববাজারে। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বিশেষভাবে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে দূতাবাস নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে বলে জানা গিয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ এখন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের সংঘাত, রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার লড়াই পরিস্থিতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে। সাম্প্রতিক এই উত্তেজনা যদি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে তা বৃহত্তর যুদ্ধের রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে আপাতত গোটা বিশ্বের নজর মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। সংঘাতের এই নতুন অধ্যায় কোথায় গিয়ে থামবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে নয়াদিল্লির সাম্প্রতিক নির্দেশিকা পরিস্থিতির গুরুত্ব কতটা

২৪ ঘণ্টায় তিন প্রাণহানি, ফের প্রশ্নের মুখে সড়ক নিরাপত্তা

স্বপ্নীল মজুমদার, মেদিনীপুর, ৯ জুন ঃ মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পৃথক তিনটি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিন জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই মোটরবাইক আরোহী এবং এক পুরকর্মী। পরপর এই দুর্ঘটনায় জেলায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রকোনা এলাকায় একটি ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন এক মোটরবাইক আরোহী। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অন্যদিকে, খড়্গপুর শহরে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন এক পুরকর্মী। অভিযোগ, সেই সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় শোকস্তব্ধ সহকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।এদিকে খড়্গপুরেরই অন্য একটি এলাকায় আরও এক মোটরবাইক আরোহী ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। পরপর তিনটি প্রাণহানির ঘটনায় ফের সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রতিটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

নতুন মহকুমার পথে পশ্চিম মেদিনীপুর, ভাঙছে খড়্গপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর,৯ জুন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের পথে বড় পদক্ষেপ। জেলার বৃহত্তম খড়্গপুর মহকুমাকে ভেঙে নতুন মহকুমা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, খড়্গপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিসর ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামাল দিতেই এই সিদ্ধান্তের পথে হাঁটছে নবান্ন। বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সদর, খড়্গপুর এবং ঘাটাল- এই তিনটি মহকুমা রয়েছে। এর মধ্যে আয়তন ও প্রশাসনিক পরিধির নিরিখে সবচেয়ে বড় খড়্গপুর মহকুমা। বহু দূরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সরকারি পরিষেবার জন্য খড়্গপুর শহরে যেতে হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই নতুন মহকুমার দাবি উঠছিল বিভিন্ন মহল থেকে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, খড়্গপুর মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের একাধিক ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। সম্ভাব্য সদর হিসেবে দাঁতন কিংবা বেলদার নামও আলোচনায় রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি।বর্তমানে খড়্গপুর মহকুমার অধীনে রয়েছে খড়্গপুর শহর, খড়্গপুর-১ ও ২, ডেবরা, পিংলা, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, মোহনপুর, সবং, দাঁতন-১ এবং দাঁতন-২ ব্লক। প্রশাসনের একাংশের মতে, এত বড় এলাকা এক মহকুমার অধীনে থাকায় বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবং প্রশাসনিক নজরদারি চালাতে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে।নতুন মহকুমা গড়ে উঠলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার, রাজস্ব, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, নির্বাচন এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকর ভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। পাশাপাশি দূরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরও প্রশাসনিক কাজের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে না। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ঝাড়গ্রাম পৃথক জেলা হওয়ার পর পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনিক মানচিত্রে এটাই হতে চলেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির একটি।

পূর্ব রেলের সদর দফতর ও চার ডিভিশন জুড়ে বিশাল জনসচেতনতা অভিযান

কলকাতা, ০৯ জুনঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে আজ আন্তর্জাতিক লেভেল ক্রসিং সচেতনতা দিবস২০২৬ উপলক্ষ্যে একটি মেগা সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাবিধি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এই বার্তা দেওয়া যে, সামান্য কয়েক মুহূর্তের ধৈর্য অসংখ্য প্রাণ বাঁচাতে পারে। মূল কর্মসূচিটি কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে অবস্থিত পূর্ব রেলের সদর দফতর থেকে শুরু হয়, যেখানে সুরক্ষা বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা সদর দফতর থেকে বি.বি.ডি. বাগ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত একটি প্রাণবন্ত সচেতনতা র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। আধিকারিকরা পথচারী ও চালকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং লেভেল ক্রসিংয়ের সুরক্ষাবিধি সংক্রান্ত তথ্যপত্র (লিফলেট) বিতরণ করেন। এই অভিযানের মূল বার্তা ছিল স্পষ্ট, লেভেল ক্রসিং দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে জনসচেতনতাই হলো সবচেয়ে বড় ঢাল, কারণ বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই ঘটে অসতর্কতার কারণে-যেমন বন্ধ গেটের নিচ দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করা বা রেললাইন পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা। পূর্ব রেলের চারটি প্রধান ডিভিশনেও এই অভিযানের গতি সমানভাবে বজায় ছিল। শিয়ালদহ ডিভিশনে, ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনার নেতৃত্বে প্রশাসন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রী সাক্সেনা স্বয়ং ঢাকুরিয়া লেভেল ক্রসিং গেটে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের সচেতন করেন। পাশাপাশি, জনসাধারণের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সদস্যরা ব্যারাকপুর, ইছাপুর এবং কলকাতা স্টেশনে আকর্ষণীয় 'নুক্কড় নাটক' (পথনাটিকা) পরিবেশন করেন। অন্যদিকে, হাওড়া ডিভিশনে, ডিআরএম শ্রী বিশাল কাপুরের নির্দেশনায় গোবরা রেলওয়ে স্টেশনে একটি ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে ছিল সুরক্ষা বিষয়ক একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পথনাটক এবং গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা বার্তা সম্বলিত ব্যানার নিয়ে একটি সচেতনতা পদযাত্রা। এই কথোপকথনের সময় যাত্রীরা রাতের বেলায় গোবরা স্টেশনের কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গায় অপর্যাপ্ত আলোর সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং রেল আধিকারিকরা আশ্বাস দেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে এর প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সাথে, মালদা এবং আসানসোল ডিভিশনেও বিভিন্ন স্টেশনে জনসচেতনতামূলক আলোচনা এবং সুরক্ষা অভিযানের আয়োজন করে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দিনটি উদযাপন করে, যাতে গ্রামীণ ও শহরতলির সকল যাত্রীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

এই নিবিড় প্রচার অভিযানে মূলত পাঁচটি প্রধান সুরক্ষা বার্তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, বন্ধ রেলওয়ে গেট পুরোপুরি খোলার পরই কেবল পার হোন সাইকেল, মোটরসাইকেল, রিকশা বা অন্য কোনো যানবাহন নিয়ে কখনই বন্ধ গেটের নিচ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করবেন না গেটম্যানকে সময়ের আগে গেট খোলার জন্য জোর খাটাবেন না বা ভয় দেখাবেন না লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর সময় এবং পার হওয়ার সময় সর্বদা মোটর যান আইন ও নিয়মাবলী মেনে চলুন এবং রেলওয়ে গেট পারাপারের সময় কখনই মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না। লিফলেট বিতরণ এবং ধৈর্য ও সতর্কতার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে রেল আধিকারিকরা পুনর্ব্যক্ত করেন যে, রেল কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করা জীবন ও সম্পত্তি উভয়কেই রক্ষা করে। এই অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন যে, সুরক্ষা কেবল রেলের কোনো নিয়ম নয়, এটি একটি যৌথ সামাজিক দায়িত্ব। এই ব্যাপক অভিযানের মাধ্যমে পূর্ব রেলের লক্ষ্য হলো সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ধৈর্য ও সতর্কতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যাতে লেভেল ক্রসিংয়ে এড়ানো সম্ভব এমন দুর্ঘটনাগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায়।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিস্ফোরক জনরোষ!

কাশ্মীর, ৯ জুন ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক আকার ধারণ করছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ, রাজনৈতিক দমননীতি এবং নাগরিক সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ক্ষোভই সম্প্রতি রাওয়ালকোটে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়, যেখানে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৭০ জনের আহত হওয়ার খবর সামনে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনরোষ দিন দিন তীব্র হচ্ছে। বিশেষ করে আগামী ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধী মত ও গণআন্দোলন দমনে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে অভিযোগ উঠছে। এই অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নাগরিক সমাজভিত্তিক সংগঠন ' আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি' (জেএএসি)। দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটির বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসা এই সংগঠনকে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান সরকার। প্রশাসনের দাবি, সংগঠনটির কার্যকলাপ নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে। তবে সমর্থকদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংগঠনটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি সবচেয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাওয়ালকোটে। জানা গেছে, পুলিশের গুলিতে নিহত এক সমাজকর্মীর মরদেহ একটি সরকারি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছিল। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে এবং প্রতিবাদ জানাতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ এই জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও পাক রেঞ্জার্স কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করছে। নিহতদের মধ্যে সাধারণ নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য উভয়ই রয়েছেন। আহতের সংখ্যা ৭০ ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। বহু আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং প্রশাসনিক কড়াকড়িই বর্তমান সংকটের অন্যতম কারণ। বিরোধী সংগঠনগুলোর অভিযোগ, নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিরোধী মতকে দমন করছে। অন্যদিকে প্রশাসন দাবি করছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে বাস্তবে পরিস্থিতি যে দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সাম্প্রতিক অস্থিরতা আন্তর্জাতিক মহলেরও নজর কেড়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বেশ কয়েকটি দেশ তাদের নাগরিকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সহিংসতার আশঙ্কা বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

NAME CHANGE

I, Latifa Mondal (old name) W/o- Nasiruddin Mondal residing at Elangi, Daspara, Pipragachhi, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from LATIFA MONDAL to NAFIZA MONDAL and henceforth I shall be known as NAFIZA MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 09/06/2026. LATIFA MONDAL (old name) and NAFIZA MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nemai Saha (old name) S/o- Mohan Saha residing at Station-road, Beldanga, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NEMAI SAHA to NIMAI CHANDRA SAHA and henceforth I shall be known as NIMAI CHANDRA SAHA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 09/06/2026. NEMAI SAHA (old name) and NIMAI CHANDRA SAHA (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prasanta Chowdhury (Old Name) S/O Jagannath Chowdhury resident of Flat 5/E/2, South High Apartment, Garia Main Road, 24 parganas (south), pin-700 084, West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from Prasanta Chowdhury to Prasanta Kumar Chowdhury (new name) and henceforth I shall be known as Prasanta Kumar Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public sl. no. 25 on 09/06/2026. My name Prasanta Chowdhury & Prasanta Kumar Chowdhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sabina Bibi (old name) W/o- Mostakim Sk residing at Daherdhar, Mohula, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SABINA BIBI to SHARIFA BIBI and henceforth I shall be known as SHARIFA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 09/06/2026. SABINA BIBI (old name) and SHARIFA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Abukalam Mondal @ Abakalam Mandal (Old Name) S/o- Late Arman Mondal (Name), resident of Vill & P.O.- Ichhapur, P.S.- Chapra, District-Nadia, PIN-741164, West Bengal, India (full address) do hereby declare that I have changed my name from Abukalam Mondal @ Abakalam Mandal (Old Name) to Abakalam Mondal (new/ Correct Name) and henceforth t shall be known as Abakalam Mondal (New/Correct Name) in all purpose, vide affidavit no.58 sworn before the Notary Public at Krishnanagar on 4/6/26. Abakalam Mondal (new/correct name) and Abukalam Mondal @ Abakalam Mandal (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gautam Ghosh (Old Name) S/o Gauranga Ghosh(Old Name) R/o. Vill.-Anandapara, P.O.-Thakurnagar, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743287 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Goutam Ghosh (New Name) S/o Gouranga Ghosh(New Name), vide an Affidavit dtd. 20.08.2026, before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas. That, Gautam Ghosh (Old Name) S/o Gauranga Ghosh(Old Name) and Goutam Ghosh (New Name) S/o Gouranga Ghosh(New Name) all are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Krishna Pada Ajitkumar Biswas (Old Name) S/O–Ajit Kumar Biswas resident of Anajangarh ,Badkulla, Nadia, West Bengal, Pin-741121 do hereby declared that I have changed my name from Krishna Pada Ajitkumar Biswas to Krishna Pada Biswas and henceforth I shall be known as Krishna Pada Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/06/2026 . My name Krishna Pada Biswas & Krishna Pada Ajitkumar Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rohit Pathak S/o Sanjoy Kumar Pathak Residing at Maa Shitala Tower AF 2,4,5, 5th Floor, Flat-501, Bidhannagar(m), North 24 Parganas, Krishnapur, Pin-700102 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Sanjoy Kumar Pathak instead of Sanjay Kumar Pathak, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta on 08/06/2026. That Sanjoy Kumar Pathak and Sanjay Kumar Pathak both are same one and identical person.

NAME CHANGE

I, Saimuddin (Old Name) S/O–Let Sajjad Ali resident of Vill - Charlabangola , Po-Hanumanta Nagar, Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Saimuddin to Saimuddin Sk and henceforth I shall be known as Saimuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/06/2026 . My name Saimuddin Sk & Saimuddin both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Tapan Mondal, S/O Nilmadhav Mondal, গ্রামঃ ছাতমা, পোঃ চাকপাড়া, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Tapan Mondal, যা আমার আধার, প্যান, ভোটার কার্ড এবং পাসপোর্টে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে Ramkrishna Mondal এর পাসপোর্টে আমার নাম Tapan Kumar Mondal লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০২.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Tapan Mondal and Tapan Kumar Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Azizur Rahaman (Old Name) S/O–Morjem Hossain resident of Vill -Tarbagan , Po-Dhuliyan, Ps-Samsherganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Azizur Rahaman to Md Azizur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Azizur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/06/2026 . My name Md Azizur Rahaman & Azizur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,MOHAMMAD SHABAZ ALAM alias SHAIBAZ (old name) S/o Late Abdul Wahab residing at 5, Damzen Lane, 1st Floot, Near Tiratta Bazar, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD SHAHBAZ ALAM(New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 09/02/26. MD SHAH-BAZ ALAM(New Name), MOHAMMAD SHABAZ ALAM and SHAIBAZ(Old name) all are same and identical per-son.

জাগৃতি শিক্ষা নিকেতনে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি ও চারাগাছ বিতরণের নেতৃত্ব দিল এনএফআরডব্লিউডব্লিউও

মালিগাঁও, ৯ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ পালন উপলক্ষে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এনএফআরডব্লিউডব্লিউও)-এর সভানেত্রী শালিনী শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয় এবং পান্ডুর 'জাগৃতি শিক্ষা নিকেতন'-এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই ধরণের সংস্থা পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি সবুজ ও পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। এই কার্যসূচিটি শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে এবং বৃক্ষরোপণ ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। শিশুদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয় এবং তাদেরকে গাছের যত্ন নেওয়া এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবদান রাখার বার্তা দেওয়া হয়। পান্ডুর রেলওয়ে বসতি এলাকায় ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাগৃতি শিক্ষা নিকেতন, পান্ডু' একটি সাধারণ পদক্ষেপ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল এবং এখন এটি পান্ডু ও মালিগাঁও এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গত পাঁচ দশক ধরে, এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সংগঠন, হিতৈষী ও শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় ধারাবাহিক এগিয়ে গেছে। বর্তমানে, এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-এর সভানেত্রী শালিনী শ্রীবাস্তবের নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যালয়টি প্লে-গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৬০ জনেরও অধিক শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করছে। প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একটি নিষ্ঠাবান টিমের সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত টিম শিক্ষা সংক্রান্ত, সাংস্কৃতিক ও পাঠক্রম-বহির্ভূত কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। বিদ্যালয়টি তার গৌরবময় ৫০ বছরের সেবা পূর্তি সম্পন্ন করছে। এই উপলক্ষে, শিশুদের জন্য আরও অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এনএফআরডব্লিউডব্লিউও এমন সব শিক্ষামূলক পদক্ষেপ ও জনকল্যাণমূলক কার্যসূচিতে সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

উদ্ধার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৯ জুন ঃ বাঁকুড়ার রাইপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মুর গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে রাইপুর ব্লকের দুন্দার অঞ্চলের ইন্দ্রঝোর গ্রামে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি ও গুদাম চত্বরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাইপুর থানার পুলিশ, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। গুদামের তালা ভেঙে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ ত্রাণের ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি ও জামাকাপড়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় তাঁরা কোনও সরকারি ত্রাণ পাননি। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু। তাঁর দাবি, বিধায়ক থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী তিনি পান। সেগুলোই মজুত ছিল। বিষয়টি তিনি আগেই জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন এবং ওই সামগ্রীগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধও করেছিলেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **সাহানুর আলম/ আনোয়ার হোসেন**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **চন্দ্রপ্রকাশ গোঠী**
ঠিকানাঃ **গোঠী নিবাস, ওয়ার্ড নং, সর্দার শহর, জেলা-চুর, রাজস্থান**
গ্রহীতাঃ **সাহানুর আলম/ আনোয়ার হোসেন**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **IV-13** নং বহি **20.01.2020** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3871, 01.10.24**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/4291-4292**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজাঃ গড়লবাড়ী, সিট নং. 09, R.S. খতিয়ান-526 R.S. দাগ -524, L.R. দাগ - 1051 L.R. খতিয়ান- 410 জমির পরিমান- 50ডি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সাহানুর আলম/ আনোয়ার হোসেন**
পিতা ঃ মৃত মজনু মহঃ
ঠিকানাঃ গ্রাম -ছবাবাড়ী, পোঃ গড়লবাড়ী, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩২

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **পৌলমী বর্দ্ধন**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **রঞ্জিৎ কর**
ঠিকানাঃ **রাহুত বাগান, পোঃ দেবনগর, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **পৌলমী বর্দ্ধন**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **1357** নং বহি **15.03.2022** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3110/25-14.08.25**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/3980**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজাঃ খড়িয়া, সিট নং. 26, R.S. খতিয়ান-17260-16813 L.R. দাগ -1204, পরিমান-0.0020 L.R. দাগ - 1278 পরিমান- 0.0115 L.R. দাগ - 1279- 0.025
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **পৌলমী বর্দ্ধন**
পিতা ঃ ভাস্কর বর্দ্ধন
ঠিকানাঃ সারকুলার রোড, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা তৃণমূল নেতার অ্যাকাউন্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৯ জুন ঃ ইলামবাজারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পুরুষের অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ ৪ বছর ধরে জমা পড়ার অভিযোগ। চার বছর ধরে প্রাপকের হাতে মিলল ৩৬,৫০০ টাকা। বীরভূমের ইলামবাজারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা নিয়ে এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ, প্রকল্পের প্রকৃত মহিলা উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা না গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এক পুরুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছিল। জানা গেছে, ইলামবাজারের বাসিন্দা প্রায় ৫০ বছর বয়সী দীপালী ভক্ত ২০২১ সালে দুয়ারে সরকার শিবিরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর থেকে তার প্রাপ্য অর্থ নিজের অ্যাকাউন্টে না এসে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা একসময় বিডিও অফিসের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করেন বলে জানা গেছে। এই সমস্ত টাকা অভিযুক্ত বাবু সাহানির অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে থাকে। দীপালী ভক্তের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তিনি একাধিকবার ইলামবাজার বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু কোনো সুরাহা মেলে নি।

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ০৩(তিন) বছর সময়ের জন্য নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** টিএসকে-পার্কিং-০৭, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লটঃ) ২৫-০৬-২০২৬** তারিখের **১১.১৫** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ২৫-০৬-২০২৬** তারিখের **১২.০৫** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬।**

এসাইন্টেম নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ/১	পার্কিং-টিএসকে-ডিবিআরজি-এমএস-৪৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং চুক্তির অধীনে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এ/২	পার্কিং-টিএসকে-বিএইচডি-এমএস-৫২-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান বরহাট-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এ/৩	পার্কিং-টিএসকে-এসআরটিএন-এমএস-৩৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান শিবসাগর টাউন (স্ট্যান্ড-II)-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ০৫-০৬-২০২৬ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয়ের নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড ("ব্যাংক")-এর ঋণ/ওভারড্রাফ্ট (সিকিউরিটিজের বিপরীতে) সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা যাচ্ছে। [illegible] বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৭ জুন ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৫৬২৯	প্রহ্লাদ রায় খেতাওয়াত	৫,৮৩২.৫৪	০৮-০৬-২০২৬
২	XXXXXXXXXX০৬৫৭	মনিময় ঘোষ	৭,৮৬,৪৪৭.৯৫	০৬-০৬-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX৭৮৪৭	অমিতাভ দত্ত	৫,২১১.৮৭	০৮-০৬-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX০১০৩	লালন জি পান্ডে	১,৩৩,০০৪.৪৩	০৮-০৬-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৬৯,৯৩৬.৬০	০৮-০৬-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,২৪৭.৭৫	০৬-০৬-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০০৮৬	সত্যনারায়ণ দ্রোলিয়া	২,০৮,৭৭৪.৬৭	০৮-০৬-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০০৪৬	মৌসুমী ঘোষ	৭,৩১,৫৫১.২৬	০৮-০৬-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী	২,৮৮৯.১৮	০৬-০৬-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX৪০৪২	গীতা পচিসিয়া	৯১,৯০১.২৭	০৮-০৬-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX০৮৬১	সংঘমিত্র বর্ধন	২০.১৮,৯৪১.০০	০৮-০৬-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,২৫,৩৫৬.৭২	০৮-০৬-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	২,০২১.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৫১৪৪	হিমাংশু কুমার অধিকারী	১২,১০০.৬০	০৬-০৬-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৫০৩৮	মহেন্দ্র দুবে	১,২২,৬১৪.৬২	০৬-০৬-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX৫৪৮১	রাম কুমার দাস	৫,১৫,৩৬৫.৯৯	০৬-০৬-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৭২৭২	মনোজ কুমার গোয়াল	৯,১১,৩৯০.৭৮	০৬-০৬-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১৪,০৩৩.৯৫	০৬-০৬-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৯২০৫	সলিল কুমার ঘোষ	১,৯৩০.৬০	০৬-০৬-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্দ্র	৮২,৭২৬.৪৪	০৬-০৬-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৪৬৯০	অনিল মিনোচা	২,১০০.৬৮	০৬-০৬-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৫,৭২৮.৫১	০৮-০৬-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৩৮,০১৩.৮০	০৬-০৬-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২২,৩৪৩.৯০	০৬-০৬-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৭৬৬১	সৌমি চন্দ্র	৭.৫৬,৩৫৮.৫৬	০৬-০৬-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১২,৭৬০.৮৩	০৬-০৬-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৩৪১৩	রামচন্দ্র সিং	৫,৬৯,৯২০.২৬	০৬-০৬-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৬৩৪৩	অন্নপূর্ণা সেট	২৯,১৬৫.৪৪	০৬-০৬-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৪৩০১	প্রদীপ কেজরিওয়াল	২,১৬,১৩২.০০	০৮-০৬-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৫১,২১৭.১৯	০৬-০৬-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৯৮৪১	অমিত বাঙ্গাল	১,০১,০২৪.৮০	০৮-০৬-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,৩১,২৪৭.২০	০৬-০৬-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৫৪৫২	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৬,৭৪,৮৪৬.৫২	০৬-০৬-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	৮,৭৮১.৬৫	০৬-০৬-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৮৭১০	তাপসী দাস	৪,৬৪,৭৪৬.৪৪	০৮-০৬-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	৩,৯২,৫৩৭.৬১	০৬-০৬-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৫,৫২২.৮৫	০৬-০৬-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৮,৩০২.৯১	০৮-০৬-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,৩১,৯৮৪.৬১	০৮-০৬-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৭৩৬৫	অশোক কুমার চৌধুরী	২,৪৫,০৫৭.০২	০৮-০৬-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৮৬১১	কৌস্তভ দোলুই	৫,৫২১.৯৯	০৬-০৬-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX১২৩৮	বিজয় কিষাণ চন্দক	১৮,৫৫,৫৯৮.০৬	০৬-০৬-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৬৭০২	সুভাষ চন্দ্র ঝা	২,০৩৫.৭০	০৬-০৬-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX১১৩২	সুমন ব্যানার্জী	১,৮৪,৮২৫.৬৯	০৮-০৬-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৬,৫৪৯.০০	০৮-০৬-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৫৩৮৪	অভিজিৎ ভাদুড়ী	৪,২৩৮.৪২	০৬-০৬-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৬৮৭.১০	০৬-০৬-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৪২৮৪	সোমনাথ দে	২.৭২,৬৬০.৯২	০৬-০৬-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৮৮১.৩৬	০৬-০৬-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৭২০০	অঙ্কিত কুমার সিং	৩,১৯,২৬৪.০১	০৮-০৬-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,৭২,৯১৮.০০	০৬-০৬-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	২,৭২৭.২৪	০৬-০৬-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০০,৮১০.০০	০৮-০৬-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৬,৪৬৩.০২	০৬-০৬-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৬৫৬.০০	০৬-০৬-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬০,৭৬৪.৪৩	০৮-০৬-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX৭০৩৯	অরিজিৎ রায়	১৬,৫২৬.৯০	০৮-০৬-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,১৪,০৩৭.০০	০৮-০৬-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারী	৭,৮৮৫.৫৬	০৬-০৬-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৪,৯০৩.৬৫	০৮-০৬-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX৯৬২২	গৌতম কর	৩,২৬৫.৯৮	০৬-০৬-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৪১২৪	রাজেশ কুমার গুপ্তা	৩১,০৫০.৮১	০৮-০৬-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪২,২৪৩.৪০	০৮-০৬-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৬,০৫৮.৪৯	০৬-০৬-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX৪৫৮৫	অনির্বাণ পল	৭০,২১৫.৮১	০৮-০৬-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX৩২১৩	তাপস কে আর চক্রবর্তী	১,৯৪,৬৩১.৯০	০৬-০৬-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পল	১,৩৯,১১৭.৪৯	০৮-০৬-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭২,৬৯৬.১৯	০৮-০৬-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX১২১১	উপাসনা গুপ্তা	১,৪১,২১৮.১২	০৮-০৬-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX০১২৭	সিতাংশু কুমার মিত্র	২,৭১,৮৩৪.৭৭	০৮-০৬-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়	৭.৭২,৫৮২.০২	০৬-০৬-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX১৯৬৯	সুমন জৈন	৭,৯৫,৯৩৮.০০	০৮-০৬-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৩,৫৮৫.০০	০৮-০৬-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX১২৮১	বীণা জিতেন্দ্র সার্ভে	২০,০৪,৩২১.৭৮	০৮-০৬-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলী খান	১,৭৭৪.১২	০৬-০৬-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX৩১২৫	মলয় দত্ত	৭,৯৩,০০৫.৮১	০৮-০৬-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৫৬৭.২৭	০৮-০৬-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৬১,৪১৩.৩৩	০৬-০৬-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৮৮৩৬	সঞ্জয় কুমার মিশ্র	২,০৪৪.৭৮	০৮-০৬-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৩,৩৫৫.০০	০৮-০৬-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX৬৬৪২	দীপঙ্কর সেন	২,১৬,৮৭৯.২১	০৮-০৬-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৫৪৭১	পায়েল ঘোষ	১,৯৮,৬৯৪.০০	০৮-০৬-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX৮৬৮২	বিবেকানন্দ ঝা	১০,০৮,৮২৮.৮৫	০৬-০৬-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,৭২০.৫০	০৮-০৬-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৭.২৮,৪৫৯.৮২	০৬-০৬-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৭১,৬৯২.০০	০৬-০৬-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোধানি	৭,৩৭,৭০২.৩০	০৬-০৬-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯১,৭৯০.৫৩	০৮-০৬-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,১৯,৪৯৭.১৫	০৮-০৬-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX০২৮০	দেব কুমার দত্ত	৭,৭৩,৫৯৩.১৮	০৮-০৬-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX৪৫৭২	মনোমিতা সিংহ	৯,৯৯,৯৮৬.৩৪	০৬-০৬-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX০১১২	নিলয় সরকার	৪,২৩,০০৬.০০	০৮-০৬-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩৩,২০০.৩৯	০৮-০৬-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX২৪২৩	সৌমিক সরকার	৪০,৪৮৭.৭৯	০৮-০৬-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৫৮৬৩	অজয় সুরেকা	৯,৬১.১৪১.০০	০৬-০৬-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX১০৫০	শিবানী সাজাওয়াল	৪,৫৯৮.২৩	০৬-০৬-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,৫৮,৯০৯.০০	০৬-০৬-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৫,১৭,৬৯২.৭১	০৮-০৬-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৬,০৬৪.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX৩৫২১	ক্যামেলিয়া দে	৭৪,৩০২.৬৯	০৮-০৬-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৩১০৭	মুকুলিকা প্রামানিক	৩,২৯,৮৯৮.৯১	০৬-০৬-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX০৩৪৩	রিপন ঘোষ	২,০১৬.০০	০৮-০৬-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৫১৭১	রমেশ কুমার সরফ	৮,১৯.১৫৯.৭৮	০৬-০৬-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX৪৮৪৫	অনিরুধা দে	৪০,২৭২.০০	০৬-০৬-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৭০০১	অরবিন্দ ঘোষ	১,৮৮,১০৫.৩৫	০৬-০৬-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৭৮,৪৮৬.৩৮	০৮-০৬-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,২৯৬.৮৬	০৮-০৬-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX০৬৭৭	নিরঞ্জন নায়ক	৪,৭৪৪.০৭	০৬-০৬-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX৯৫৬০	অনুপ দাস	২৩৮.০০	০৬-০৬-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,৭৯,৪৭৫.০০	০৬-০৬-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX১৯০২	রাধা দেবী পোদ্দার	৩,০৫,৬৩৮.৬৪	০৬-০৬-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX৩১৮১	মণিকাঞ্চন পাল	২,৭০,২৯৬.০৬	০৬-০৬-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,৩৭২.০০	০৬-০৬-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯০,৫৪৮.১৭	০৮-০৬-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৩৭৪০	হেনা সিদ্ধান্ত	৩,৫১৬.১৭	০৮-০৬-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	৩,০৬২.৮১	০৬-০৬-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯১.৪২	০৬-০৬-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৫৫৫৮	আলপনা করক	২,১৪১.০০	০৬-০৬-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	৯,৮৯.০৭২.০২	০৮-০৬-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৫,৯০৪.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৩০৫৪	দেবব্রত মজুমদার	২,৯১,১০২.৬০	০৬-০৬-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX৪৯০৯	পিংকি সিং	২,০০,০৭৫.৬৪	০৮-০৬-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৩৭৩৫	অতুল ভি প্যাটেল	৮,১১,৯৬০.২৯	০৬-০৬-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX১৫৬৬	রাধিকা তুলস্যান	৭,৪৫,২১৫.০০	০৬-০৬-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX৭২৪৮	নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী	৬,৪১,০৬৫.৪০	০৮-০৬-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX০৬৫২	জয়া চন্দ্র	৬,১৯২.৬৩	০৬-০৬-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৮১৫৩	অরূপ চন্দ্র	৫.৬১৯.২৩	০৬-০৬-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৭,০৯৫.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX৬৮৯৮	হরি পবন কুমার নাইডু	৪২,৩২১.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX৬৯০২	অরুণ কুমার ঘোষ	৫,২৭৮.৪৯	০৮-০৬-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX৫০১০	দেবদ্যুতি মুখোপাধ্যায়	২,৯৭,৭৯৬.৪৩	০৮-০৬-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX১৩৮৯	রমা নন্দী	৫২,৯০১.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX৯৪৯২	অমিত কুমার ঘোষ	২০,০০,৪৭৭.৬০	০৮-০৬-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৬৩,৭৫৪.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX১৭৩৪	মনীশ ভট্টাচার্য	১,৪৩.১২৩.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX৭৭১৯	শ্রেয়সী সাদানি	৩,৩৫,৭৬৩.৩১	০৮-০৬-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX৯৯২৬	মৃণাল কান্তি পাত্র	১,৩৯৭.৭২	০৬-০৬-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX৬৯০০	চন্দন রক্ষিত	১,৫৬৭.৪২	০৬-০৬-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX২৫৩৭	রিম্পি সিকদার	৯,৬৭,২৯১.৯৩	০৬-০৬-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX৪১০২	সুদীপ ভঞ্জ	১,৬০,৩৪১.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX৬৪৫৭	গৌতম ধর	৮৬,৯১১.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX৫৩১০	সোমা সাহা	৭৫,২০৯.০২	০৮-০৬-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX৫৯৭৫	আহান আগরওয়াল	২১.১৭০.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX০৩৯০	সুরেশ কুমার গুপ্তা	৮৫,৬৯৯.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX০৯১৪	অজয় কুমার জয়সওয়াল	৬,০০,২৫১.৭২	০৬-০৬-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX৩১৬৯	অভিনন্দন শর্মা	৫,৫১,৪২৮.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX১৩১২	শান্তনু দত্ত	৩,৭৭,৮০৪.৫১	০৬-০৬-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX১০০৪	প্রতীক দেবনাথ	৬০,৯৩৪.৮৯	০৮-০৬-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX৫৭৯৫	নবনীতা সান্যাল	১০,০১,০৫৮.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX২৪৩৫	শুভাশিস বসাক	১,১৩,৭৮৯.৩৪	০৬-০৬-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২.১০৯.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX৬৩০৩	তিনা গৌর	১,৭২,০৫২.৬০	০৮-০৬-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX২৫৬৮	মীর ফিরোজ আলী	৫,৫৪,৩৭৮.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX৬৪৮৪	দিব্যেন্দু সরকার	১,৯১,১২০.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX১৪৭০	শর্মিষ্ঠা ঘোষ	৬,৫৯,০৩০.২২	০৮-০৬-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX২২৮১	সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	৬৫,৯১৭.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৩,৮০৫.৭০	০৮-০৬-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX২৬২০	সঙ্গীতা জয়সওয়াল	২,২৩,৯০২.৫৬	০৬-০৬-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৮.৫৭৯.৪২	০৬-০৬-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX৬৮৮০	মাধুরী কর্নানি	৪,৭৬৯.২৮	০৬-০৬-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX৭০৯০	সুশামা কারনানি	৪,১৪২.৩১	০৬-০৬-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX০৬১৮	প্রেম চাঁদ গুপ্তা	১৩,৭৪,৯১৪.২৯	০৬-০৬-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX৩৬৮৫	বিকাশ ঢালি	৪৩,২৯০.৮১	০৮-০৬-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	১৯,৯৭,৯৩১.৩৪	০৮-০৬-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX০৪৪৭	নীরজ কুমার গুপ্তা	১৯,৯৪,৩২৮.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX৭৭৭৭	শিউলি পাল	৬৩,৭৫৯.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX৫৪৩৩	নীলম পণ্ডিত	৪,৬৭,৮০৭.৬৯	০৮-০৬-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX৮২২৮	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	৭০,৭২২.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX৩৭৪৯	সুভাষ রঞ্জন রায়	৩,৬৫২.৫৩	০৬-০৬-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX১৬৫৭	অলোক কুমার সিংহি	১৯,৯০,৫৮১.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX০৩৯৮	বসন্ত কুমার ঘোষ	৩,০০,২৬৩.৬৮	০৬-০৬-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX৯২১০	জ্যোতি দেবী সোনি	২,৩০,৫০৩.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX২৪৪১	সৌরভ ভরবি	৩৪,২৮৮.০০	০৮-০৬-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৫৬৩২	রাজিব পাল	১০,০২,৮২৪.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX৯৫০৩	প্রকাশ চন্দ্র দাস	৪,৪৪,৭৫২.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX২২৮৭	কাওসার আলী	৪,৩৪.৭৪৩.১২	০৮-০৬-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৯৬৬০	রাজশ্রী চ্যাটার্জি	৩.০৪,১১৪.৮২	০৮-০৬-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX৮২৭১	স্বাগতা দাস	৪,৭৬,৬৬০.৯০	০৬-০৬-২০২৬
১৭৯	XXXXXXXXXX৮৪০৩	বিপ্লব কুমার ধর	৯,০৩,৮৮৯.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৮০	XXXXXXXXXX১২০৫	মহঃ সাহাবুদ্দিন	৫,১০,৪৭৭.৯২	০৮-০৬-২০২৬
১৮১	XXXXXXXXXX৭৩১৫	সৌরভ মুখার্জি	১০,০৮,৩০৯.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৮২	XXXXXXXXXX৮৩৮৩	তপতী মুখোপাধ্যায়	১০,০৮,২৮৪.৯০	০৬-০৬-২০২৬
১৮৩	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুধা শাহ	৫,৫৪,০৩৪.২০	০৬-০৬-২০২৬
১৮৪	XXXXXXXXXX৬১০৪	সেরিনা সুলতানা	৫,৯২.৫৫৬.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৮৫	XXXXXXXXXX৩২৯২	শঙ্কর গাঙ্গুলি	৯,৯৪,৯০১.৫৯	০৬-০৬-২০২৬
১৮৬	XXXXXXXXXX০০৫৪	বিনীতা ঝাওয়ার	১৯,৬৯,১৭২.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৮৭	XXXXXXXXXX৯০৪১	সোমনাথ ব্যানার্জি	২,১১,৮৭২.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৮৮	XXXXXXXXXX৩১৮৩	বৈশাখী মজুমদার	৯৮,৭৪,২১৫.১৮	০৬-০৬-২০২৬
১৮৯	XXXXXXXXXX৩৪৯২	বৈশাখী মজুমদার	১,৯১,৯২৬.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৯০	XXXXXXXXXX২৪৮৩	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১,৪৫৩.৯২	০৬-০৬-২০২৬
১৯১	XXXXXXXXXX৬৯৩১	তানিয়া রায়	১,৩৪০.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৯২	XXXXXXXXXX০০৭৯	দীপিকা রানি মিস্ত্রি	১,৯৯৫.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৯৩	XXXXXXXXXX৯৭৫৭	জয়ন্তী কুন্ডু	১.৫১৮.৮২	০৬-০৬-২০২৬
১৯৪	XXXXXXXXXX০১৪১	অভিজিৎ বসু	৩,৮০৩.২০	০৬-০৬-২০২৬
১৯৫	XXXXXXXXXX১২৮৪	জয়িতা ব্যানার্জী	৭,৮০,০৬৫.৭৮	০৮-০৬-২০২৬
১৯৬	XXXXXXXXXX৫৬৫৭	বিষ্ণু ওয়েবটেক প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৬০.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৯৭	XXXXXXXXXX৭৭৬৩	বিষ্ণু ইনফ্রাকমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৬০.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৯৮	XXXXXXXXXX১৮৪৫	অনুপ ঘোড়াই	৫,০৪,৫৬৫.০০	০৬-০৬-২০২৬
১৯৯	XXXXXXXXXX৪৪৩৯	সমীর ঘোষ	১,৩০৭.৯২	০৬-০৬-২০২৬
২০০	XXXXXXXXXX১০১৫	পঙ্কজ কুমার সিং	১,৫২.২৬৭.৮২	০৮-০৬-২০২৬
২০১	XXXXXXXXXX৩১৮৩	দীপা দাস	৯,৬২,৫৮৮.৮২	০৬-০৬-২০২৬
২০২	XXXXXXXXXX০৬৮৬	পবন কুমার বাজাজ	৩,৮৫৫.২০	০৬-০৬-২০২৬
২০৩	XXXXXXXXXX৬৫৮০	চন্দন কুমার মাইতি	৯,৮৫,৭৯২.৩৩	০২-০৬-২০২৬
২০৪	XXXXXXXXXX০৪০৭	অনুজ কুমার অধ্যামরি	৫,৭৫,৪১৯.৮২	০৬-০৬-২০২৬
২০৫	XXXXXXXXXX৮৫৯১	অর্পিতা সরকার	১০,৮৯.০০৩.০০	০৬-০৬-২০২৬
২০৬	XXXXXXXXXX৭০৯৬	বিশ্বনাথ তুলসিয়ান	৫,৮০,৯৫৫.৫৯	০২-০৬-২০২৬

তারিখ ঃ ১০.০৬.২০২৬
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No. **531/MM/NIeT/2025-26, Dated: 10-06-2026.** The last date for online submission of tender is **01-07-2026 (Wednesday) up to 17:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:০৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নাহরলাগুন-এঃ সি. সি পেভার ব্লক দ্বারা এপ্রোচ রোড এবং স্টেশন চার্কুলেটিং এলাকায় উন্নয়ন-এর সাথে নিষ্কাশন কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,২৪,৬৭,৯৪০.৩৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ১০,৪৯,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কোকরাঝার স্টেশনে অবশিষ্ট কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ- **টেণ্ডার সংখ্যা. ০৮-এপি-II-২০২৬। কাজের নামঃ** এবিএসএসের সঙ্গে সম্পর্কিত কোকরাঝার স্টেশনে অবশিষ্ট কাজঃ নিম্ন ব্যয়সাপেক্ষ পিপি শেডের ব্যবস্থা, চতুর্দিকের এলাকা, সমীপবর্তী পথ, পিএফের সারফেসিং এবং বৈদ্যুতিক এসএণ্ডটি, টিআরডি কাজ সহিত চতুর্দিকের এলাকায় থাকা শৌচালয়ের উন্নয়ন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,৮৫,৬১,৭২০.০৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৩,৭১,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructural arrangement and Live telecast of the oath-taking ceremony at the council chamber located at the ground floor of the Main Building of the WBLA on the 12th June, 2026" **[Job No. KIT/RW/050 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-028/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **11.06.2026 up to 05.00 PM**

2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity of the oath-taking ceremony at the council chamber located at the ground floor of the Main Building of the WBLA on the 12th June, 2026" **[Job No. KIT/RW/051 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-029/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **11.06.2026 up to 05.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৬/৩১, তারিখ ০৮.০৬.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **(ক) টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৩.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ১০২৬২৫৬১, ডব্লুএপি৫-এর জন্য সেকেন্ডারি সাসপেনশন স্প্রিং, ₹ ২,১৬,৬৩০/-. **(২)** ১০২৬২১৯৭, টিএম ব্লোয়ারের জন্য এম.এস. ফেব্রিকেটেড ইম্পেলার, ₹ ১,৯৭,৭০০/-. **(৩)** ১০২৫২২৩৯, ড্রাইভার'র ডিরেক্ট ব্রেক ভাল্ভ, ₹ ১,০৩,৬৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪)** ০৮২৬১০৩৬, সিলিকোন রাবার কম্পাউন্ড (লাল), ₹ ৪,৮৩,৯৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫)** ১৯২৬১৬৬৮, ফিল্টার এলিমেন্ট, স্পিন-অন ফুয়েল ফিল্টার ইত্যাদি, ₹ ১,০৩,৭৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২২.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ১১২৫১০২৫এ, প্রাইমারি ভার্টিকাল ড্যাম্পার, ₹ ৬,৬৩,৯৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০২.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭)** ০১২৫১২৩৭বি, আপেন্ডেড ইনসার্ট নিউট্রাল আইএসও ডিজাইন এলএনইউএক্স-৩০১৯৪০ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১৯,৭৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ০৮২৬৫০২৪, কালার এলসিডি টাচ ডিসপ্লে থার্মাল ইমেজার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৩,৬৭,৬৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৯)** ১১২৫১০১৪এ, উচ্চ ক্ষমতার সাইড বাফার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৮,২০,৩২০/-. **(১০)** ১১২৬১১৭৮, নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক 'K' ধরনের হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লক ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১০,৯৮,০৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১১)** ২০২৬৩০৭১, ক্যারিয়ার সাব অ্যাসেম্বলি, ₹ ৩,০৩,৩৮০/-. **(১২)** ২০২৬১০৮৭, এম/কোচের অ্যাক্সল গাইট অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য লোয়ার রাবার ওয়াশার, ₹ ২,২৬,৬৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.০৭.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩)** ১০২৬১৮০২, সাব কিট আইওএইচ-১, ₹ ৩,০৫,৭৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৪)** ১২২৬১০৪৯, বেশি প্রশস্ত পিএসসি স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৭ অনুসারে ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি) উৎপাদন ও সরবরাহ, ₹ ২০,০০,০০০/-. **(১৫)** ১২২৬১০৩৪, ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের জন্য কংক্রিট স্লিপারের উপর ইলাস্টিক রেল ক্লিপস ফ্ল্যাট টো-র সাথে ব্যবহারের জন্য আরডিএসও ড্রইং নং টি-৩৭৪০, অল্ট-৭ অনুসারে মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহ, ₹ ২০,০০,০০০/-. **(১৬)** ১২২৬_অবটিউজক্রসিং_৬৪৯৫, ৬০ কেজি রেলের জন্য আরডিএসও ড্রইং টি-৬৪৯৫ অনুসারে ১ ইন ৮.৫ সিএমএস অবটিউজ অ্যাঙ্গল ক্রসিং উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ৩,২২,৯২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২২.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৭)** ১২২৬_এসপিসিএল_স্লিপার, বিশেষ ধরনের পিএসসি স্লিপারের প্রাপ্যতার জন্য চালু চুক্তি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৮)** ১২২৬১০৩৬, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৬ অনুসারে পিএসসি প্রশস্ত স্লিপারে ব্যবহারের জন্য আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৮ (অল্ট.১) অনুযায়ী মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহ, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৯)** ২২২৬৫৩৬৯, ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইঞ্জেকশনের জন্য ফেরিসিম্যাব ৬ মিগ্রা/০.০৫ মিলি সলিউশন, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১০.০৬.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২০)** ২২২৬৫৪২৯, ইঞ্জ. লুসপ্যাটারসেপ্ট ২৫ মিগ্রা (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত উৎপাদক সংস্থার সামগ্রী তালিকায় সামগ্রীটি উপলব্ধ হতে হবে), ₹ ০/-. **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **(খ) ক্র.নং১, টেন্ডার নং :** ৫২২৬৬৪৭৯. **সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** অ্যানোডাইজ্‌ড অ্যালুমিনিয়াম ব্রেইল স্ক্রিপ্ট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ :** ০৯.০৭.২০২৬. **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,৩৬,২১,৭৩৫.৬০. **ক্র.নং১, টেন্ডার নং :** ৫২২৬৫৪২২এ. **সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** মডিউলার ধরনের মেজানাইন কাঠামো। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ :** ০৬.০৭.২০২৬. **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৫২,৬২,২২৫/-. **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-17/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No. : LTG/7/INST/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work: **Operation and maintenance of electrical installations at Art Gallery, Amphitheatre, Heritage Portion etc. of Binodini Theatre.** Estimated amount: ₹ **4,95,685.63.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date of submission of bid: **19.06.2026 at 5 PM.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 at 5 PM** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting-HQ, KMC invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/05/26-27
Name of the work: **Comprehensive maintenance contract of four nos. water cooler cum purifier machines installed at Town Hall, KMC for two years.** Estimate amount: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **5,502.00.** Period of completion: **730 days.** Last date and time of submission of bid: **20.06.2026 (5 PM).** The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (5 PM)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ASPH/PB/GM-23/2025-26
Name of the work: **Supply and fitting fixing of centre rollers and centre roller shafts for DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **24.06.2026 - 1 PM.** Bid opening date for technical proposal (online): **27.06.2026 - 1 PM.** The bid forms and other details are available on and from **15.06.2026 (after 12 Noon)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ASPH/PB/GM-22/2025-26
Name of the work: **Manufacturing and fitting fixing of trunion rollers and shafts for thermodrum of DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **23.06.2026 - 1 PM.** Bid opening date for technical proposal (online): **25.06.2026 - 1 PM.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 (after 12 Noon)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following works:
(1) NIT No. : LTG/13/47/VI/Z-II/26-27
Name of the work: **Repairing and replacement of Uttaran lighting arrangement at different Uttaran Areas in Ward No.-47.** Estimate amount: ₹ **1,98,645.79.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**
(2) NIT No. : LTG/12/46/VI/Z-II/26-27
Name of the work: **Repairing and replacement of Uttaran lighting arrangement at different Uttaran Areas in Ward No.-46.** Estimate amount: ₹ **1,99,068.98.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **20.06.2026 up to 1 PM (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date: **22.06.2026 (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2026 (1 PM) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/26
Name of the work: **Fabrication and erection of MS structural work with MS cover plate opposite SEB Complex on Taratala Road with other allied works.** Estimated amount: ₹ **4,93,520.00.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of receipt of tender (online): **23.06.2026 at 2 PM.** Last date and time of opening of tender (online): **25.06.2026 at 2 PM.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The CME (SWM), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : SWM-II/DIST-IV/04/26-27
Name of the work: **Repairing suspension system of 03 nos. BS VI, Hopper Tipper Dumper WB07K 0850, WB07K 0859 and WB07K 0892 (TATA Signa 1923K) of Dist-IV Garage under SWM-II Department.** Estimated amount: ₹ **1,98,517.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **18.06.2026 up to 1 PM.** The bid forms and other details are available on and from **08.06.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (88/26-27)

NOTICE

Motilal Oswal Financial Services Limited
SEBI Registration No.: INZ000158836
Member of Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX); Member ID 55930, BSE Limited (BSE) Clearing No.: 446, National Stock Exchange of India Ltd (NSE) Member ID 10412 (NCDEX) ID 1240
Registered office Address of Member: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Tel No.: 022-7193 4200.

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Exchange	Name of AP	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
MCX	TAPAN KUMAR PAL	TAPAN KUMAR PAL	7C PICNIC GARDEN, 2ND LANE, 39, BUS STAND, TILJALA S O KOLKATA, SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, INDIA, 700039.	MCX/AP/145244
BSE	TAPAN KUMAR PAL	TAPAN KUMAR PAL	7C PICNIC GARDEN, 2ND LANE, 39, BUS STAND, TILJALA S O KOLKATA, SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, INDIA, 700039.	AP01044601122401
NSE	TAPAN KUMAR PAL	TAPAN KUMAR PAL	7C PICNIC GARDEN, 2ND LANE, 39, BUS STAND, TILJALA S O KOLKATA, SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, INDIA, 700039.	AP0297139591

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **Motilal Oswal Financial Services Limited** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice.

Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact Motilal Oswal Financial Services Limited within **15 days** from the date of issuing this notice.

For **Motilal Oswal Financial Services Limited**

Date: June 09, 2026
Place: Mumbai

Sd/-
Authorised Signatory

ফোকাসে রোনাল্ডো, স্পর্শকের মতো ঘিরে রয়েছেন ব্রুনোরা! খেতাবজয়ে এককাট্টা পর্তুগাল

সংবাদ সংস্থা, তুরিন, ৯ জুনঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বয়স ৪১। তবু পর্তুগালের বিশ্বকাপ-স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু এখনও তিনিই। এবারের আসর তাঁর ষষ্ঠ অভিযান। সম্ভবত চূড়ান্তও। তবে শুধু রোনাল্ডো নন, সামগ্রিকভাবে দেখলে, গত এক দশকের অন্যতম ভারসাম্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দল নিয়ে উত্তর আমেরিকায় নামতে চলেছে পর্তুগাল। ইউরো জয়ের পর এবার লক্ষ্য একটাই-ইতিহাসে প্রথম বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তোলা। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খুব বেশি ঘাম ঝরাতে হয়নি পর্তুগালকে। যদিও হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ড্র এবং আয়ারল্যান্ডে হার কিছুটা ধাক্কা দিয়েছিল ঠিকই। ফলে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা। তবে সেই লড়াইয়ে আর্মেনিয়াকে ৯-১ উড়িয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে রবার্তো মার্তিনেজের দল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ডাবলিনে লাল কার্ড দেখায় নির্বাসনের সাজাপ্রাপ্ত রোনাল্ডো সেদিন মাঠে ছিলেন না। বিশেষজ্ঞদের নজরে, এই পর্তুগালের সবচেয়ে বড় শক্তি বহুমুখিতা। জোয়াও নেভেস এবং মাতেউস নুনেস মাঝমাঠ ও ফুলব্যাক-দুই ভূমিকাতে স্বচ্ছন্দ। জোয়াও ক্যানসেলো এবং দিয়োগা দালো দু'প্রান্তে আক্রমণ শানান, আগলেও রাখেন। আবার ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও বের্নার্দো সিলভা ম্যাচের মধ্যে বারবার নিজেদের অবস্থান বদলে যান। এত নমনীয়তার মধ্যেও দলের মেরুদণ্ড স্পষ্ট। দিয়োগো কস্তা, রুবেন দিয়াস, ব্রুনো, বের্নার্দো, রোনাল্ডো, নুনো মেন্দেস এবং ভিতিনিয়া প্রথম একাদশে কার্যত নিশ্চিত। বিশ্বকাপের আগে মার্তিনেজ বলেছিলেন, ''ইউরো ২০২৪-এর পথে আমরা টানা ১০ ম্যাচ জিতেছিলাম। কিন্তু তখন টিম এতটা তৈরি ছিল না। চ্যালেঞ্জ মানুষকে বড় করে। তখন আমাদের মধ্যে শিরোপা জেতার মতো মানসিক দৃঢ়তা আসেনি। নেশনস লিগে জার্মানি গোল করার পর ফিরেছি, স্পেন গোল করার পরও ফিরেছি। এটাই নতুন পর্তুগাল।'' ২০২৫ সালে দিয়োগো জোতা এবং তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভার মৃত্যু পর্তুগিজ ফুটবলে বড় ধাক্কা। সেই ক্ষত এখনও তাজা। তাই এবারের বিশ্বকাপ পর্তুগালের কাছে শুধু ফুটবলের লড়াই

নয়, মিশে রয়েছে একরাশ স্মৃতিভার। মার্তিনেজের কথায়, ''দিয়োগোর স্বপ্নের জন্য লড়াই করা আমাদের দায়িত্ব। ও আমাদের শক্তি, আনন্দ। ওর মানসিকতা, ওর লড়াইয়ের ক্ষমতা এবং উদাহরণ এগিয়ে নিয়ে যায়।'' কোচ নিজে কিন্তু বেজায় চাপে। এক বছর আগে তাঁর বিদায়ের জোর গুঞ্জন। জোসে মোরিনহোর নামও ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু নেশনস লিগ জয়ের পর নতুন ফেডারেশন সভাপতি পেদ্রো প্রোয়েন্সা আস্থা হারাননি। বিশ্বকাপের পর তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে, এখনও স্পষ্ট নয়। রোনাল্ডোর নামের পাশে ইতিমধ্যে পাঁচটি বিশ্বকাপ, ২২টি ম্যাচ এবং আটটি গোল। এবার ষষ্ঠবার খেলতে নামছেন তিনি। হাজার কেরিয়ার গোলের মাইলফলক হয়তো ছোঁয়া হবে না। কিন্তু এত কাছে পৌঁছনোই তাঁর খিদের প্রমাণ। ২০২২ সালে মরক্কোর কাছে হেরে বিদায়ের পর রোনাল্ডো লিখেছিলেন, 'স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।' চার বছর পর তিনি ফিরেছেন অধরা স্বপ্নকে আরও একবার তাড়া করতে।

আইপিএল আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এক নয়!

ভারতের হয়ে ব্যর্থতায় জরুরি শিক্ষা বৈভবের

সংবাদ সংস্থা, ডাম্বুলা, ৯ জুনঃ শুরুটা ছিল চেনা। প্রথম সুযোগেই বাউন্ডারি। তারপর আরও একটি। পরের ওভারে চার। ডাম্বুলায় ভারত 'এ' জার্সিতে নামা বৈভব সূর্যবংশী আইপিএলের ধারা বজায় রাখেন। কিন্তু সেই ঝড়ের ঝাপটা স্থায়ী হল না। চতুর্থ ওভারেই আউট হয়ে সাজঘরে ফিরতে হল ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত কিশোরকে। শ্রীলঙ্কা 'এ'-র বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় পুরস্কারও। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের টি-২০ দলে জায়গা হয়েছে। পাশাপাশি এশিয়ান গেমসের দলেও রাখা হয়েছে তরুণ ওপেনারকে। ডাম্বুলার এই সিরিজকে অনেকেই জাতীয় দলের আগে শেষ বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন। আইপিএলের পাটা উইকেট আর শ্রীলঙ্কার ধীর, স্পিন-সহায়ক পিচ এক নয়। এখানে বারেবারে বৈভবকে নতুন প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। শুধু আক্রমণাত্মক ব্যাটিং

সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে দাপুটে শুরুর পর আকস্মিক ছন্দপতন। ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে খাতা খোলেন বৈভব। প্রথম রান চার মেরে। পরের বলে বাউন্ডারি। তৃতীয় ওভারের প্রথম ডেলিভারি। তাতেও একই পরিণতি। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, শ্রীলঙ্কার বোলারদের চাপে রাখার পরিকল্পনাই নিয়ে ময়দানে নেমেছেন বৈভব। যদিও গোটা ছবি বদলে যায় চতুর্থ ওভারে। ফুল লেংথ ডেলিভারিতে বড় শট খেলতে যান বৈভব। ব্যাট ঘুরে যাওয়ায় টাইমিং ঠিক হয়নি। বল উঠে যায় মিড-অফ অঞ্চলে। ডাইভ দিয়ে ক্যাচ নেন ফিল্ডার। তিনটি চার মেরে জমে ওঠা ইনিংস হোঁচট খায় আচমকা। সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে বৈভব যা করেছেন, তা তাঁকে সরাসরি আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। ১৫ বছর বয়সে ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান, সঙ্গে ২৩৭.৩০ স্ট্রাইক রেট। একটি শতরান এবং পাঁচটি অর্ধশতরান। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে পেয়েছেন নয়, দেখাতে হবে পরিস্থিতি বুঝে ইনিংস গড়ার ক্ষমতাও। ম্যাচের আগে ভারত 'এ' অধিনায়ক তিলক বর্মাও সেই প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, ''সবাই দেখেছে ও কতটা ভাল ক্রিকেটার। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও ওর পারফরম্যান্স সবাই দেখেছে। বিশেষ করে একদিনের ক্রিকেটে।'' যোগ করেন, ''আমরা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি, এই ফরম্যাটে কী করে। শ্রীলঙ্কার ধীর উইকেটে ওর ব্যাটিংয়ের ভূমিকা কিছুটা বদলাবে। তবে আমি নিশ্চিত, এখানেও বৈভব ভাল করবে।'' প্রথম ম্যাচে বড় রান এল না। তবে লড়াই শেষ হয়নি। ভারত 'এ', শ্রীলঙ্কা 'এ' এবং আফগানিস্তান 'এ' নিয়ে সাজানো এই প্রতিযোগিতায় আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলবেন বৈভব। ফলে নিজের সামর্থ্য দেখানোর সুযোগও থাকবে যথেষ্ট। ডাম্বুলার প্রথম পরীক্ষায় তিনি ব্যর্থ। তবে তিনটি চার মেরে যে আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখিয়েছেন, তাতে নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের নজর যে এখনও তাঁর উপরই থাকবে, তা নিয়ে সংশয় নেই।

ভারতীয় ফ্যানদের জন্য সুখবর

সিরিজের সময় এগিয়ে নিয়ে এল ইংল্যান্ড!

মুম্বই, ৯ জুনঃ বিদেশে সিরিজ হলে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তায় থাকেন ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা। কখন সেই খেলা দেখানো হবে ভারতে? যতই ওটিটি-র রমরমা থাকুক, এখনও দেশের একটা অধিকাংশ সমর্থককূলই ভরসা করে রাখেন টিভির উপর। কিন্তু মাঝেমাঝে এমন সময় বিদেশের ম্যাচ সম্প্রচার করা হয়, যার ফলে ব্যাঘাত ঘটে ভারতীয় সমর্থকদের ঘুমের। তবে এবার খুশির খবর ভারতীয় সমর্থকদের জন্য। কারণ, ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের সময় বদলে গিয়েছে। এক ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে সিরিজ। ভারতীয় দর্শকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে সংবাদমাধ্যম সূত্রে। আগামী ১ জুলাই থেকে ইংল্যান্ডের মাটিতে শুরু হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজের সময়ই এক ঘণ্টা করে এগিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ১০টা নাগাদ। মোট ৫ ম্যাচের মধ্যে ৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচই শুরু হবে এই সময়। বাকি দুই ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ। সম্মিলিত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড ও ভারতের বোর্ড, ও সম্প্রচারকারী সংস্থা। এর পাশাপাশি ১৪ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা ৩ ওয়ান ডে ম্যাচের সিরিজও সময়ের হেরফের রয়েছে। ১৪ ও ১৯ জুলাই ম্যাচ হবে ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ। ১৬ জুলাই-য়ের ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, যেহেতু দুই সম্প্রচারকারী সংস্থাই উচ্চমানের ক্রিকেট পরিবেশন করতে চায়, তাই দুই পক্ষই সম্মতি দিয়েছে এই সময়ে ব্রডকাস্টের, বলে জানিয়েছে সংস্থা। অনেকদিন আগে থেকেই এই সিরিজের সব টিকিট 'সোল্ড আউট' হয়ে গিয়েছে তবে জানা গিয়েছে। এই সিরিজে নেই বিরাট কোহলি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ওডিআই সিরিজে খেলবেন না কোহলি, জানিয়েছে বোর্ড।

ইরানের সমর্থকদের টিকিট বাতিল করল ফিফা

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ৯ জুনঃ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দু'দিন দিন। তার আগে নতুন বিতর্কে ফিফা। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের অভিযোগ, বিশ্বকাপের জন্য বরাদ্দ থাকা তাদের সমর্থকদের টিকিট শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ফলে হাজার হাজার ইরানি সমর্থক অনিশ্চয়তায়। তাঁদের অনেকে ইতিমধ্যে বিমান টিকিট কেটেছেন, হোটেল বুক করেছেন, সফরের পরিকল্পনাও চূড়ান্ত! মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইরান ফুটবল ফেডারেশন জানায়, 'ফিফা নির্ধারিত প্রক্রিয়ার উপর ভরসা করে বহু ইরানি সমর্থক ম্যাচ দেখতে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন।' এমন পরিস্থিতিতে টিকিট বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্ত বড় ধাক্কা বলে মনে করছে তেহরান। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে ইরানকে ঘিরে একের পর এক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জটিলতা সামনে এসেছে। টিকিট বিতর্ক তালিকায় নতুন সংযোজন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় আয়োজিত এবারের টুর্নামেন্টে আগে থেকেই ভিসা সমস্যা, প্রবেশাধিকার এবং কূটনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ ছিল। ইরানি সমর্থকদের একাংশের দাবি, সরকারি নিয়ম মেনে তাঁরা আবেদন করেছিলেন। অনেকের আগেভাগে যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থাও সারা। কিন্তু হাতে বৈধ টিকিট নেই! এর ফলে বিশ্বকাপের ম্যাচ মাঠে বসে দেখার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফিফা এখনও এই অভিযোগের জবাবে কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়নি। বিশ্বকাপ আয়োজক সংস্থার তরফেও প্রকাশ্যে মন্তব্য করা হয়নি।

নৈহাটিতে অল বেঙ্গল ওপেন যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬

মহন্ত দাশগুপ্ত

জয়গুরু যোগা অ্যান্ড ড্যান্স ইনস্টিটিউটে-র মহতি পরিচালনায় নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো অল বেঙ্গল

ওপেন যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬, স্বর্গীয় অনিল কুমার পাল ও স্বর্গিয়া আরতি পাল, স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফি এবং স্বর্গীয় দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আজ তুলে দেওয়া হলো শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের করকমলে। নৈহাটি বিজয় নগর এলাকার এত বড় যোগা সংস্থা বহুদিন ধরে পরিশ্রম করে তাদের এত সদস্য-সদস্যা বাড়িয়ে ফেলেছেন, যা আজকে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আজকে তাই স্থানীয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী পার্টিসিপেন্ট করেছে আজকের এই যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ এর প্রতিযোগিতায়। নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে এই যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা চলতে থাকা কালীন বেলা ১ টার সময় উপস্থিত হন নৈহাটির নবনিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাকে উত্তরীয় ও ব্যাচ পরিয়ে এবং স্মারক সম্মানে ভূষিত করা হয়। তিনি প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং তার বক্তব্যে তিনি বলেন যে, সবসময় এই ধরনের সুবিশাল সংস্থার ও এত বড় সংস্থার সহযোগিতায় যে কোনো সময় তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন এবং সব সময় পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি থানার আইসি সাহেব দেবনাথ সাধুখাঁ। তাকেও উত্তরীয় ব্যাজ পড়িয়ে এবং স্মারক সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও আজ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদেরও উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। সকাল থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কর্ণধার শংকর পাল। সমগ্র অনুষ্ঠান বিশেষ সক্রিয়তার সাথে সঞ্চালনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আগত দেব নস্কর।

সুসংবাদ পেলেন নেইমার

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ৯ জুনঃ নেইমারের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। আসর শুরুর দুই দিন আগে সুসংবাদ পেয়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড। চোট থেকে সেরে ওঠার পথে 'ভালো উন্নতি' হয়েছে তার। গত মাসে সান্তোসের হয়ে ম্যাচ খেলার সময় চোট পান নেইমার। পরে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার দিন পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়, গ্রেড-২ মাসল টিয়ার তার। পায়ের এই মাংসপেশির চোটে দুই থেকে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিটকে যান ব্রাজিলের ইতিহাসের সফলতম গোলস্কোরার। ওই সমস্যায় বিশ্বকাপের আগে পানামা ও মিশরের বিপক্ষে ব্রাজিলের শেষ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারেননি নেইমার। বৈশ্বিক আসরের প্রথম ম্যাচে তার মাঠে নামা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। আগামী রবিবার মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। চোটের অবস্থা জানতে ৩৪ বছর বয়সী নেইমারকে সোমবার আবারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

সেখানে ইতিবাচক ফল আসার কথা জানায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)। পরীক্ষায় তার চিকিৎসা প্রত্যাশিত মানদণ্ড অনুযায়ী ভালো অগ্রগতি হয়েছে। ব্রাজিল জাতীয় দলের মেডিকেল স্টাফদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তার পুনর্বাসন এবং শারীরিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে এসিএল চোটে পড়ার পর দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। এরপর এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি তিনি। সব কিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে বিশ্বকাপ দিয়ে আবার দেশের হয়ে মাঠে নামতে পারেন বার্সেলোনা ও পিএসজির প্রাক্তন এই ফুটবলার। ব্রাজিলের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ১২৮ ম্যাচ ৭৯ গোল করেছেন নেইমার। বিশ্ব মঞ্চে ১৩ ম্যাচে আটবার জালের দেখা পেয়েছেন তিনি। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করা এই ফুটবলারের সামনে চতুর্থ বিশ্বকাপে খেলার হাতছানি। 'সি' গ্রুপে ব্রাজিলের অন্য দুই প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও হাইতি।

পেরুকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল স্পেন

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো, ৯ জুনঃ ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই দুর্দান্ত এক গোলে দলকে এগিয়ে নিলেন মিকেল ওইয়ারসাবাল। প্রথমার্ধেই ব্যবধান দ্বিগুণ করলেন পেদ্রি। পরে পেরুর গোলরক্ষকের ভুলে সহজ জয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করল স্পেন। বৈশ্বিক আসরের মূল লড়াইয়ে নামার আগে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকালে পেরুকে ৩-১ গোলে হারায় স্পেন। আগের ম্যাচে ইরাকের সঙ্গে ১-১ ড্র করে ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপের আগে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠ ছাড়া স্প্যানিশরা গোলের উদ্দেশ্যে নেওয়া প্রথম শটেই জালের দেখা পায়। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে চমৎকার গোলটি করেন রিয়াল সোসিয়েদাদের ওইয়ারসাবাল। এরপর চলে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। ভালো কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে স্পেন। ৩২তম মিনিটে ফেররান তরেসের ক্রসে ফাঁকায় বল পেয়ে সহজে জালে পাঠান বার্সেলোনা মিডফিল্ডার পেদ্রি। দ্বিতীয়ার্ধে অষ্টম মিনিটে ভুল করে বসেন পেরুর গোলরক্ষক পেদ্রো গাইয়াসি। ইয়েরেমি পিনোর ক্রস ঠেকাতে গিয়ে উল্টো জালে পাঠিয়ে দেন তিনি। ৬৬তম মিনিটে একটি গোল শোধ করতে পারে পেরু। সতীর্থের পাসে বক্সের বাইরে বল পেয়ে একটু এগিয়ে দাভিদ রায়াকে পরাস্ত করেন হাইরো ভেলেস। এদিন স্টেডিয়ামজুড়ে বিশ্বকাপ উন্মাদনা ছিল স্পষ্ট। গ্যালারিতে স্পেনের জার্সির পাশাপাশি বার্সেলোনার জার্সির আধিপত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। সংখ্যায় কম হলেও পুরো ম্যাচজুড়েই দলকে উৎসাহ দিয়ে যান পেরুর সমর্থকরা। আগামী বৃহস্পতিবার পর্দা উঠবে এবারের বিশ্বকাপের। সোমবার মাঠে নামবে স্পেন, প্রতিপক্ষ নবাগত কেপ ভার্দ। 'এইচ' গ্রুপে স্পেনের অন্য দুই প্রতিপক্ষ সৌদি আরব ও উরুগুয়ে।

গোল না খাওয়ায় সেরা আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ৪৮ দলের মধ্যে ৪৩তম

নিজস্ব প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনা বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর এই চার বছরে লিওনেল স্কালোনির দল খেলেছেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতোই। এবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া সব দলের মধ্যে 'ক্লিন শিট' (গোল হজম না করা) ধরে রাখার হারে সেরা আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো স্পোর্তের অফিশিয়াল পরিসংখ্যানভিত্তিক মাসকট 'গাতো মেস্ত্রে' ২০২৩ সাল থেকে এ হিসাব করেছে। এই চক্রে ৩৯ ম্যাচ খেলে ২৮ ম্যাচেই (৭১.৮ শতাংশ সফলতা) কোনো গোল হজম করেনি আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়া আর কোনো দল এ সময়ে শতকরা হারে এত বেশি ম্যাচে 'ক্লিন শিট' ধরে রাখতে পারেনি। শুধু 'ক্লিন শিট' ধরে রাখা নয়, ২০২৩ সাল থেকে হিসাব করলে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে এই সময়ে সেরা রক্ষণভাগও আর্জেন্টিনার। ৩৯ ম্যাচে মাত্র ১৪ গোল হজম করেছে স্কালোনির দল। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া সব দলের মধ্যে এ সময়ে এটাই সবচেয়ে কম গোল হজম। মরক্কো এ তালিকায় দ্বিতীয়। এই

চক্রে আফ্রিকার দলটি যত ম্যাচ খেলেছে, তার মধ্যে ৬৩.৮ শতাংশ ম্যাচে গোল হজম করেনি। শীর্ষ পাঁচে বাকি তিন দল-সেনেগাল (৫৯ শতাংশ), জাপান (৫৫.৮ শতাংশ) ও ডিআর কঙ্গো (৫৫.৬ শতাংশ)। মরক্কো 'ক্লিন শট' ধরে রাখায়ও দারুণ করেছে। এ চক্রে ৩৭ ম্যাচে তারা কোনো গোল হজম করেনি। কিন্তু আর্জেন্টিনার চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলায় সফলতার শতকরা হারে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি থেকে পিছিয়ে আশরাফ হাকিমিরা। ৫৮টি ম্যাচ খেলে মরক্কো ২০২৩ সাল থেকে। এ চক্রে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা চারটি দলের একটি মরক্কো-আলজেরিয়া (৬১), সেনেগাল (৬১), দক্ষিণ আফ্রিকা (৬০) ও মরক্কো (৫৮)। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এই চক্রে ২৯.৭ শতাংশ ম্যাচে 'ক্লিন শিট' ধরে রাখতে পেরেছে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ৪৮টি দলের মধ্যে এ সময়ে 'ক্লিন শিট' ধরে রাখার তালিকায় ৪৩তম ব্রাজিল। ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে এ পর্যন্ত ৪২ গোল (ম্যাচপ্রতি ১.১৭টি) হজম করেছে ব্রাজিল। ৩৭ ম্যাচের মাত্র ১১টিতে ক্লিন শট ধরে রাখতে পেরেছে তারা। ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে নিজেদের সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচেই গোল হজম করেছে

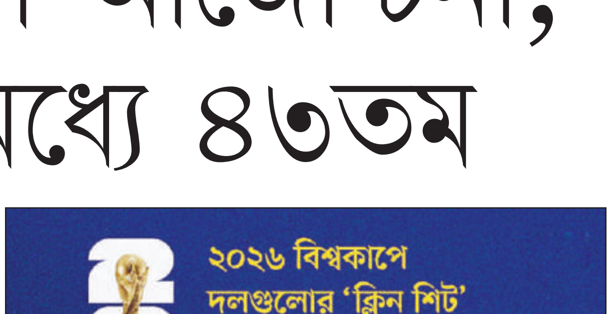

২০২৬ বিশ্বকাপে দলগুলোর 'ক্লিন শিট' (শীর্ষ ১০)

দল	ম্যাচ	গোল হজম করেনি (ম্যাচ)	সাফল্যের হার (%)
আর্জেন্টিনা	৩৯	২৮	৭১.৮
মরক্কো	৫৮	৩৭	৬৩.৮
সেনেগাল	৬১	৩৬	৫৯
জাপান	৪৩	২৪	৫৫.৮
ডিআর কঙ্গো	৫৪	৩০	৫৫.৬
ইংল্যান্ড	৫৭	৩১	৫৫
আলজেরিয়া	৬১	৩৩	৫৪.১
মেক্সিকো	৩৯	২১	৫৩.৪
উজবেকিস্তান	৪৫	২৪	৫৩.৩
আইভরিকোস্ট	৫১	২৭	৫২

*২০২৩ সাল থেকে করা হিসাব

কার্লো আনচেলত্তির দল। শুধু ব্রাজিল নয়, বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট ফ্রান্সের রক্ষণও এ চক্রে ভালো করতে পারেনি। ৪০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১৮টিতে ক্লিন শিট ধরে রাখতে পেরেছে দিদিয়ের দেশমের দল। স্পেন ৩৮ ম্যাচের মধ্যে ১৮টিতে ক্লিন শিট ধরে রাখতে পেরেছে। আরেক ফেবারিট পর্তুগাল ৪৯ ম্যাচের মধ্যে ২৩ ম্যাচে ক্লিন শিট ধরে রাখতে পেরেছে। তালিকায় এই তিনটি দলই শীর্ষ দশের বাইরে।

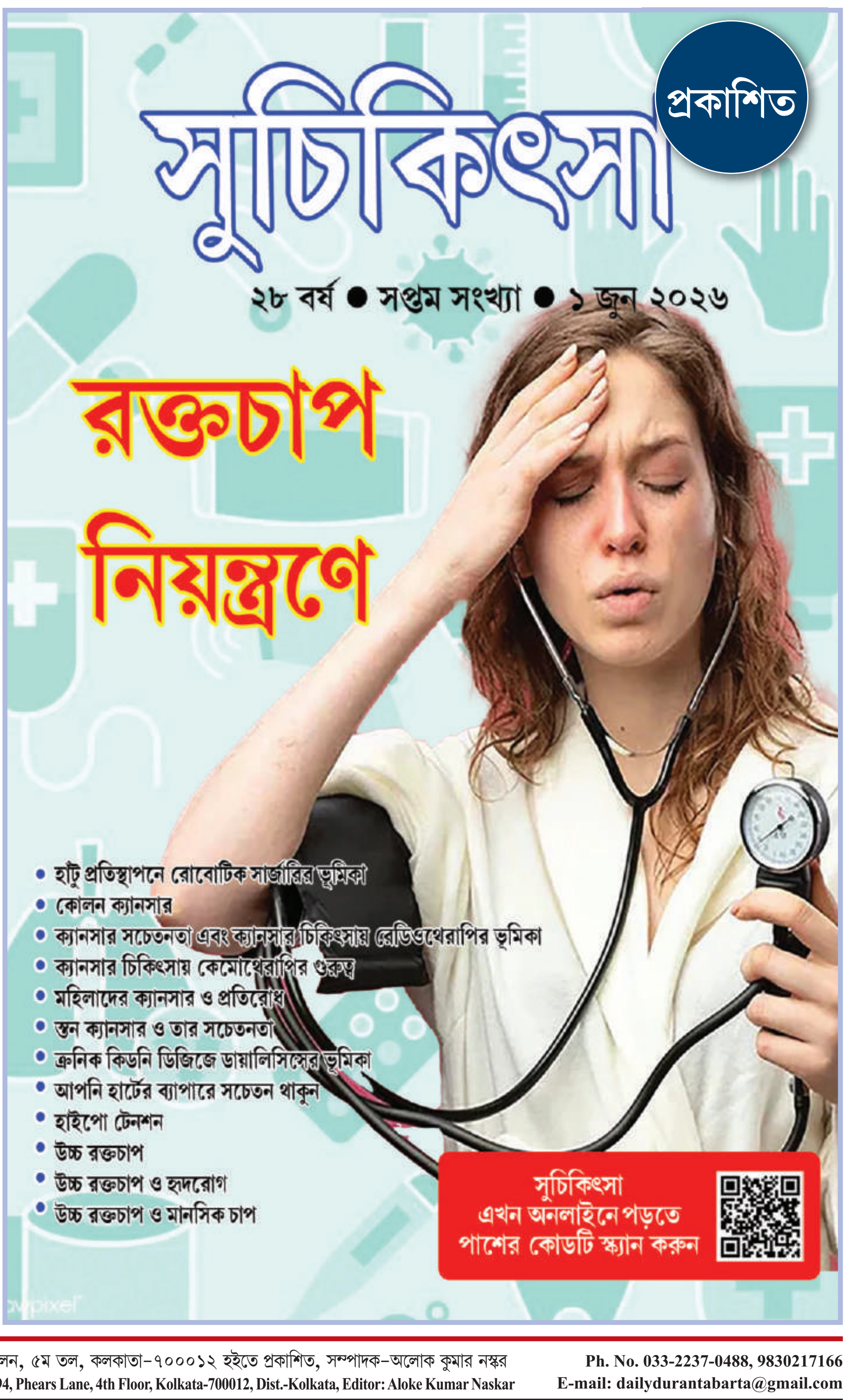

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com